Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

হুমকি

টিপু কিবরিয়া

সবা প্রকাশনী

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

হুমকি

টিপু কিবরিয়া

সান্টা ইনস শহরের শেরিফ ভিয়ান অ্যানরিল। দুর্ধর্ষ ল-ম্যান।
অভিমান করে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া ছেলে
নোয়েন অ্যানরিল ঘরে ফিরল দীর্ঘ তিন বছর পর।
কিন্তু সঙ্গে করে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতকে নিয়ে এল।
কোল্ডওঅটর কাউন্টির ডেপুটি শেরিফ
বয়েল রেমন্ডের ছেলেকে খুন করেছে সে।

পসিবাহিনী নিয়ে দুশো মাইল পথ ট্রেইল করে
সান্টা ইনস শহরে ঢুকল রয়েল রেমন্ড।
নোয়েনকে না পেলে শহর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দিল।
নোয়েন বলছে: আত্মরক্ষার জন্যে তাকে
খুন করতে হয়েছে। রেমন্ড বলছে: ঘটনার সময়
নিরস্ত্র ছিল তার ছেলে। এখন কী করবে
আইনের মূর্ত প্রতীক ভিয়ান অ্যানরিল?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী বইঘর

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

হুমকি

টিপু কিবরিয়া

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 8137 4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

HUMKI
A Western Novel
By Tipu Kibria

সেবা প্রকাশনী

আটাশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

আসাদুজ্জামান
যাঁর লেখার আমি
অনুরাগী পাঠক।

boighar.com

ওয়েস্টার্ন

হুমকি

টিপু কিবরিয়া

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।
রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী।
জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।
আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।
বজলুর রহমান: বাজি।
খসরু চৌধুরী: ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।
তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি।
কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।
কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি।
প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র।
মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে।
শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ।

এক

সূর্য ডুবছে। দিগন্ত বিস্তৃত জনহীন এক প্রান্তর ধরে ছুটে চলেছে একটি ঘোড়া। এতই ক্লান্ত, এতই পরিশ্রান্ত যে, মাথা তোলারও ক্ষমতা নেই। ওটার আরোহী তরুণ নোয়েন অ্যানরিলের অবস্থাও একই। ভীষণ রকম ক্লান্ত সে। ভেতরে প্রাণশক্তি বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। বর্তমান-ভবিষ্যৎ কোনটিরই কোন গুরুত্ব নেই যেন তার কাছে।

তবু সহজে হাল ছাড়ার পাত্র সে নয়। কারণ একে সে তরুণ, তার ওপর সামনেই সান্টা ইনস। নোয়েন অ্যানরিলের নিরাপদ আশ্রয়। তার বাবা ভিয়ান অ্যানরিল সান্টা ইনসের আইন, শেরিফ। একমাত্র সে-ই পারে নোয়েনকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। তাই হাল ছাড়তে জি নয় নোয়েন, যত কষ্টই হোক, সান্টা ইনস তাকে পৌঁছতেই হবে।

দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী নোয়েন অ্যানরিল। বয়স সবে পঁচিশ পেরিয়েছে। লম্বাটে মুখ। চাউনি অন্তর্ভেদী, শীতল। অনেকটা শিকারী বাজের মত। খিদে আর সারাদিনের ক্লান্তি বিধ্বস্ত করে ফেলেছে তাকে আজ। চেহারা শুকিয়ে গেছে। গর্তে বসে গেছে চোখ। ঘামছে নোয়েন দর্দর্ করে।

পরনের নীল ক্যাভালরি শার্ট ভিজে লেপ্টে আছে গায়ের সাথে। রোদে রঙ জ্বলে সাদা হয়ে গেছে ওটার কাঁধ-পিঠ। প্যান্টটা নোংরা,

কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। বুটের হিল ক্ষয়ে গেছে বিশ্রীভাবে। বাঁ পায়ের স্পারের একটা রাউয়েল নেই। হ্যাটের অবস্থা যাচ্ছেতাই। ঘামে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। একটা ফুটোও আছে হ্যাটে। কোমরের কার্ট্রিজ বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে নোয়েনের রিভলবার।

সূর্য ডুবে যাওয়ার আগ মুহূর্তে থেমে পড়ল নোয়েন অ্যানরিল। ঘুরে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল। চোখ কোঁচকাল। মাইল তিনেক পেছনে হালকা ধোঁয়ার এক মেঘ চোখে পড়ল যেন, যদিও নিশ্চিত নয় নোয়েন। দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে এগুতে লাগল সে আবার, সরাসরি প্রকাণ্ড কমলা রঙের থালার মত অস্তিম সূর্য বরাবর। ওটার শেষ আলোয় নোয়েনের ঘর্মাক্ত মুখটা রক্তের রঙ ধারণ করল, কাঁচের মত চক্‌চক্ করে উঠল।

এক নাগাড়ে চলার ওপরে থাকলে হয়তো ওদের কিছুটা পেছনে ফেলতে পারবে নোয়েন, তবে খসাতে পারবে না একেবারে। ওর ট্রেইল পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে অনুসরণকারীদের। তাছাড়া এমনিতেও ওরা খুব ভালই জানে কোথায় চলেছে নোয়েন। এবং কেন। ওরা জানে ভিয়ান অ্যানরিলের ছেলে নোয়েন অ্যানরিল। বাপের চোখের সামনে ছেলেকে পাকড়াও করার ইচ্ছে আছে ওদের।

নোয়েন জানে এভাবে সান্টা ইনস যাওয়া ঠিক হচ্ছে না তার। বোঝে এর ফলে মহাসমস্যায় পড়ে যাবে ভিয়ান অ্যানরিল, কিন্তু সে নিরুপায়। নিজেকে রক্ষা করার আর কোন পথ নেই তার সামনে।

রয়েল রেমন্ড, তার দুই ছেলে আর এগারো পসির হাত থেকে রক্ষার উপায় নেই নোয়েনের। অনেক চেষ্টা করেছে সে, পারেনি। শেষ একটাই আশা আছে এখন, বাবাকে বোঝানো যে আত্মরক্ষার স্বার্থেই রয়েল রেমন্ডের ছোট ছেলেকে হত্যা করেছে নোয়েন। বাধ্য হয়ে করেছে।

boighar.com

রোজকার মত খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ভিয়ান অ্যানরিলের। তবে আজকের দিনের শুরুটা অন্য দিনের মত লাগল না। কেমন এক অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগল অ্যানরিলের মনে, অথচ এর কোন কারণ খুঁজে পেল না সে।

বিছানায় উঠে বসল ভিয়ান অ্যানরিল। ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে নেমে পড়ল। বিশালদেহী মানুষ শেরিফ ভিয়ান। চওড়া কাঁধের অধিকারী। বয়স বাহান্ন। চুল বেশির ভাগই পাকা। চোখের রঙ ধূসর। কঠিন চাউনি। হাই তুলল সে। আট আঙুল চিরুনির মত চালিয়ে এলোমেলো চুল পেছনে নিয়ে গেল। পা বাড়াল কিচেনের দিকে।

চুলোর আগুন জ্বেলে কফিপট চাপিয়ে কাপড় পাল্টানোর জন্যে বেডরুমে ফিরে এল ধীর পায়ে। কয়েক মুহূর্ত বিছানায় বসে থেকে প্যান্ট পরে, পায়ে বুট গলাল। বেডপোস্ট থেকে সিক্সশুটার ও বেল্ট তুলে নিয়ে কোমরে পেঁচাল বেল্টটা।

পোর্চে এসে শেরিফ হাতমুখ ধুল ওঅশস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে।

শেভের কাজ সেরে কিচেনে ফিরে এল ভিয়ান অ্যানরিল। পানি ফুটতে শুরু করেছে। ওর মধ্যে খানিকটা কফি ছেড়ে দিয়ে বেডরুমে এসে ড্রেসার থে পরিষ্কার একটা সাদা শার্ট বের করে পরে নিল। তারপর ভেস্ট চা লি শার্টের ওপর।

কিচেনে ফিরে এককাপ কফি ঢালল সে। টেবিলে বসে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ধূমায়িত কফির দিকে। সেই অস্বস্তিবোধটা ফিরে আসছে। কেন এমন লাগছে?

অন্যমনস্ক অ্যানরিল কাপে চুমুক দিল। কেন কে জানে, অতীত উঁকি দিতে শুরু করেছে মনে। বউ-ছেলে নিয়ে ছোট্ট এক সংসার ছিল কোন এক সময়। কিন্তু আজ ওরা দূরে। বউ-ছেলে কেউ কাছে নেই।

ওদের হারিয়ে আগে প্রায়ই জীবনটা নীরস, অর্থহীন মনে হত ভিয়ান অ্যানরিলের। জীবন-যুদ্ধে মানুষ সবসময় জিতবে এমন কোন কথা নেই। আবার সবসময় হারবে এমনও নয়। অ্যানরিল তার বউ-ছেলে উভয়কেই হারিয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক—অনেক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়। সবকিছু হারিয়েও আইন আঁকড়ে পড়ে আছে সে। আইনের প্রতি তার রয়েছে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। সবকিছু হারিয়েছে বলেই হয়তো আইন এখন অ্যানরিলের একমাত্র অবলম্বন।

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ। মনে অতীত উঁকি দেয়ায় নিজের প্রতি বিরক্ত হলো কিছুটা। চুলোর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে ভাবল: এখানেই ব্রেকফাস্ট সারবে, নাকি হোটেলে যাবে। শেষ পর্যন্ত হোটেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বোর্ডওঅকে উঠে এল ভিয়ান অ্যানরিল। ধীর পায়ে সান্টা ইনস হোটেলের দিকে এগোল।

এরমধ্যে পুবাকাশ লাল করে সূর্য উঠেছে। হোটেলের সামনে ধুলিধূসর রাস্তার মাঝখানে জেনারেল গ্রান্টের ব্রোঞ্জমূর্তি দাঁড়িয়ে। মূর্তির পাশেই রয়েছে একটা ট্রাফ। ঘোড়ার জন্যে। অবশ্য প্রায় সময়ই ওটা খালি থাকে।

পোর্চ ও লবি পেরিয়ে হোটেলের ডাইনিং রুমে ঢুকল ভিয়ান অ্যানরিল। সুইভেল চেয়ারে বসে নাক ডাকতে থাকা ডেস্ক ক্লার্ককে এক মুহূর্ত দেখল।

জানালার পাশের একটা টেবিলে চেয়ার টেনে বসল শেরিফ ভিয়ান। হাসি মুখে এগিয়ে এল বিলিন্ডা বোলার্দি, 'মর্নিং, শেরিফ। ব্রেকফাস্ট?'

মেয়েটার দিকে তাকাল অ্যানরিল। উনিশ বছরের বিলিন্ডা বোলার্দির মত সুন্দরী মেয়ে এই শহরে দ্বিতীয়টা আছে কিনা

boighar.com

সন্দেহ। বিলিন্ডার ডাগর চোখদুটো তার চুলের মতই কালো। টিকাল নাক। লাল টকটকে ঠোঁট। অ্যানরিলের মনে হলো বিলিন্ডার মত একটা মেয়ে থাকতে পারত তার।

'হ্যালো বিলিন্ডা,' হাসল অ্যানরিল। 'ডিম, স্টেক আর কফি।'

নড করে কিচেনের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল বিলিন্ডা। তার চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অন্যমনস্ক অ্যানরিল। তারপর পকেট থেকে পাইপ আর তামাক বের করল।

পাইপে টান দিতে দিতে আবার ভাবনার সাগরে তলিয়ে গেল অ্যানরিল। জীবনটা কি তার অন্যরকম হতে পারত? আপন মনে না-সূচক মাথা দোলাল সে। জীবনে যা করা উচিত বলে সে মনে করেছে, তা-ই করেছে। এমন কি স্ত্রীর কথামত আইনের জীবন থেকে সরে দাঁড়ালেও জীবনটা তার অন্যরকম হত কিনা—এ ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ আছে অ্যানরিলের।

আইভির কথামত আইনের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি অ্যানরিল। আইভি যখন বলত, 'তোমার কাজ করার ক্ষমতা যখন থাকবে না, তখন কিভাবে চলব আমরা?'—তখন হাসত অ্যানরিল। তাছাড়া স্বামীর নিরাপত্তার ব্যাপারে আইভির উৎকণ্ঠাকেও অ্যানরিল গুরুত্ব দেয়নি কোনদিন।

ত্রিশ বছর আগে ল-ম্যান হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। এখনও সে একজন ল-ম্যান। বক্সার, স্প্রিংস, উইচিটা আর ডজ-এর মত পশ্চিমের ভয়ঙ্কর বুনো শহরগুলোয় অ্যানরিল মার্শালের দায়িত্ব পালন করেছে। গত ছয় বছর ধরে সে সান্টা ইনস শহরের শেরিফ।

কখনোই পর্যাপ্ত বেতন পায়নি ভিয়ান অ্যানরিল। এমন কি আউট-লদের বুলেট খেয়ে আহত হয়ে যখন পড়ে থাকতে হত তাকে ঘরে, যে ক'দিনই হোক, সে ক'দিনের বেতন জুটত না তার। আইভি তাই প্রায়ই বলত হেলায়-ফেলায় জীবনটা নষ্ট করছে

বইঘর.কম

ভিয়ান অ্যানরিল। তার ধারণা ছিল যাদের জন্যে তার স্বামী জীবনের আসল সময়টা বরবাদ করছে, তারা অ্যানরিলের কদর জানে না। তারপরও পেশা বদল করেনি শেরিফ ভিয়ান। অন্য কিছু করার কথা সে কল্পনাই করতে পারে না।

বনিবনা হয়নি বলে তিন বছর আগে অ্যানরিলকে ছেড়ে গেছে আইভি। 'লং শট' স্যালুন খুলেছে। সহকারী হিসেবে পেয়েছে পেপ মার্টিনেজকে। আইভি ও মার্টিনেজকে জড়িয়ে অ্যানরিলের আড়ালে বেশ মুখরোচক কথাবার্তা হয় শহরে।

ব্যবসা ভালই চালাচ্ছে আইভি। অ্যানরিল ভাবে—নিরাপত্তা ও মানসিক শান্তির জন্যে আইভি যে নিশ্চয়তার প্রয়োজন খুব বেশি অনুভব করত, তার সন্ধান হয়তো পেয়েছে সে স্যালুন ব্যবসায়ে।

নাস্তার ট্রে নিয়ে অ্যানরিলের সামনে এসে দাঁড়াল বিলিন্ডা। গ্র্যানিটের পট থেকে কফি ঢালল এক কাপ। তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল শেরিফ। বুঝতে পারল নোয়েন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে বিলিন্ডা। কিন্তু পারছে না। গলার কাছে এসে কথা আটকে যাচ্ছে।

বিলিন্ডা জানে চিঠি-পত্র লেখা নোয়েনের ধাতে নেই। তার খবরাখবর লোক মারফত বাবার কাছে আসে।

ইতস্তত করল খানিক মেয়েটি, তারপর চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

'বিলিন্ডা,' নরম কণ্ঠে ডাকল শেরিফ ভিয়ান।

চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। চেহারায় প্রশ্নের ছাপ।

'বোসো, বিলিন্ডা,' বলল অ্যানরিল। 'ওকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত তোমার। তিন বছর হলো নোয়েন এখান থেকে চলে গেছে।'

শেরিফের পাশে চেয়ার টেনে বসল বিলিন্ডা বোলার্দি।

boighar.com

'জানি,' বলল সে।

'আমার কাছে না হয় না-ই লিখল, তোমার কাছেও একটা চিঠি লেখার তাগিদ নেই ওর মধ্যে। শিগগির ও ফিরে আসবে মনে হয় না। আর এলেও আসবে নতুন এক নোয়েন।এখনকার নোয়েন আর আগেই সেই নোয়েন নেই। অস্ত্র দিয়ে ও এখন পেট চালাচ্ছে। ওকে ভুলে যাও, বিলিন্ডা। নিজের ভালর জন্যে অন্য কাউকে বেছে নাও।'

'না,' বেদনা ঝরে পড়ল বিলিন্ডার গলায়। 'আমি পারব না। এক সময় হয়তো নোয়েনের রাগ কমে যাবে। তখন ঠিক ও ঘরে ফিরে আসবে। হয়তো ভাল একটা চাকরি নেবে। জীবনে স্থির হবে।'

কিছু না বলে বিলিন্ডার দিকে তাকিয়ে রইল শেরিফ।

বিলিন্ডা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নোয়েন একদিন ফিরে আসবে। তাকে বিয়ে করে নতুনভাবে জীবন শুরু করবে সে।

বিলিন্ডা সব সময় শঙ্কিত থাকে—যে কোন সময় নোয়েনের মৃত্যুর খবর নিয়ে চিঠি আসতে পারে ভিয়ান অ্যানরিলের কাছে। চিঠিতে হয়তো লেখা থাকবে—নোয়েন মারা গেছে অ্যাবিলিন, টুমস্টোন কিংবা ডেডউডে। নৃশংসভাবে খুন হয়েছে নোয়েন। বুলেট তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ফাঁসিতেও ঝুলতে পারে সে। অথবা প্রচণ্ড মার খেয়েও মারা যেতে পারে।

অ্যানরিল তার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারছে মেয়েটার মনের অবস্থা। শেরিফ নিজেও প্রায়ই ভাবে একদিন সব রাগ-অভিমান ভুলে নোয়েন ঘরে ফিরবে।

অ্যানরিল মনে করে নোয়েনের ঘর ছাড়ার জন্যে আইভি ও সে উভয়ই দায়ী। তাছাড়া বাবা হিসেবে সে তার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেনি। বাবা আর ছেলের মাঝে ব্যবধান ছিল বলেই অমন সামান্য কারণে নোয়েন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

খেতে শুরু করল ভিয়ান অ্যানরিল। উঠে কিচেনের দিকে চলে

বইঘর.কম

গেল বিলিন্ডা।

প্লেট পরিষ্কার করে খেল ভিয়ান অ্যানরিল। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে হাতের চেটোয় মুখ মুছল। পাইপে তামাক ঠেসে অগ্নি সংযোগ করল।

নোয়েন যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সেই দিনটার কথা মনে পড়ল অ্যানরিলের। পেপ মার্টিনেজের সঙ্গে আইভির স্যালুন খোলার ব্যাপারে বাবার সঙ্গে খুব তর্ক হচ্ছিল নোয়েনের। তর্কের এক পর্যায়ে ভীষণ রেগে সে বলেছিল তার মা একটা উঁচু দরের বেশ্যা। লং শট স্যালুন তার পারিশ্রমিক। এ কথার পর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি ভিয়ান অ্যানরিল। দড়াম করে ঘুসি চালিয়ে দিয়েছিল ছেলের মুখে। ছিটকে মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিল নোয়েন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা কোরালের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে ঘোড়ায় চেপে ধীরে ধীরে শহর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল নোয়েন। তারপর আর একমাত্র সন্তানের মুখ দেখেনি ভিয়ান অ্যানরিল।

এতদিনেও নোয়েনের রাগ কমেনি? অ্যানরিল মনে করে-হয়তো কমেনি। কমলে অন্তত একটা চিঠি সে লিখত। হয়তো ফিরেও আসত।

ছেলের সঙ্গে অ্যানরিল সবসময় একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলত। ফলে ছেলে যত বড় হচ্ছিল দূরত্বটাও আপনা আপনি তত বাড়ছিল। অ্যানরিলের ধারণা, সেজন্যেই বাবা.মার প্রতি টান কম ছিল তার এবং সামান্য কারণে তাদের ছেড়ে চলে যেতে বাধেনি নোয়েনের। বাবা-ছেলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে এত সামান্য কারণে নোয়েন এভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারত না।

যে কারণে নোয়েন ঘর ছেড়েছে আসলে তা কোন ঘটনাই নয়। বাবা-মার বিচ্ছেদ দেখে সে এত আঘাত পেয়েছিল যে, বুঝতে

boighar.com

পারেনি সে ভুল করছে। আর বাড়ি ছাড়ার পর অভিমানের বশেই সে আর ফিরে আসেনি।

বাবা বাধা দেবে মাকে—নোয়েন হয়তো এমন ধারণা করেছিল। কিন্তু অ্যানরিলের মাঝে সে ধরনের কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে হয়তো বাবার ওপরও ভীষণ রেগে গিয়েছিল সে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর কেন অ্যানরিল ও আইভির ছাড়াছাড়ি হলো? এর কারণ কি পেপ মার্টিনেজ? না, তা হতে পারে না। কারণ আইভির সঙ্গে মার্টিনেজের স্রেফ বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোন ধরনের সম্পর্ক এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। আগেও ছিল না। তবে কি স্যালুনের টানেই স্বামী, ছেলেকে ছেড়ে চলে গেছে আইভি? না, অ্যানরিল তা-ও মনে করে না।

তাহলে কি নিশ্চয়তা, নিরাপত্তার সন্ধানেই বেরিয়ে পড়েছে সে? হয়তো বা। ভিয়ান অ্যানরিল মনে করে আত্ম অহমিকা ও জেদের বশে চলে গেছে আইভি। আসলে আইভি চাইছিল আইনের পেশা ছেড়ে তার স্বামী অন্য কিছু করুক। এমন কিছু করুক—যাতে খুনোখুনির ভয় নেই, আয়ও হবে বেশি। একবার স্বামীর ঘর ছাড়ার পর ছোট হয়ে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

আপনমনে শ্রাগ করে উঠে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। ওঅটর ওয়াগনে চেপে রাস্তায় পানি ছিটাচ্ছে হোসে ওয়েস্ট। ফলে রাস্তায় ধুলোর অত্যাচার কমেছে। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে এল অ্যানরিলের।

ঘাড় ঘুরিয়ে শেরিফ ভিয়ানের দিকে তাকাল ওয়েস্ট। দাঁত বের করে হাসল। নড করল ভিয়ান অ্যানরিল।

অ্যানরিলের দৃষ্টি হঠাৎ রাস্তার ও-মাথায় চলে গেল। নিঃসঙ্গ এক ঘোড়সওয়ারকে শহরে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে ঘোড়া ও সওয়ারী উভয়ই প্রচণ্ড ক্লান্ত। ঘোড়সওয়ার আরেকটু

বইঘর.কম

এগিয়ে আসতেই চমকে উঠল অ্যানরিল। ঠিক নোয়েনের মত লাগছে না অশ্বারোহীকে? চোখ কচলে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল সে। তারপর ওয়াগনটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল ঘোড়সওয়ারের দিকে।

দুই

ছেলের পাশে এসে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল। মুখ শুকিয়ে গেছে নোয়েনের। গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লাল চোখ দুটোতে ক্লান্তি। হঠাৎ বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যাকুলতা অনুভব করল শেরিফ।

পলায়নপর অপরাধীদের চিনে নিতে দেরি হয় না ভিয়ান অ্যানরিলের। নোয়েনের মাঝে সে ধরনেরই একজনকে দেখতে পাচ্ছে যেন সে।

'কতখানি পেছনে রয়েছে ওরা?' হঠাৎ গম্ভীর গলায় জানতে চাইল শেরিফ। 'আমরা কতক্ষণ সময় পাব?'

বলেই পরিষ্কার বুঝল শেরিফ, তার বলা "আমরা' শব্দটা নোয়েনকে আশান্বিত করে তুলেছে।

দ্রুত ঘোড়া থেকে নামল নোয়েন অ্যানরিল। ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল। কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'হয়তো অর্ধেক দিন পেছনে আছে ওরা। গত রাতে আমার খুব কাছাকাছিই ছিল। কিন্তু রাতে খাওয়া আর বিশ্রামের জন্যে ওরা থেমেছে। আমি সারারাত ঘোড়া ছুটিয়েছি

boighar.com

ওদের যতটা সম্ভব পেছনে ফেলার জন্যে।'

মৃদু মাথা ঝাঁকাল অ্যানরিল। নিঃশব্দে ছেলের ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে চলল ক্রিস্টালের লিভারি বার্নের দিকে। পানি ছিটাতে ছিটাতে এগিয়ে আসছে ওঅটর ওয়াগন। নোয়েনকে এক নজর দেখেই চিনতে পারল হোসে ওয়েস্ট। কিছু বলার জন্যে ওয়াগন থামাতে গিয়েও থামাল না। শেরিফের গম্ভীর মুখ দেখে যেমন যাচ্ছিল তেমনি পানি ছিটাতে ছিটাতে চলে গেল।

লিভারি বার্নের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ঘোড়ার বিষ্ঠা আর খড়-বিচালির গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। লিভারি বার্নের মালিক ক্রিস্টাল ময়লা পরিষ্কারে ব্যস্ত। নোয়েনকে দেখেই হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে এল সে।

চোখ পিট্‌পিট্ করে কয়েক মুহূর্ত দেখল নোয়েনকে। তারপর হাসিমুখে বলল, 'ঘরে ফিরলে তাহলে? কেমন আছ, বাছা?'

'খুব ভাল, মিস্টার ক্রিস্টাল,' জোর করে হাসার চেষ্টা করল নোয়েন। 'তবে এখন ভীষণ ক্লান্ত। আমার ঘোড়ার অবস্থাও কাহিল। ভাল সেবা দরকার।'

'কোন চিন্তা কোরো না। ঘোড়াকে খুব দৌড়িয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ,' বলল নোয়েন।

'এ ব্যাপারে কথা বাড়াতে আগ্রহী নয় নোয়েন। ঘোড়া ক্রিস্টালের জিম্মায় দিয়ে দ্রুত লিভারি বার্ন থেকে বেরিয়ে এসে অ্যানরিলের পাশে দাঁড়াল সে। সূর্য ততক্ষণে বেশ ওপরে উঠে এসেছে। মনে হচ্ছে খুব গরম পড়বে আজ।

'তোমার দোষ?' ছেলে পাশে এসে দাঁড়াতেই সরাসরি প্রশ্ন করল শেরিফ ভিয়ান। 'ওরা তোমাকে ধাওয়া করছে কেন?'

'আশুটিং,' বলল নোয়েন।

'কি বললে? খুন?'

বইঘর.কম

'হ্যাঁ,' বাবার কোঁচকানো চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল নোয়েন। 'আত্মরক্ষার জন্যে।'

ভিয়ান অ্যানরিল জানে সব খুনীর স্বীকারোক্তি এমন হয়। বাবাকে নীরব থাকতে দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল নোয়েন, 'তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না, বাবা?'

'ওদের সংখ্যা কত?' ছেলের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল শেরিফ।

'চোদ্দজন,' চট্ করে জানাল নোয়েন। 'রয়েল রেমন্ড আর তার দুই ছেলে। তাদের সঙ্গে আছে আরও এগারো জন।'

'রেমন্ড মানে সেই ল-ম্যান?'

'হ্যাঁ, কোল্ড ওঅটর কাউন্টির ডেপুটি। শেরিফ হাল ছেড়ে দিলেও সে ছাড়েনি।'

'কাকে মেরেছ তুমি? রেমন্ডের কাউকে?'

'তার ছোট ছেলেকে,' নড করল নোয়েন। 'বাঁচার জন্যে এ-ছাড়া আমার আর কোন পথ ছিল না। ভীষণ দাঙ্গাবাজ ছিল সে। তাছাড়া ঘটনার সময় মাতাল ছিল। আমাকে সে চ্যালেঞ্জ করেছিল। আমি সাড়া দিইনি। যেই আমি পেছনে ফিরেছি অমনি গুলি ছোঁড়ে সে। গুলিটা আমার মাথার এক ফুটেরও কম দূরে একটা জানালায় গিয়ে লাগে। হয়তো বেশি ড্রিংক করার কারণে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।'

'সত্যিই কি ও তোমাকে গুলি করেছিল?' জেরা করার ভঙ্গিতে জানতে চাইল অ্যানরিল।

'নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না,' বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল নোয়েন। 'আসলে এই ধরনের ঘটনায় নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে আমার ধারণা আমিই তার লক্ষবস্তু ছিলাম। হয়তো আমাকেই মারতে চেয়েছিল। যদি দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ দিতাম তবে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হত বলে আমার মনে হয় না। আমি স্রেফ

boighar.com

নিজেকে বাঁচিয়েছি, বাবা।'

ভিয়ান অ্যানরিলের ধূসর চোখ কি যেন খুঁজে ফিরছে ছেলের চোখে। চোখ নামিয়ে নিল নোয়েন। মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। হাত কাঁপছে।

'তিন বছর আগের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত,' নিজের বুটের দিকে তাকিয়ে বলল নোয়েন। 'সে জন্যে তুমি পরে আমাকে যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেব। এখন তোমার সাহায্য ছাড়া আমার গতি নেই। ওদের হাত থেকে রক্ষা পাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে আমার। বিচারের জন্যে ওরা আমাকে ওদের শহর পর্যন্ত নিয়ে যাবে না। এই শহর ছাড়ার পর প্রথম যে গাছ সামনে পড়বে তাতেই ঝোলাবে।'

'আমার সঙ্গে এসো,' বলেই ছেলেকে নিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে হাঁটা ধরল অ্যানরিল হন্‌হন্ করে।

পাঁচ ছয় পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল নোয়েন। কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি কি আমাকে জেলে ঢোকাবে?'

'ওটাই এখন তোমার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।'

নোয়েন বুঝতে পারছে এখন তার অন্য কিছু ভাবার উপায় বা সময় কোনটাই নেই। বাবার সাহায্যের প্রয়োজন পড়েছে বলেই তিন বছর পর সে ঘরে ফিরেছে। এখন বাবার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেয়াই তার বাঁচার একমাত্র পথ। নিঃশব্দে শেরিফকে অনুসরণ করল নোয়েন অ্যানরিল।

নিজের অফিসরুমের দরজা খুলল শেরিফ। অফিসরুমের এক প্রান্তে সেল। সেদিকে এগোল সে। পেছনে নোয়েন।

সেলের দরজার সামনে এসে থামল শেরিফ ভিয়ান। ছেলের দিকে তাকাল। কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু আসলে অ্যানরিল যা বলতে চাইছে, তা মুখে আসছে না। ছেলেকে এখনও সে

বইঘর.কম

ভালবাসে—এই কথাটা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছে না অ্যানরিল।

'বিলিন্ডাকে বলে তোমার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করছি,' শুকনো গলায় বলল শেরিফ।

একটা সেলে ঢুকে বেঞ্চে বসল নোয়েন। বাবার দিকে তাকিয়ে গভীর কৌতূহলে বলল, 'বিলিন্ডা কেমন আছে?'

'ভাল। তবে তোমার একটা চিঠি পেলে আরও অনেক ভাল থাকত মেয়েটা।' নিজের কথায় নিজেই অবাক হলো অ্যানরিল। সে এমন কিছু বলতে চাইছে যাতে তার ছেলে বুঝতে পারে বাবা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বারবার অ্যানরিলের গলা দিয়ে অন্যধরনের কথা বেরিয়ে আসছে।

সেলের দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল ভিয়ান অ্যানরিল। অফিস থেকে বেরিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সামনের দরজাতেও তালা লাগাল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে নোয়েন যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল শেরিফ। কাউকে দেখতে পেল না। দ্রুত হোটেলের দিকে এগোল অ্যানরিল। এরমধ্যেই ডাইনিং রুমে মানুষের ভিড় বেশ বেড়েছে। পরিচিতদের কারও উদ্দেশে নড, কারও সঙ্গে দু'একটা কথায় কুশল বিনিময় সেরে দ্রুত কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল।

বিলিন্ডা কিচেন থেকে বেরিয়ে আসছিল। অ্যানরিলকে ব্যস্ত পায়ে এদিকে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'নোয়েন এসেছে,' চাপা কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'আমার অফিসে আছে। ওর খাবার দরকার।'

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিলিন্ডার চোখ। অনেকদিন পর ওর মুখে একরাশ খুশির ঝিলিক দেখতে পেল অ্যানরিল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর সারা মুখ। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'এক্ষুণি!

boighar.com

এক্ষুণি যাচ্ছি আমি খাবার নিয়ে।

চেষ্টা করেও ছেলেকে স্বাগত জানাতে পারেনি অ্যানরিল। সে চাইছে বিলিন্ডাই কাজটা করুক। এবং বিলিন্ডা তা পারবে ভাল করেই, জানে সে। হোটেল থেকে বেরিয়ে এল শেরিফ ভিয়ান।

আইভিকে খবরটা দেয়া উচিত—ভাবল সে। কিন্তু আইভির কাছে যেতে মন টানছে না। তবু অনেকটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে লং শট স্যালুনের দিকে এগোল শেরিফ। জেনারেল গ্রান্টের ব্রোঞ্জমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্প্রিংক্লার ওয়াগন। হোসে ওয়েস্ট ট্রাফটা পানিতে ভরিয়ে দিচ্ছে।

স্যালুনে লোকজন নেই। ঝাড়ু দিচ্ছে টিম স্টুট। মুখ তুলে অ্যানরিলের দিকে তাকাল সে। কয়েক মুহূর্ত থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'মর্নিং শেরিফ, কি ব্যাপার?'

'আইভিকে বলো আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কুইক।'

সতর্ক হয়ে উঠল টিম স্টুট, 'আমি পারব না···আমার ভয় করছে···মিসেস আইভি আমাকে···'

'কিছুই করবে না। ওকে গিয়ে বলো নোয়েন এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ু ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ির দিকে দৌড়াল স্টুট।

ছেলেবেলায় একদল পলায়নপর দস্যুর ঘোড়ার নিচে পড়েছিল টিম। ফলে পা ভেঙে চিরদিনের জন্যে খোঁড়া হয়ে গেছে সে। স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়ে গেছে।

টিম স্টুটের সজোরে দরজা ধাক্কানোর শব্দ নিচ থেকে পরিষ্কার শুনতে পেল ভিয়ান অ্যানরিল। চিৎকার করে টিম বলছে, 'নোয়েন ফিরে এসেছে! নোয়েন ফিরে এসেছে···'

একটু পরেই সিঁড়িতে আইভির পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ভিয়ান। নাইটগাউনের ওপর একটা র‍্যাপার জড়িয়ে শেরিফের

বইঘর.কম

সামনে এসে দাঁড়াল সে। ছেলের ফিরে আসার খবর শুনে হঠাৎ করেই যেন আইভির বয়স অনেক কমে গেছে। অন্যরকম লাগছে তাকে। বিলিন্ডার মতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে আইভি।

সাতাশ বছর আগে যখন আইভিকে বিয়ে করেছিল অ্যানরিল, তখন আইভির বয়স অনেক কম। সেদিনের সেই ছিপছিপে মেয়েটা আজ মাঝবয়সী এক মহিলা। হয়তো অনেকদিন পর আইভিকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দেখার কারণেই হবে, অ্যানরিলের বুকটা কেমন যেন করে উঠল।

'স্টুটের কথা কি ঠিক?' ব্যস্ত কণ্ঠে স্বামীকে প্রশ্ন করল আইভি।

'হ্যাঁ, আমার অফিসে আছে সে।'

'কি? তার মানে নোয়েন বন্দী?'

'তোমার ছেলে পলাতক,' বলল ভিয়ান অ্যানরিল। 'পসি বাহিনী ধেয়ে আসছে ওকে ধরার জন্যে।'

'বলো কি? নোয়েনের অপরাধ?' আইভির মুখ থেকে আনন্দের চিহ্ন পুরোপুরি মুছে গেছে। সেখানে ফুটে উঠেছে ভয়ের ছায়া।

'খুন করেছে ও।'

'কিভাবে জানলে? পসি বাহিনী আসছে শুনেই?'

'না, নোয়েন নিজেই বলেছে।'

'ওটা দুর্ঘটনাও হতে পারে।'

'না, দুর্ঘটনা নয়। নোয়েন বলছে, আত্মরক্ষার জন্যে তাকে গুলি করতে হয়েছে। খুনের উদ্দেশ্যে নাকি খুন করেনি।'

'নাকি,নাকি করছ কেন?' আইভির চোখে মুখে ক্লান্তি ও স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল। 'নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করছ না? তাকে ওদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছ তুমি? ওকে তুমি···' কষ্টে বুজে এল আইভির গলা।

কথা না বাড়িয়ে অ্যানরিল বলল, 'তুমি আমার অফিসে এসো।

boighar.com

তাড়াতাড়ি করো, এসে পড়বে পসি। আমি যাচ্ছি।'

কলের পুতুলের মত মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল আইভি। অ্যানরিল ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করেছে। কাপড় বদলানোর জন্যে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল আইভি অ্যানরিল।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল ভিয়ান। কাঁটা এখনও সাতটার ঘর পেরোয়নি। একটু এগোতেই বিলিন্ডাকে খাবারের ট্রে হাতে দ্রুত হোটেল থেকে বেরোতে দেখল শেরিফ। চলার গতি বাড়িয়ে বিলিন্ডার আগেই অফিসের দরজায় পৌঁছল সে।

তালা খুলে অফিসরুমে ঢুকে বিলিন্ডার জন্যে দরজা খুলে ধরল। বিলিন্ডা ভেতরে ঢুকলে ট্রেইলের দিকে তাকাল অ্যানরিল। অনেক দূরে ধুলোর আবছা রেখা দেখতে পেল সে। বুঝতে পারল নোয়েনের অনুমানে মারাত্মক ভুল ছিল। পসি বাহিনীকে খুব বেশি পেছনে ফেলতে পারেনি সে। আর মাইল দুয়েক দূরে রয়েছে বড়জোর। অর্থাৎ শহরে ঢুকতে ওদের আর বিশ মিনিটের মত সময় লাগবে। নোয়েনের ব্রেকফাস্ট করা, ওর মায়ের এখানে আসা এবং মা-ছেলের কথা বলার জন্যে এটুকু সময় যথেষ্ট, ভাবল শেরিফ।

ট্রে হাতে শেরিফের অফিস রুমে দাঁড়িয়ে আছে বিলিন্ডা। বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। বিলিন্ডার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল অ্যানরিল।

'তুমি দাঁড়াও,' শেরিফ অ্যানরিল বলল। 'নোয়েন এখানে বসে নাস্তা করবে। আমি ওকে সেল থেকে বের করে আনছি।'

দরজা ঠেলে পাশের রুমে ঢুকল শেরিফ। সেলের তালা খোলার শব্দে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল নোয়েন। ভয় পেয়েছে। এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল সে।

'বিলিন্ডা তোমার জন্যে নাস্তা নিয়ে এসেছে,' বলল ভিয়ান

বইঘর.কম

অ্যানরিল। 'আমার অফিস রুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।'

রাজ্যের অলসতা ছেঁকে ধরেছে নোয়েনকে। নড়তেই ইচ্ছে করছে না। মাথার অবাধ্য চুলগুলোকে হাত দিয়ে বাধ্য করার চেষ্টা করল সে। মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'চুল-দাড়ি নিয়ে এখন চিন্তা না করলেও চলবে। ওরা এখন আর মাইল দুয়েক দূরে আছে। ধুলোর মেঘ দেখা গেছে। তাড়াতাড়ি এসো, আর মিনিট বিশেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।'

বাবা আর ছেলে একসঙ্গে অফিসরুমে ঢুকল। সেভাবেই ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে বিলিন্ডা। ট্রের কথা মনে হয় দিব্যি ভুলে গেছে। নোয়েনকে দেখে কম্পিত গলায় সে বলল, 'হ্যালো, নোয়েন।'

বিলিন্ডার হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে আস্তে করে ডেস্কের ওপর রাখল শেরিফ। বলল, 'আমি একটু বাইরে থেকে আসছি।'

অফিস থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল অ্যানরিল। পসি বাহিনী আরও কাছে চলে এসেছে। আগের তুলনায় শহর ও তাদের মধ্যে দূরত্ব এখন অর্ধেক বলা যায়।

বেশ নার্ভাস লাগছে ভিয়ান অ্যানরিলের। ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠছে। আগে কখনও এমন হয়নি।

'আমি এখন কি করব?' জীবনে প্রথমবারের মত নিজেকে প্রশ্ন করল ভিয়ান অ্যানরিল।

ছেলেকে কি রেমন্ডের হাতে তুলে দেবে? নোয়েনকে ওরা তার সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে আর সে বাবা হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখবে? নাকি পসি বাহিনী নোয়েনকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার দাবি জানালে সে তা প্রত্যাখ্যান করবে? হয়তো তাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে। তা থাক, তবু ওদের প্রত্যাখান করার ক্ষমতা আছে

boighar.com

শেরিফের।

ত্রিশ বছর ধরে সে একজন ল-ম্যান। আইন তার রক্তে মিশে আছে। আইনকে শ্রদ্ধা আর সম্মান দেখানোই তার কাছে সবচেয়ে বড় কাজ। নোয়েন অ্যানরিল এখন ওয়ান্টেড। নোয়েনকে পসি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া তার দায়িত্ব—যাতে তারা নোয়েনের বিচার করতে পারে। কর্তব্য পালনে প্রয়োজনে অ্যানরিল নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু একমাত্র সন্তানকে কিভাবে সে পসি বাহিনীর হাতে তুলে দেবে? সত্যি যদি ওরা নোয়েনকে ধরে ফাঁসি দিয়ে দেয়—তখন?

আইভিকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখল ভিয়ান অ্যানরিল। দরজার কাছে মুখ এনে সে বলল, 'নোয়েন, তোমার মা আসছে।'

বিলিন্ডা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এখন বরং যাই আমি। এটা··· তুমি ফিরে আসায় আমি খুবই খুশি হয়েছি, নোয়েন।'

ট্রে ছাড়াই বেরিয়ে এল বিলিন্ডা বোলার্দি।

'এখন যাই। একটু পর এসে ট্রেটা নিয়ে যাব, শেরিফ,' বলল বিলিন্ডা।

'আমিই ওটা হোটেলে পৌঁছে দেব,' শেরিফ বলল।

'না না,' এক চিলতে হাসি বিলিন্ডার ঠোঁটে ফুটেই মিলিয়ে গেল। 'আরেকবার আসার সুযোগ দাও।'

'অল রাইট, বিলিন্ডা,' হাসল শেরিফ। 'এসো তাহলে।'

দ্রুত পায়ে হোটেলের দিকে এগোল বিলিন্ডা। আইভি ওকে অতিক্রম করার সময় সামান্য নড করল মেয়েটা। কিন্তু ওকে আইভি খেয়াল করেছে বলে মনে হলো না।

বইঘর.কম

তিন

ঝড়ের বেগে শেরিফের অফিসে ঢুকল আইভি। চোখে পানি টল্‌মল্‌ করছে। আইভির কথা ভেবে অ্যানরিলের খারাপই লাগছে। ছেলের অভাব অ্যানরিলের মত আইভিকেও নিশ্চয় তিন বছর ধরে তিলে তিলে কষ্ট দিয়েছে।

শেরিফের অফিস থেকে কিছুটা এগিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল। চিন্তিত মনে অগ্রসরমান দলটার দিকে তাকাল। কোন অনুভূতির ছাপ নেই তার মুখে। সংখ্যায় ওরা চোদ্দ। তবু ভয় পাচ্ছে না অ্যানরিল। প্রয়োজনে সে এরচেয়ে বেশি লোককেও সামাল দিতে পারে। সে ভাবছে অন্য কথা। এই ঘটনায় নিজেকে জড়াতে দ্বিধা করছে অ্যানরিল। নোয়েনের কথা মিথ্যে হলে অ্যানরিল আইনভঙ্গের দোষে দোষী হবে, যদি ছেলেকে ওদের হাতে তুলে না দেয় সে। ছেলের কথা শেরিফ পুরোপুরি অবিশ্বাস করেনি ঠিকই, তবে অন্ধভাবে বিশ্বাসও করতে পারছে না। তাই ছেলের পক্ষ নিতে সে দ্বিধাগ্রস্ত। **boighar**

পসি বাহিনী শহর থেকে এখন সিকি মাইল দূরে। প্রত্যেক ঘোড়াসওয়ারকে আলাদা দেখতে পাচ্ছে অ্যানরিল। মোটাসোটা, মাঝবয়সী এক লোকের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে দলটা। নেতার পেছনেই রয়েছে দুই তরুণ। ওরা নেতার ছেলে—বুঝতে পারল অ্যানরিল। দুই তরুণের একটু পেছনে রয়েছে বাকি এগারোজন।

boighar.com

রাস্তার মাঝখানে এসে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল। তাকে দেখেই আগন্তুকরা বুঝতে পারবে তাকে পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। তাছাড়া অ্যানরিল সান্টা ইনস শহরের শেরিফ। এখানে কিছু করতে হলে তার অনুমতি লাগবে বৈকি। বাইরে থেকে অ্যানরিলকে দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে সে কতটুকু অস্থির।

অ্যানরিলকে দেখতে পেয়ে খানিকটা দূরে থাকতে ঘোড়ার রাশ টানল দলনেতা। তার পেছনে বাকিরাও থামল।' রাস্তায় আড়াআড়িভাবে লাইন ধরে দাঁড়াল। ঘোড়াটাকে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে অ্যানরিলের দিকে এগোতে শুরু করল দলনেতা।

শুকনো হাসি ফুটল অ্যানরিলের ঠোঁটে। বুঝতে পারছে সে কেন রাস্তায় ওভাবে দাঁড়িয়েছে পসিবাহিনী। অ্যানরিল নিজেও এ ধরনের পরিস্থিতিতে অমন করত।

ওদের চেহারায় নিজেদের প্রতি প্রচণ্ড আস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। নোয়েন অ্যানরিলকে জীবিত হোক আর মৃত হোক, না নিয়ে যে ফিরবে না—তা ওদের মুখভঙ্গিতে স্পষ্ট। হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'আমরা চোদ্দ জন, হুঁ।'

দীর্ঘ সময় ধরে ছুটে ক্লান্ত ঘোড়াগুলো অসহিষ্ণুভাবে পা ঠুকছে রাস্তায়। আবার ছুটতে চাইছে। ঘোড়াগুলোর রাস্তায় পা ঠোকার শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল অ্যানরিলের বজ্রকণ্ঠ, 'আর এগিয়ো না। এবার থামো।'

থামল নেতা। লোকটা শুধু মোটাই নয়, লম্বাও যথেষ্ট। শুয়োরের মত লম্বা চোয়াল। নাকের নিচে সূচাল গোঁফ না থাকলে সত্যি হয়তো শুয়োর বলে ভুল হত।

'আমি রয়েল রেমন্ড,' নিরুত্তাপ গলায় বলল সে। 'পেছনের দু'জন আমার ছেলে। অন্যরা পসিম্যান। টেক্সাসের কোল্ড ওঅটর

বইঘর.কম

কাউন্টির শেরিফের আদেশে এখানে এসেছি। তোমার ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা। খুনের অভিযোগ রয়েছে ওর বিরুদ্ধে।'

'শেরিফ এল না কেন?' চোখ কুঁচকে জানতে চাইল অ্যানরিল।

ঠাণ্ডা দুই চোখে তাকে দেখল রেমণ্ড। 'অনেক দূর পর্যন্ত সে এসেছিল, মিস্টার। তারপর আমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে ফিরে গেছে।'

'মনে হচ্ছে তোমার ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার এখানে জড়িয়ে আছে।'

'হ্যাঁ, আমার ছেলেকে খুন করেছে সে।'

'খুন করেছে?'

'আমি স্পষ্ট করে কথা বলছি, শেরিফ। না বোঝার বা শোনার কিছু নেই। তবু আবার বলছি—আমার ছেলেকে খুন করেছে তোমার ছেলে। আমার ছেলের কাছে তখন অস্ত্র ছিল না।'

'তোমার অভিযোগ নোয়েনের বক্তব্যের সঙ্গে মিলছে না।'

'মিথ্যে বলেছে সে।' boighar.com

'এ বিষয়ে তোমাদের একজনের উপস্থিতিতে আমার অফিসরুমে বসে কথা হতে পারে। অন্যরা এভাবে পথ আগলে না রেখে সরে পড়ো।'

ঘুরে দাঁড়াল রয়েল রেমণ্ড। তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'তোমাদের ঘোড়াগুলো লিভারি বার্নে রেখে এসো। দু'জন করে স্যালুনে গিয়ে গলা ভিজিয়ে আসতে পারো। একসঙ্গে যাবে না। বাকিরা এদিকে খেয়াল রাখো।'

আদেশ পাওয়ামাত্র লোকগুলো ডানে বাঁয়ে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে অ্যানরিলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। একটু আগে অ্যানরিল যে লিভারি বার্নে নোয়েনের ঘোড়া রেখে এসেছে, সেদিকেই

boighar.com

এগোচ্ছে ওরা। দলটা লিভারি বার্নের ভেতরে ঢোকা পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইল অ্যানরিল। তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে রেমন্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘোড়া থেকে নেমে পড়ো।'

বেশ জোরের সঙ্গেই ঘোড়া থেকে নামল রেমন্ড। তার আগেই অ্যানরিল তার অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। ক্লান্ত ঘোড়াটাকে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল রেমন্ড। শেরিফের অফিসে পৌঁছে হিচ রেইলে ওটাকে বাঁধল সে।

'তোমার অস্ত্রটা দয়া করে আমাকে দাও,' বলল ভিয়ান অ্যানরিল।

থামল রেমন্ড। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল অ্যানরিলের দিকে। তারপর বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে তুলে দিল তার হাতে। অস্ত্রটা নিজের বেল্টে গুঁজল ভিয়ান। দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে রেমন্ডকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল। ঢুকে পড়ল রেমন্ড।

শেরিফের অফিসরুমের ভেতরটা বাইরের তুলনায় বেশ অন্ধকার। বিষণ্ন মুখে ডেস্কের ওপর বসে আছে নোয়েন অ্যানরিল। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আইভি। দু'চোখ এখনও টলমল করছে।

'এ নোয়েন,' রেমন্ডকে বলল অ্যানরিল। 'পাশে ওর মা মিসেস অ্যানরিল।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথার হ্যাট খুলল রয়েল রেমন্ড। তার পাতলা চুল ঘামে ভিজে মাথায় লেপ্টে আছে।

'আইভি, এর নাম রয়েল রেমন্ড,' বলল অ্যানরিল। 'নোয়েনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে।'

আইভিকে এক মুহূর্ত দেখে রেমন্ডের দিকে ঘুরল অ্যানরিল, 'নিশ্চয় তোমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে?'

কিছু না বলে পকেট থেকে ঘামে ভেজা জীর্ণ একটা কাগজ বের

বইঘর.কম

করে অ্যানরিলের দিকে এগিয়ে দিল রেমন্ড। তার শীতল চোখদুটো নোয়েনের ওপর থেকে সরছে না মুহূর্তের জন্যেও।

অ্যানরিল ভাঁজ খুলে কাগজটা ডেস্কের ওপর রাখল। পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে লাগিয়ে দৃষ্টি বোলাল ওটায়। সার্কিট জাজের অর্ডার। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে যাচ্ছিল অ্যানরিল। বাধা দিয়ে রেমন্ড বলল, 'উঁহু, ওটা বরং আমার কাছেই থাক।'

ওয়ারেন্টটা রেমন্ডেকে ফিরিয়ে দিল ভিয়ান অ্যানরিল।

'ঠিক আছে তো?' অ্যানরিলের দিকে চেয়ে বলল রেমন্ড।

'কি?'

'তোমার ছেলেকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছ তুমি। ওকে হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চারটে নাকে মুখে গুঁজে শহর ছেড়ে চলে যাব।'

'নোয়েনকে তোমাদের হাতে তুলে দেব—এমন কথা এখনও বলিনি।'

ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে রয়েল রেমন্ডের মুখ।

'এ ছাড়া তোমার আর কোন পথ নেই, শেরিফ,' বলল সে। 'লিগ্যাল ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি আমি।'

'নোয়েনকে তোমাদের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আরও পথ আছে আমার সামনে,' শান্ত গলায় বলল অ্যানরিল। 'এটা টেক্সাস নয়, রেমন্ড, নিউ মেক্সিকো। ইচ্ছে করলে নোয়েনের বিচারের ব্যবস্থা আমি এখানে করার দাবি জানাতে পারি।'

'তুমি কি তাই করতে চাইছ?'

'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি,' আইভির দিকে ফিরল অ্যানরিল। তার দিকেই তাকিয়ে ছিল আইভি। গত দশ বছরে স্বামীর দিকে সে এভাবে তাকায়নি। আইভির দৃষ্টি অ্যানরিলকে নাড়া দিয়ে গেল।

boighar.com

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেও বলল না রেমন্ড। অ্যানরিল বুঝতে পারছে—ক্রোধ দমন করতে খুব কষ্ট হচ্ছে লোকটার। ওয়ারেন্ট দেখালে সহজেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে ভেবেছিল সে। এখন বুঝতে পারছে—আইনের প্যাঁচে তাকে আটকে ফেলেছে অ্যানরিল।

'তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানিয়ো,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রেমন্ড। 'স্যালুনে আছি।'

আগুন-চোখে এক পলক তাকাল সে নোয়েন ও আইভির দিকে। তারপর গটগট করে দরজার দিকে এগোল। বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল শেষ মুহূর্তে। ঝট করে ঘুরে অ্যানরিলের দিকে তাকাল, 'আমার পিস্তল···!'

রেমন্ডের সঙ্গে বেরিয়ে এল অ্যানরিল। পিস্তল ফিরিয়ে দিল তার। হোলস্টারে ওটা ভরে লাফিয়ে জিনের ওপর বসল রেমন্ড। হাঁটিয়ে ঘোড়াটাকে নিয়ে চলল ক্রিস্টালের লিভারি বার্নের দিকে।

রেমন্ডের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যানরিল। ভ্রূ কুঁচকে আছে। আইনের মারপ্যাঁচে কখনও সে হারেনি। উচিত অনুচিত বুঝতে তার এক মুহূর্ত সময় লাগেনি কখনও। সিদ্ধান্তহীনতায়ও ভোগেনি।

কিন্তু নোয়েনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে। রেমন্ডের কথা সত্যি হলেও—অর্থাৎ নোয়েন নিরস্ত্র মানুষকে খুন করলেও সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমেই তাকে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু নোয়েন বলছে তাকে ধরার পর রেমন্ড প্রথম যে গাছ পাবে তাতেই তাকে ঝোলাবে।

চিন্তামগ্ন ভিয়ান অ্যানরিলের পেছনে শেরিফের অফিসের দরজা খুলে গেল এবং পরমুহূর্তেই বন্ধ হয়ে গেল। সেদিকে না তাকিয়েও শেরিফ বুঝল পেছনে আইভি এসে দাঁড়িয়েছে।

বইঘর.কম

'তুমি তাহলে নোয়েনকে ওদের হাতে তুলে দিচ্ছ না, তাই না?' বলল আইভি।

'আমি কি তা বলেছি?' অ্যানরিল বলল। 'ওয়ারেন্টটা লিগ্যাল।'

'লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। আত্মরক্ষার জন্যেই নোয়েন তার ছেলেকে মেরেছে।'

'ওটা নোয়েনের সাজানো কথাও হতে পারে।'

'নোয়েন মিথ্যে বলছে, তাই বলতে চাইছ?' প্রচণ্ড রাগ ঝরে পড়ল আইভির গলায়। 'নিজের রক্তকে বিশ্বাস করতে পারছ না, অথচ ওই বদমাশ লোকটাকে বিশ্বাস করছ। চমৎকার।'

ঘুরে আইভির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ভিয়ান অ্যানরিল। দৃষ্টিতে ক্রোধ ঝরে পড়ছে।

'আমার কাজ আমাকে করতে দাও,' বলল শেরিফ। 'দয়া করে নিজের কাজে যাও এখন।'

নিজের কণ্ঠে নিজেই চমকে উঠল অ্যানরিল। অবাক হলো কণ্ঠস্বরের তিক্ততা শুনে।

ভয় পেয়েছে ভিয়ান অ্যানরিল। জীবনে কখনও এত ভয় পায়নি সে। নোয়েন সত্যি কথা বললেও নিজের ছেলেকে হয়তো বাধ্য হয়ে পর্সি বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে তাকে—অ্যানরিলের ভয় এখানেই। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি গ্রাস করছে অ্যানরিলকে।

রয়েল রেমন্ড বেপরোয়া এবং ভয়ঙ্কর লোক—কোন সন্দেহ নেই। তার বাহিনী নোয়েনের ট্র্যাক খুঁজে খুঁজে দীর্ঘ দুশো মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে। হতাশ হবার বান্দা নয় সে। নোয়েনকে নিয়ে তবেই ফিরবে তারা। আগেভাগেই ভিয়ান অ্যানরিল বুঝতে পারছে এসব।

তারা যদি শেরিফকে বোঝাতে পারে নোয়েন সত্যিই দোষী, তারা যদি অ্যানরিলকে কথা দেয় সুষ্ঠু বিচারের আগে নোয়েনের

boighar.com

কোন ক্ষতি হবে না—তবু অ্যানরিল কি নিজের ছেলেকে ওদের হাতে তুলে দিতে পারবে? একদিকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে ছেলের প্রতি ভালবাসা দিশেহারা করে তুলল ভিয়ান অ্যানরিলকে।

ঝাঁঝের সঙ্গে আইভি বলল, 'অ্যানরিল···' কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিল না শেরিফ।

চট্ করে ঘুরে চোখ কুঁচকে আইভির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিজের কাজে যাও। এ ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।'

'নাক গলাতে আসব না, তাই না?' রাগে দুঃখে আইভি প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। 'নোয়েন কি আমার কেউ না?'

তিন বছর আগে নোয়েন তার মা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল তা যদি এখন আইভিকে সে বলে, তাহলে কি করবে আইভি? এক মুহূর্ত ভাবল অ্যানরিল। কিন্তু সে ওসব বলতে চায় না। এক মুহূর্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে অফিসের দিকে এগোল শেরিফ অ্যানরিল।

আইভির কথা ভেবে আজ বেশ কষ্ট পাচ্ছে অ্যানরিল। ওর মনটা আজ কতখানি ব্যথায় ভারাক্রান্ত বুঝতে পারছে সে। নিজের সুখ, নিরাপত্তা খুঁজতে গিয়ে বিরাট বড় ভুল করেছে আইভি। সে নোয়েনকে হারিয়েছে এবং আজ যেন তা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারছে। সে তার স্বামীকেও হারিয়েছে—এই উপলব্ধিও আজ তাকে নতুন করে যন্ত্রণা দিচ্ছে। নিজের কাছ থেকে সত্য গোপন করার জন্যে সে স্বামী-ছেলের সামনে গলাবাজি করতে পারে—কিন্তু আজ সে বুঝতে পেরেছে তার নিরাপত্তার ব্যাপারটা শুধুই হাস্যকর। আসলে লং শট স্যালুনের কোন মূল্য নেই। আইভির কাছে মূল্যবান যা কিছু ছিল, সবই হারিয়ে গেছে।

চার

অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ। তার সিদ্ধান্ত জানাতে স্যালুনে যেতে বলেছিল রেমন্ড। কিন্তু সে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্যালুনের সামনে দাঁড়িয়ে রেমন্ডের কয়েক সঙ্গী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিকে নজর রাখছে। লিভারি বার্নের পেছনে স্প্রিংকলার ওয়াগন পার্ক করেছে হোসে ওয়েস্ট। তার ঘোড়াগুলো কোরালের দিকে নিয়ে গেল। একটু পর লিভারি বার্নের সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল। লোয়ার এন্ডে নিজের অফিসরুমের দিকে এগিয়ে গেল ওয়েস্ট।

ঝাড়ু দিতে দিতে লং শট থেকে বেরিয়ে এল টিম স্টুট। স্যালুনের সামনের ওঅক ঝাড়ু দিতে লাগল। সান্টা ইনস হোটেল থেকে আধা ব্লক দূরের জেকারির মার্কেন্টাইলে ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে ঢুকে গেল এক মহিলা।

স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল রয়েল রেমন্ড। লোকটাকে একাই এদিকে আসতে দেখে অবাক হলো অ্যানরিল। তার চলার ছন্দে ঝরে পড়ছে ক্লান্তি। অ্যানরিলের মনে হলো একটা বাদামী ভালুক হেলে দুলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভেতরে ঢুকে পড়ল শেরিফ।

রয়েল রেমন্ড শেরিফের অফিসে পৌঁছে দরজা ঠেলে ভেতরে

boighar

ঢুকল। তার তেলতেলে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। চোখদুটো ঠিক বুনো শুয়োরের মত লাগছে। তবে ঠোঁটে তার হাসি লেগে আছে।

পকেট থেকে নোংরা একটা রুমাল বের করে মুখ মুছল রেমন্ড।

'গতকালের মত আজও বেশ গরম পড়বে বলে মনে হচ্ছে,' বলল সে।

'হয়তো,' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল ভিয়ান অ্যানরিল।

শেরিফের দিকে তাকাল রেমন্ড। মুখের হাসি খানিকটা প্রসারিত করল।

'তুমি যখন স্যালুনে গেলে না, আমিই চলে এলাম,' বলল সে। 'বুঝতে চেষ্টা করো, শেরিফ। দুশো মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা। এগারো জন লোকের পারিশ্রমিক আমাকেই গুনতে হচ্ছে। আমি জানি নোয়েন তোমার ছেলে। কিন্তু ও আমার ছেলেকে খুন করেছে। তোমার ছেলে হয়তো তোমাকে বলেছে ওকে ধরার পর আমরা প্রথম যে গাছ পাব তাতেই লটকাব ওকে। পাগলের প্রলাপ ওটা। বিশ্বাস কোরো না। আমাকে দেখে কি তেমন অবিবেচক মনে হয়, বলো?'

অ্যানরিল বুঝতে পারল রেমন্ড তাকে পটাতে চাইছে।

'নোয়েন আর তোমার কথা মিলছে না,' বলল শেরিফ। 'নোয়েন বলছে তোমার ছেলের ছোঁড়া গুলি নোয়েনের মাথা থেকে এক ফুটেরও কম দূরের জানালায় লাগে। নিরস্ত্র থাকলে ও গুলি করে কি করে? তোমার তথ্যে কোথাও ভুল আছে বলেই আমার ধারণা। অমন পরিস্থিতিতে পড়লে আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করতাম। সে আমাকে খুন করবে কি করবে না ভাবতাম না।'

'আগেই বলেছি, আমার ছেলে নিরস্ত্র ছিল,' রেমন্ড বলল। 'তার কাছে যদি অস্ত্রই থাকত আর প্রথমে গুলি করত, তাহলে ওয়ারেন্ট

বইঘর.কম

আনলাম কিভাবে?'

নিঃশব্দে রেমন্ডকে আপাদমস্তক জরিপ করল অ্যানরিল। জীবনে কম মানুষ দেখেনি সে। অনেক মানুষকে সামাল দিয়েছে। কিন্তু সে বুঝতে পারছে এই লোকটিকে সামলানো সত্যিই কঠিন হবে। হঠাৎ তার উপলব্ধি হলো মিথ্যে বলছে রেমন্ড। লোকটা ধূর্ত এবং কুটিল। বিচারের আগেই নোয়েনকে ফাঁসিতে ঝোলানো একে দিয়ে খুবই সম্ভব।

'নোয়েনকে ছাড়াই ফিরে যেতে হচ্ছে তোমাকে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল অ্যানরিল। 'তোমার ওয়ারেন্টের মর্যাদা রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত। নোয়েনের বিচার যদি চাও তো সে ব্যবস্থা তোমাকে এখানে করতে [illegible]। এক্সট্রাডিশন ওয়ারেন্ট ইস্যু করাতে হলে গভর্নমেন্টকে সত্য ঘটনা জানাতে হবে, বানানো গল্প বললে চলবে না—নিশ্চয় সেটা বুঝতে পারছ? সে-পর্যন্ত জেলে আমার হেফাজতে থাকবে নোয়েন। কি মিস্টার রেমন্ড, আমার সিদ্ধান্তে খুশি?'

অ্যানরিলের মনে হলো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে রেমন্ডের। মুখের লাল আভা আর নেই। হাসি পুরোপুরি উবে গেছে। কোটর থেকে চোখদুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে রাগে। অ্যানরিলের হাত নিজের অজান্তেই হোলস্টারের কাছে চলে গেল। যদিও পরক্ষণেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে।

'অমন কথা তুমি বলতে পারো না, শেরিফ,' কর্কশ গলায় বলল রয়েল রেমন্ড। 'দুশো মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা।'

'আগেও বলেছ। এখন দয়া করে আবার ওই দুশো মাইল পেরিয়ে ফিরে যাও। গিয়ে টেক্সাসের গভর্নরকে নোয়েনের বিচারের ব্যবস্থা এখানে করতে বলো। একবার বলেছি, আবার বলছি—নোয়েনকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি না, মিস্টার রেমন্ড। তবে তার মানে নোয়েন তার অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। আমার

boighar.com

ছেলেকে তোমার হাতে তুলে দিলে আগামীকালের সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য তার হবে না। টেক্সাসে পৌঁছা তো অনেক পরের কথা।'

এক দৃষ্টিতে শেরিফের শার্টের দ্বিতীয় বোতামটার দিকে চেয়ে আছে রয়েল রেমন্ড। ফোঁস ফোঁস দম ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ভিয়ান। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে রেমন্ডের। কুঁচকে গেছে চোখ। নিজেকে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে সে।

'তোমার কাছ থেকে তোমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিতে পারি আমি, তা জানো?' প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে বলল রেমন্ড। 'হত্যা করতে পারি তোমাদের দু'জনকেই। তোমার অফিস পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি।'

'চেষ্টা করে দেখো না কেন?' রেমন্ডের চোখে চোখ রেখে বলল অ্যানরিল। 'কিন্তু মনে রেখো, আমার শহরে যে অপরাধই তুমি করবে তার প্রতিটির জন্যে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে আমার কাছে। শুধু নিজের অপরাধের জন্যেই নয়, তোমার সঙ্গীরা যেসব অপরাধ করবে তার জবাবদিহিও তোমাকেই করতে হবে।'

রয়েল রেমন্ডের মুখে রক্ত উঠে এল এবার। রাগে কাঁপছে সে। চিৎকার করে বলল, 'জাহান্নামে যাও তুমি! তোমাকে খুন করব আমি। কিন্তু তার আগে তোমার ছেলেকে চাই। আজই। আমার কথা মন দিয়ে শোনো। যেভাবে পারি তাকে আমি নিয়ে যাব। আইনের পথেই আছি আমি। লিগ্যাল ওয়ারেন্ট দেখিয়েছি তোমাকে। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করছ তুমি। এজন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে।'

অ্যানরিলও রেগে গেল। মেজাজ ঠিক রেখে এতক্ষণ কথা বলছিল সে। কিন্তু এবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে।

'আমাকে আর নোয়েনকে হত্যার হুমকি দিচ্ছ?' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল অ্যানরিল। 'আমার অফিস পুড়িয়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছ? এখন

বইঘর.কম

আমার শেষ কথা শুনে রাখো—দুপুরের আগেই তুমি শহর ছেড়ে চলে যাবে।'

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল রেমন্ড। অ্যানরিলের মনে হলো এখনই হয়তো তাকে আক্রমণ করে বসবে লোকটা। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

অ্যানরিলের একবার মনে হলো, রেমন্ডকে সেলে পুরে রাখে। কিন্তু পরমুহূর্তে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। সে চাইছে সদলবলে দুপুরের আগেই শহর ছেড়ে চলে যাক রয়েল রেমন্ড।

'আমার কথা তোমাকে জানিয়ে দিলাম,' আবার বলল ভিয়ান অ্যানরিল। 'আশা করি দুপুরের আগেই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শহর খালি করছ।'

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রেমন্ড।

'কি হলো, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?' অ্যানরিল বলল। 'শহর ছাড়ো, নাহলে যা করবে বললে, করো। তবে মনে রেখো—তোমার হাত হোলস্টারের কাছে পৌঁছার আগেই তিনটে গুলি ঢুকিয়ে দেব আমি তোমার ওই বিশাল পেটে।'

কিছুই বলল না রেমন্ড। ঝড়ের গতিতে আছড়ে পড়ল দরজার ওপর। ঝটাং করে দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। প্রায় দৌড়ে চলল লং শটের দিকে। দরজায় এসে দাঁড়াল অ্যানরিল। স্যালুনের ভেতরে রেমন্ড অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর মাথা ঘুরিয়ে রাস্তার অপর পাশে ক্রিস্টালের লিভারি বার্নের দিকে তাকাল ভিয়ান অ্যানরিল। লিভারি বার্নের সামনে দাঁড়ানো রেমন্ডের পাঁচ সঙ্গী হেঁটে স্যালুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে ডেস্কে এসে বসল শেরিফ অ্যানরিল। হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করল। লোড করা আছে কিনা

boighar.com

পরীক্ষা করল। সিলিন্ডার ঘুরিয়ে আবার হোলস্টারে ঢোকাল ওটা। উঠে সেলের দিকে এগোল অ্যানরিল। তার সিদ্ধান্ত জানার অধিকার নিশ্চয় নোয়েনের আছে।

চিৎ হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে নোয়েন। ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট। মৃদু নাক ডাকাচ্ছে। যথাসম্ভব আস্তে সেলের দরজা খুলল অ্যানরিল। ভেতরে ঢুকে ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ধুলোর কণা লেগে আছে। ক্লান্তির ছাপ তো আছেই। নোয়েনের ছেলেবেলার মুখটা ভেসে উঠল অ্যানরিলের চোখের সামনে।

'নোয়েন,' আস্তে করে ডাকল অ্যানরিল।

ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসল নোয়েন। এই মুহূর্তে ছেলেকে জাগানো ঠিক হয়নি বুঝতে পেরে খারাপ লাগল শেরিফের। সেলের একমাত্র চেয়ারটায় বসে পড়ল অ্যানরিল। পেছন দিকে ঠেলে দিল হ্যাট।

'কতক্ষণ ঘুমালাম, বাবা?' মুখে হাত ঘষতে ঘষতে জানতে চাইল নোয়েন।

'কয়েক মিনিট,' বলল শেরিফ। 'এতক্ষণ রেমন্ড এখানে ছিল।'

কিছু না বলে বাবার দিকে ঘুম ঘুম চোখে চেয়ে রইল নোয়েন।

'দুপুরের আগেই ওকে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি আমি।'

'ওর ওয়ারেন্টের কি হলো?'

'প্রত্যাখ্যান করেছি। তোমার বিচারের ব্যবস্থা এখানে করতে হবে ওকে।'

'তার মানে আমার কথা তুমি বিশ্বাস করেছ?' নোয়েনের ক্লান্তি এখনও দূর হয়নি।

বইঘর.কম

সরাসরি ছেলের কথার উত্তর দিতে গিয়েও দিল না অ্যানরিল। 'রেমন্ডের কথা বিশ্বাস করতে পারিনি,' বলল সে।

'ও সত্যিই দুপুরের আগে চলে যাবে বলে তুমি মনে করো?'

'না, তবে যেতে তাকে হবেই।'

নড করল অ্যানরিল। বাইরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল হঠাৎ। চকিতে হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে ফেলল শেরিফ। কিন্তু আবার তা খাপে ভরল। বলল, 'বিলিন্ডা এল বোধহয়। ট্রে নিয়ে যেতে এসেছে।'

দরজা পেরিয়ে অফিসরুমে ঢোকার আগে অ্যানরিল ঘুরে নোয়েনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেরিয়ে এসো।'

শেরিফের অফিসরুমে এসে অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল নোয়েন।

বিলিন্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে দোজখের বাসিন্দার মত লাগছে, তাই না?'

'না। আমার চোখে তুমি সব সময়ই সুন্দর।'

'গত কয়েকদিন গোসল, শেভ করার সময়ই পাইনি।'

কিছু বলল না বিলিন্ডা। নীরবে তাকিয়ে রইল নোয়েনের মুখের দিকে।

'তোমার পরিষ্কার কাপড় দরকার,' ছেলেকে বলল শেরিফ অ্যানরিল। 'কিন্তু এখন আমার বাইরে যাওয়া উচিত হবে না।'

ঘুরে ভিয়ান অ্যানরিলের দিকে তাকাল বিলিন্ডা। বলল, 'ওরা নোয়েনের ওয়ারেন্টের ব্যাপারে বলাবলি করছিল। মনে হলো নোয়েনকে সঙ্গে না নিয়ে যাবে না।'

'আমি রেমন্ডকে এক্সট্রাডাইট করতে বলেছি।'

'মানে?'

'মানে টেক্সাসের গভর্নর নোয়েনকে সমর্পণ করার জন্যে নিউ

boighar.com

মেক্সিকোর গভর্নরকে অনুরোধ করবে। অবশ্য তার আগে টেক্সাসের গভর্নরকে জোরাল প্রমাণ দেখাতে হবে—নোয়েন সত্যিই দোষী। প্রমাণ দেখালে নোয়েনের সুষ্ঠু বিচার হবে। ধরা পড়ার পরপরই গাছে ঝুলতে হবে না।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বিলিন্ডা। আরও কিছুক্ষণ নোয়েনের কাছে থাকতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু কেন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে এগিয়ে গিয়ে ডেস্ক থেকে খাবারের ট্রে তুলে নিল মেয়েটি। শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোত্থেকে নোয়েনের পোশাক আনতে হবে, আমাকে বলো।'

'জেকারির মার্কেন্টাইল থেকে,' এক টুকরো কাগজে কিছু লিখে বিলিন্ডার হাতে দিল অ্যানরিল। 'এটা জেকারিকে দিলেই হবে।'

নড করে দ্রুত বেরিয়ে গেল বিলিন্ডা। শেরিফ এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। রেমন্ডের সাঙ্গপাঙ্গদের কাউকেই দেখা গেল না।

অ্যানরিলের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। নিশ্চয় কোন মতলব আঁটছে রেমন্ড। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে অ্যানরিল। ব্যাপারটাকে এত সহজে মেনে নেবে না লোকটা।

রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করছে। মহিলারা কেনাকাটার জন্যে ভিড় জমিয়েছে। জেকারির মার্কেন্টাইলের সামনে কয়েকটি ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। কেনাকাটা সেরে তিনজন রাইডার তাদের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। হোটেলের সামনে কয়েকটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। হোটেলের পোর্চে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বুড়ো চিল্লাচিল্লি করে কুকুরগুলোর মাঝে ঝগড়া লাগাতে চেষ্টা করছে।

অন্যান্য দিনের মতই জীবনযাত্রা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার মাঝেও কোথায় যেন একটু ব্যতিক্রম আছে।

বইঘর.কম

সাধারণ চোখে অবশ্য তা ধরা পড়বে না। অনুভবের বিষয় এটা।

আপনমনে হাসল ভিয়ান অ্যানরিল। ব্যতিক্রমটা ঠিকই অনুভব করতে পারছে সে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে শহরের এই সূক্ষ্ম অস্বাভাবিকতাটা ধরিয়ে দিচ্ছে। প্রচুর অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে শাণিত হয়েছে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এ কারণেই অ্যানরিল কঠিন পরিস্থিতিতেও খুব দ্রুত উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

ঘুরে ছেলের দিকে তাকাল শেরিফ। বলল, 'ওরা এখন কি করবে বলে তুমি মনে করো?'

'এই অফিস গুঁড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে,' সরাসরি জানাল নোয়েন। 'তোমাকে আর আমাকে খুন করে তবে শহর ছাড়বে।'

'চেষ্টা করবে, কিন্তু সফল হবে না।'

ম্লান হাসল নোয়েন। দীর্ঘ তিন বছর পর ছেলের মুখে প্রথম হাসি দেখল ভিয়ান অ্যানরিল। বারো বছর বয়সে সে বাবার দিকে যেভাবে তাকাত, ঠিক সেভাবেই তাকাল এখন। তারপরই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। গ্রাস করল আগের অস্বস্তি। ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেই সেলের ভেতরে ঢুকে গেল নোয়েন। দরজা বন্ধ হওয়ার ধাতব শব্দ এল শেরিফের কানে। এগিয়ে গিয়ে সেলডোর লক করে অফিসরুমে ফিরে এল সে।

পাঁচ

ঘেমে গোসল হয়ে স্যালুনে ঢুকল রয়েল রেমন্ড। ঘাম জড়ানো শার্ট

boighar.com

থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে। ক্লান্তি আর অসহ্য গরমে নেতিয়ে পড়েছে সে। গায়ে ধুলোর পরত। দাড়ি কামানো হয়নি বেশ কয়েকদিন, ফলে বিশ্রী লাগছে দেখতে। অ্যানরিলের ঠাণ্ডা প্রত্যাখ্যান তার ক্রোধ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ।

কয়েকজন পসিম্যানসহ বারে দাঁড়িয়ে আছে রেমন্ডের দুই ছেলে, লিভো ও নিক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল তারা।

কিন্তু রেমন্ডের চোখ স্থির হয়ে আছে বারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আইভির ওপর।

'হুইস্কি,' কুকুরের মত গোঁ গোঁ করে বলল রেমন্ড।

বারের শেষ মাথায় টিম স্টুট মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছে। কিন্তু কাজে তার মন নেই। মাঝে মাঝেই ভীত চোখে তাকাচ্ছে রেমন্ড ও তার সঙ্গীদের দিকে।

বোতল ও গ্লাস বের করে রেমন্ডের সামনে রাখল আইভি। রয়েল রেমন্ড পকেট থেকে পাঁচ ডলারের একটা সোনার কয়েন বের করে ঠকাস করে ফেলে দিল বারের ওপর।

'শেরিফ কি বলল, বাবা?' জিজ্ঞেস করল লিভো। 'খুনীটাকে কি আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে?'

ছেলের কথা কানেই ঢোকেনি রেমন্ডের। হুইস্কি গিলতে ব্যস্ত সে। দলের অন্য সবাই নীরবে দেখছে বসকে। ফিরে যাওয়ার জন্যে ওরা কিছুটা ব্যাকুল। চাকরি করে ওদের কেউ। কেউ করে ব্যবসা। র‍্যাঞ্চ আছে কারও। নোয়েনকে ধরতে এতদিন লাগবে আর এত ঝামেলা হবে আগে ভাবেনি ওরা।

রেমন্ডকে আবার একই প্রশ্ন করল লিভো।

'চুপ করো,' ছেলেকে ধমকে উঠল রেমন্ড।

'এত রাগ করছ কেন, বাবা?' অভিমান ঝরে পড়ল লিভোর গলায়।

বইঘর.কম

'কুত্তার বাচ্চাটা বলছে আমাদের এক্সট্রাডাইট করতে হবে। শালার এই কথায় আমার মাথা বিগড়ে গেছে। আমার তো আর খেয়ে কাজ নেই—এক্সট্রাডাইট করতে যাচ্ছি। ওই খুনীটাকে আজই আমার চাই।'

'কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? নোয়েন এখানকার শেরিফের ছেলে।'

লিভোর বয়স ত্রিশ। শরীরের কাঠামোয় রেমন্ডের সঙ্গে তার দিন রাত পার্থক্য। একহারা গঠন লিভোর। কোন এক মারামারিতে ওর একটা চোখ মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। সবসময় চোখটা রক্তের মত লাল হয়ে থাকে। তার নোংরা শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। হোমস্পান শার্ট আর উলেন প্যান্ট পরেছে সে। পায়ে উঁচু হিলের বুট। বাবার মত তার মুখেও আগাছার মত বেড়ে উঠেছে দাড়ি। ক্ষয়ে জীর্ণ হয়ে গেছে কোমরের হোলস্টার ও কার্তুজ বেল্ট। চক্‌চকে আনকোরা কোল্টটা একেবারেই বেমানান লাগছে জরাজীর্ণ হোলস্টারে। কোমরে অস্ত্রটা এমনভাবে ঝুলছে, কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে এই জিনিসের মালিক ওটা চালাতেও ওস্তাদ।

'কুত্তার বাচ্চাটাকে ওর বাপের কোল থেকে তুলে নিয়ে এসো,' লিভোর দিকে তাকিয়ে বলল রেমন্ড। 'ওকে সঙ্গে না নিয়ে আমরা এই শহর ছাড়ছি না।'

'কিন্তু শেরিফকে খুব কঠিন লোক বলে মনে হচ্ছে, বাবা।'

শীতল চোখে আইভির দিকে তাকাল রয়েল রেমন্ড। কান খাড়া করে ওদের কথা গিলছে আইভি। রেমন্ড এবার সরাসরি আইভির দিকে তাকিয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'শেরিফ একা। ওর কোন সহযোগী নেই। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে কেউ ওর দিকে এগিয়ে যাবে না।'

'তাহলে তুমি এখন কি করবে, বাবা?'

boighar.com

'নেভার মাইন্ড, বয়,' আইভির দিকে তাকিয়েই বলল রেমন্ড। 'সময়মত সব জানতে পারবে।'

একটু থেমে আইভিকে বলল রেমন্ড, 'তোমার স্বামীকে গিয়ে বলো আজ সূর্য ডোবার আগেই আমরা তোমাদের সুপুত্রকে নিয়ে এই শহর ছাড়ব।'

ভয়ে সাদা হয়ে গেল আইভির মুখ। স্বামীর প্রতি তার প্রবল আস্থা থাকলেও এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে সে একা—ভেবে অস্থির হলো আইভি। কথা বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু পর মুহূর্তেই মুখ বন্ধ করে ফেলল। হাত কাঁপছে তার।

'কি হলো?' গর্জে উঠল রেমন্ড। 'যাচ্ছ না কেন? এক্ষুণি গিয়ে শেরিফকে কথাটা বলো।'

বারের পেছন থেকে বেরিয়ে ব্যাটউইং দরজার দিকে দ্রুত এগোল আইভি অ্যানরিল।

বিশ্রীভাবে হেসে উঠল লিভো ও নিক।

'এখন কি করবে, বাবা?' এবার নিক তার বাবাকে প্রশ্ন করল।

লিভোর চেয়ে দু'বছরের ছোট নিক। বাবার মতই মাংসল শরীর। আড়াইশো পাউন্ডের পিপে হেসে হেসে একাই ওয়াগনে তুলতে পারে সে।

'কৌশলে শেরিফকে ওর অফিস থেকে বের করে আনতে হবে,' জানাল রেমন্ড। 'তবে ওর চোখে ধুলো দেয়া কঠিন। আমাদের অর্ধেক লোক ওকে ওখান থেকে বের করে আনবে। বাদ বাকিরা তখন ঘুরপথে ভেতরে ঢুকে পড়বে।'

যে পাঁচজন ক্রিস্টালের লিভারি বার্নের সামনে দাঁড়িয়ে শেরিফের অফিসের দিকে নজর রাখছিল তারা স্যালুনে ঢুকল। বারের কাছে আসতেই তাদের দিকে হুইস্কির বোতল ঠেলে দিল রয়েল রেমন্ড।

বইঘর.কম

'অ্যাই, শোনো,' টিম স্টুটকে ডাকল রেমন্ড। 'বারের পেছন থেকে এদের জন্যে গ্লাস নিয়ে এসো, শিগগির।'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল স্টুট। কিন্তু সবসময় সে আদেশ পালনে অভ্যস্ত। এই আদেশটিও পালনের জন্যে বারের পেছনে চলে গেল সে। এইমাত্র আসা পাঁচজনের জন্যে পাঁচটা গ্লাস বের করে বারের ওপর রাখল। হাত কাঁপছে তার। রেমন্ডের চোখ এড়াল না ব্যাপারটা।

'নাম কি?' রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল রেমন্ড।

'স্টুট,' গলা কাঁপছে রীতিমত।

'স্টুট? কোন আগা-মাথা নেই?'

'টিম স্টুট।'

'কি হয়েছিল?'

'মানে?'

'মানে খোঁড়া হলে কিভাবে?'

অসহায় চোখে দরজার দিকে তাকাল টিম স্টুট। জিভ দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো চেটে নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'ঘোড়ার নিচে পড়েছিলাম। আমি তখন খুব ছোট। দস্যুরা পালিয়ে যাচ্ছিল।'

আগ্রহের সঙ্গে স্টুটের দিকে তাকাল রেমন্ড। ওই দুর্ঘটনায় স্টুট যে শুধু পা-ই নয়, আরও কিছু হারিয়েছে—বুঝতে পারছে সে।

'তোমার জন্যে একটা বোতল আর গ্লাস বের করো,' বলল রেমন্ড। 'পয়সা আমি দেব।'

'না, মিস্টার,' মাথা এপাশ ওপাশ করল ভীত স্টুট। 'এসব আমি খাই না। চেখেও দেখিনি কোনদিন।'

'শিগগির বোতল আর গ্লাস বের করো,' মেঘের গর্জন শোনা গেল রেমন্ডের গলায়।

boighar.com

ঢোক গিলল টিম স্টুট। ঢোক গেলার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রেমন্ডের লোকজন। আদেশ পালন করল স্টুট।

'গ্লাসে ঢালো,' আদেশ দিল রেমন্ড। 'শিগগির।'

ইতস্তত করছে স্টুট। মিনতি ঝরে পড়ছে তার দু'চোখে। সেদিকে নজর নেই রেমন্ডের। 'যে আদেশ করেছি পালন করো,' বলল সে।

অর্ধেক গ্লাস ভরাল স্টুট।

'গুড বয়। এবার গিলে ফেলো দেখি।'

ঢক্‌ঢক্ করে সবটুকু হুইস্কি গিলে ফেলল স্টুট। নামিয়ে রাখল গ্লাস। প্রচণ্ডভাবে কাশতে শুরু করল। দম আটকে আসছে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

টিম স্টুটের দুরবস্থা দেখে শব্দ করে হেসে উঠল রেমন্ডের লোকেরা। পরে স্যালুনে ঢোকা পাঁচজনের মাঝ থেকে একজন বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও, মিস্টার রেমন্ড। ও তোমার কোন ক্ষতি করেনি।'

ঝট্ করে বক্তার দিকে ঘুরে ধমকে উঠল রেমন্ড, 'চোপ। দয়া দেখানো হচ্ছে?'

কাশি থেমেছে স্টুটের। কুল্‌কুলিয়ে ঘামছে সে।

'হ্যাঁ, আর এক গ্লাস খাও,' স্টুটের দিকে ফিরে বলল রেমন্ড।

অসহায়ভাবে আবার দরজার দিকে তাকাল স্টুট।

সঙ্গে সঙ্গে হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে হ্যামার কক করল রেমন্ড। স্টুটের দিকে তাক করে বলল, 'পালাতে চেষ্টা করলেই তোমার মাথা ফুটো করে দেব।'

আরেক গ্লাস হুইস্কি গিলল স্টুট।

'আরও এক গ্লাস,' বলল রেমন্ড।

তৃতীয় গ্লাস হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল স্টুট। সঙ্গে সঙ্গে আগের

বইঘর.কম

মতই শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কাশতে লাগল খক্‌খক্‌ করে।

'আর একবার,' বলল নিষ্ঠুর রেমন্ড।

আদেশ পালন করল স্টুট।

'চালিয়ে যাও,' রেমন্ড বলে চলেছে।

'এই নিরীহ লোকটাকে কি ছেড়ে দেয়া যায় না?' আবার শোনা গেল সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ।

'আমাকে আদেশ দিচ্ছ মনে হচ্ছে!' কঠিন চোখে বক্তার দিকে তাকাল রেমন্ড। তার অন্য লোকজন একটু দূরে সরে গেছে।

লোকটার দৃষ্টি স্টুটের মুখ ছুঁয়ে রেমন্ডের ওপর এসে স্থির হলো।

'তোমার হয়েছেটা কি, বলো তো?' বলল সে। 'এর জন্যে তোমার সঙ্গে আমি লড়াই করব না। তবে ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না। একে হুইস্কি খাওয়ানোর সঙ্গে তোমার পরিকল্পনার কোন যোগসূত্র আছে কিনা—আমি জানতে চাই। তুমি কি মনে করো অতিরিক্ত ড্রিংক করে ও ঢলে পড়লে শেরিফ তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসবে?'

'এইতো বুঝতে পেরেছ,' বলেই স্টুটের দিকে তাকাল রেমন্ড। 'আরও এক গ্লাস, জলদি।'

এবারও আদেশ পালন করল স্টুট। দম আটকে এলেও আগের মত কাশল না সে এবার। রেমন্ড বলল, 'আবার।'

রক্তের মত লাল হয়ে গেছে স্টুটের চোখ। কোনমতে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে। যতটুকু ঢালল তার চেয়ে বেশি ফেলল বারের ওপর। অর্ধেক খাওয়ার পর গ্লাসটা তার হাত থেকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

'এবার শিগগির স্যালুন থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে এগোও।'

টক্‌টকে লাল দুই চোখে রেমন্ডের দিকে তাকাল স্টুট। কোটর

boighar.com

থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখদুটো।

'কথা কানে ঢুকছে না?' চিৎকার করে উঠল রয়েল রেমন্ড।

দরজার দিকে দৌড়াতে চেষ্টা করল স্টুট। অর্ধেক পেরিয়ে স্যালুনের মাঝখানে ধপাস করে পড়ে গেল।

'বের হয়ে যাও। ওঠো···ওঠো···' চিৎকার করে চলেছে রেমন্ড।

বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল স্টুট। টলতে টলতে স্যালুন থেকে বেরিয়ে গেল। দরজা পেরোতেই মুখ থুবড়ে পড়ল আবার। উঠে পা টেনে টেনে রাস্তায় নেমে পড়ল।

দরজায় এসে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল রেমন্ড। পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়ল সে। শহরের নীরব রাস্তায় ভয়াবহ শোনাল গুলির শব্দ।

শূন্যে হাত ছুঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল টিম স্টুট। শরীরের সব শক্তি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। ধুলো খাবলে ফুট পাঁচেক হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে পারল। তারপর নিথর হয়ে গেল। রাস্তার ধুলোয় দেবে গেল তার মুখ।

'অযথা ওকে খুন করলে,' শোনা গেল আগের সেই গলা। 'ও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারত না।'

চকিতে ঘুরে ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রেমন্ড। 'আমি ওকে খুন করিনি। ফাঁকা গুলি করেছি। মদই বুঝি ওকে শেষ করল।'

'কিন্তু শেরিফ ভাববে তুমিই ওকে খুন করেছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এখানে ছুটে আসবে।'

'আমি তো সেটাই চাইছি। ও অফিস থেকে বেরোলেই ওই খুনীটাকে আমরা নিয়ে আসব।'

দলের সবগুলো মুখ ছুঁয়ে এল রেমন্ডের কঠিন দৃষ্টি। লিভোকে বলল সে, 'পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে স্যালুনের পেছনদিক দিয়ে

বইঘর.কম

বেরিয়ে যাও। শেরিফকে এদিকে আসতে দেখলেই ওর অফিসের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বে। তিনজন ভেতরে ঢুকবে। আর তিনজন বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে। আমি শেরিফকে সামলাব।'

পাঁচজনের নাম ধরে ডাকল লিভো, তারপর স্যালুনের পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। নির্দিষ্ট পাঁচজন এগোল তার পেছন পেছন।

স্যালুনে থেকে যাওয়া বাকি লোকদের দিকে তাকাল রেমন্ড। 'ডায়মন্ড, ডেরেক, শর্টি, ড্রিংক করে নিতে পারো তোমরা। নিক ও লরেল দরজার একপাশে থাকবে। অন্যপাশে থাকবে বার্টন আর গাস। শেরিফ স্যালুনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে অস্ত্র তাক করা তোমাদের কাজ। হোলস্টারে সে হাত দিলেই তোমরা ওর পায়ে গুলি করবে।'

বার অতিক্রম করল রেমন্ড। ডায়মণ্ড, ডেরেক ও শর্টি তাকে অনুসরণ করল।

'নিক,' ছেলেকে বলল রেমন্ড, 'শেরিফের অফিসের দিকে নজর রাখো। শেরিফকে বেরোতে দেখামাত্র আমাকে জানাবে। কিন্তু খবরদার, ও যেন তোমাকে দেখতে না পায়। শেরিফ আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তুলতে পারবে না। আমার কাছে লিগ্যাল ওয়ারেন্ট আছে।'

গ্লাসে মদ ঢেলে গলায় চালান দিল রেমন্ড। নোয়েন অ্যানরিলকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত শান্তি নেই তার। ওকে গাছে লটকে তবেই সে ঘরে ফিরবে।

স্যালুন থেকে বেরিয়েই শেরিফের অফিসের দিকে দ্রুত এগোল আইভি অ্যানরিল। বাঘের মুখে পড়া হরিণীর মত লাগছে তাকে। এতগুলো লোককে অ্যানরিল কিভাবে সামাল দেবে? ভাবছে সে।

boighar.com

নোয়েনকে এখন বাঁচানোর একমাত্র পথ শহরের বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখা। বাপ-বেটা শহর ছেড়ে চলে যেতে পারলে বেঁচে যেত।

স্কার্ট একটু তুলে প্রায় দৌড়াচ্ছে আইভি। দ্রুত অফিসে ঢুকে হাঁপাতে লাগল সে। ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেছে। লাল হয়ে গেছে মুখ।

হাঁপাতে হাঁপাতে আইভি বলল, 'জেল ভেঙে নোয়েনকে নিয়ে যাবে ওরা। আজ সূর্য ডোবার আগেই।'

শান্ত চোখে আইভির দিকে তাকাল শেরিফ ভিয়ান। 'একথা বলার জন্যেই কি রেমন্ড তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

নীরবে মাথা দোলাল আইভি। স্বামীর অবিচল, স্থির মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। অ্যানরিলের মনের জোর এবং নিজের প্রতি দৃঢ় আস্থা অবাক করল আইভিকে। সময় সময় নিজেকে ভীষণ বোকা ভাবে সে। তা না হলে সে অ্যানরিলের মত পুরুষকে ছেড়ে যেতে পারত না। আইভি বোঝে—এখন তাদের দূরত্ব এতই বেড়ে গেছে, আর জোড়া দেয়া সম্ভব নয়। এখন তাদের মাঝে পরস্পরের প্রতি শুধুই বিতৃষ্ণা। আইভি এখন বোঝে অ্যানরিলকে ছেড়ে এসে, স্যালুন ব্যবসা শুরু করে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে পেপ মার্টিনেজের সহযোগিতা নিয়ে সে শুধু তার স্বামীকে অপমানই করেছে। নিজের কোন লাভ হয়নি।

ডেস্কের তলা থেকে বুট বের করে পায়ে গলাতে শুরু করল অ্যানরিল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল সুইভেল চেয়ার। ভিয়ান উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে চোখ রেখে শান্ত স্বরে বলল, 'রেমন্ড এখানে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু সফল হবে বলে মনে হয় না। আজ পর্যন্ত কোন বন্দীকে হারাইনি আমি। তবে এই মুহূর্তে আমি অ্যাকশনে যাচ্ছি না।'

বইঘর.কম

'চোদ্দজনের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাবে একা তুমি? কিভাবে?'

"কিভাবে তা এখন জানি না। ওয়েট অ্যান্ড সি। এখন এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

অ্যানরিলের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না আইভি। অন্যদিকে তাকিয়ে সে বলল, 'শহরের লোকজন সাহায্য করবে। আমি কি পেপ···' কথা শেষ না করে হঠাৎ থেমে গেল আইভি।

'ভালই বলেছ,' এবার অ্যানরিলকে আগ্রহী মনে হলো। 'মার্টিনেজকে কিছু লোক জড়ো করতে বলো। সে তাদেরকে নিয়ে এখানে আসতে পারে। এই মুহূর্তে আমার সাহায্যের প্রয়োজন।'

'ঠিক আছে,' বলে অ্যানরিলের দিকে চাইল আইভি। পাবে না জেনেও স্বামীর মুখে কিছু একটা খুঁজল। তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল। রাস্তা পার হয়ে লেস্টারের লিভারি বার্নের দিকে এগোতে লাগল।

আইভি বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল।

সেলের দিকে দুপা এগোতেই গুলির শব্দটা কানে এল অ্যানরিলের। চরকির মত ঘুরে দরজায় ফিরে এল সে। দরজা খুলে বাইরে তাকাল।

দেখল, লং শটের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক লোক। প্রাণপণে হামাগুড়ি দিতে চেষ্টা করছে। কয়েকবার ঝাপটা-ঝাপটি করে স্থির হয়ে গেল লোকটা।

চোখ কচলে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিল ভিয়ান অ্যানরিল। চিনতে পারল লোকটাকে। রেমন্ড তাহলে শেষে স্টুটকে মেরেই ফেলল!

ঘৃণার দৃষ্টিতে স্যালুনের দিকে তাকাল শেরিফ ভিয়ান। ফেটে পড়ছে চাপা ক্রোধে। হার্টবিট বেড়ে গেছে। হাত কাঁপছে। চোখের সামনে কম্পমান হাতদুটো মেলে ধরল অ্যানরিল। এটা তার একটা পুরানো রোগ। কোন ল-ব্রেকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সময় হলে

boighar.com

কিংবা কোন ঝামেলায় জড়ালে তার হাত কাঁপতে থাকে। অবশ্য এতে সে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করে না।

বিপদ আর উত্তেজনার প্রতি ভিয়ান অ্যানরিলের প্রচণ্ড এক আকর্ষণ। আর এই আকর্ষণই তাকে আইনের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত রেখেছে।

রয়েল রেমন্ড কঠিন ও জঘন্য এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে অ্যানরিলের দিকে। নিরপরাধ এক পঙ্গু, মানসিক ভারসাম্যহীন লোককে খুন করেছে সে। অ্যানরিল বুঝতে পারছে ওকে এখান থেকে বের করার জন্যেই কাজটা করেছে রেমন্ড।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে গানর‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল অ্যানরিল। একটা টেন-গেজ ডাবল ব্যারেল তুলে নিল। লোড করল ওটা। তারপর একমুঠো টেন-গেজ শেল নিয়ে প্যান্টের ডান পকেটে রাখল।

ছয়

দরজার দিকে একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল। চিন্তার ভাঁজ কপালে। রয়েল রেমন্ডের অন্তর কুটিল কিংবা কুৎসিত হতে পারে, কিন্তু মানুষটা সে বোকা নয়। শুধু তামাশা করার জন্যে সে খুন করেনি টিম স্টুটকে। এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। নিশ্চয় সে তাকে এখান থেকে বের করতে চাইছে। অ্যানরিল বেরিয়ে গেলেই রেমন্ডের দলবল ঢুকে পাকড়াও করবে

বইঘর.কম

নোয়েনকে।

কি করবে—সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না অ্যানরিল। ছেলেকে পাহারা দেবে? নাকি ছেড়ে দেবে? নাকি নোয়েনের হাতে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে?

অ্যানরিল জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। টেন-গেজটা শোভা পাচ্ছে হাতে। বাইরে তাকাল সে। এখনও টিম স্টুট ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আশপাশের ঘর বাড়ির জানালায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন।

অ্যানরিল এখন নিশ্চিত সে যদি রেমন্ডের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে এখানে বসে থাকে, তবে বদমাশটা আরও খুন করতে দ্বিধা করবে না। এরপর হয়তো আইভিকেই টার্গেট করবে সে।

আবার নোয়েনের হাতে অস্ত্র দিয়ে অফিস সামলানোর দায়িত্ব দিলে আইনভঙ্গের অপরাধে দোষী হবে শেরিফ ভিয়ান।

উভয়সঙ্কটে পড়েছে ভিয়ান অ্যানরিল। এখানে আর এক মুহূর্তও বসে থাকা উচিত নয় তার। যে কোন সময় শহরের আরেকজন নিরীহ লোক গুলি খেতে পারে। অন্যদিকে নোয়েনকে এখানে নিরস্ত্র রেখে যাওয়া মানেই শত্রুদের হাতে ওকে তুলে দেয়া

হঠাৎ চরকির মত ঘুরে সেল ব্লক ডোরের দিকে এগোল শেরিফ। সেলের দরজা খুলে নোয়েনকে বের করে আনল। সংক্ষেপে বলল, 'স্টুটকে খুন করেছে রেমন্ড। এক্ষুণি বেরোতে হচ্ছে আমাকে। আত্মরক্ষার জন্যে তোমাকে মুক্ত রেখে যাচ্ছি।'

বলেই ছেলের দিকে হাতের শটগানটা ছুঁড়ে দিল শেরিফ। অস্ত্রটা লুফে নিল নোয়েন।

'ডান হাত তোলো,' হঠাৎ অ্যানরিল আদেশ দিল ছেলেকে।

বোকার মত নোয়েন তাকিয়ে রইল বাবার দিকে

'যা বলছি করো,' বিরক্ত হলো অ্যানরিল। 'তোমাকে শপথ

boighar.com

করতে হবে। আমার অফিসের চার্জে থাকছ তুমি। তোমার কাজ হবে একজন ডেপুটির।'

শপথ নেয়ার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে ডান হাত তুলল নোয়েন।

'নিউ মেক্সিকোর আইন কি তুমি সমুন্নত রাখতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যানরিল।

'আঁ···হ্যাঁ· ·পারব।'

'বেশ। আমি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেবে।'

নোয়েনের চেহারা থেকে বিস্ময়ের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। বাবার পেছনে পেছনে তার অফিসরুমে ঢুকল নোয়েন। গানর‍্যাক থেকে অ্যানরিল আরেকটা শটগান তুলে নিল। শেল পুরল তাতে। বাবার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে নোয়েন।

দ্রুত দরজার দিকে এগোল শেরিফ। দরজা খুলে রাস্তায় নেমে এল। নোয়েন বুঝতে পারছে যে কোন মুহূর্তে গুলি ছুটে আসতে পারে তার বাবার দিকে।

সতর্ক পা ফেলে স্যালুনের দিকে এগিয়ে চলল ভিয়ান অ্যানরিল। সে বোঝে, যে স্টুটের মত একজনকে অহেতুক হত্যা করতে পারে, কোন রকম দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবার বান্দা নয় সে। বরং বাগে পেলে রেমন্ড যে অ্যানরিলকে ছারপোকার মত পিষে মারবে, তাতে কোন সন্দেহই নেই তার।

এছাড়া আইনগত অবস্থানে অ্যানরিলের তুলনায় কিছুটা সুবিধাজনক পর্যায়ে আছে রেমন্ড। টেক্সাসের কোল্ড ওঅটর কাউন্টি থেকে লিগ্যাল ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে সে।

কিন্তু তাতে কি, এরমধ্যেই সান্টা ইনসের রাস্তায় একটা খুন হয়েছে। এখানকার রাইট ও অথরিটি ক্ষুণ্ন করেছে এই খুন। তবে ভিয়ান মনে করে না এতে রেমন্ড দমে যাবে।

ওদিকে অ্যানরিল অফিস থেকে বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ

বইঘর.কম

করে দিল নোয়েন। জানালায় দাঁড়িয়ে তাকাল বাবার অগ্রসরমান দীর্ঘ, ঋজু শরীরের দিকে। ধীরে ধীরে লং শটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভিয়ান অ্যানরিল।

নোয়েনের মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারে তার বাবা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না।

একটু একটু করে আতঙ্ক কেটে যেতে লাগল নোয়েনের। সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠল। বাবার কাছে শপথ করার পর থেকে সে একজন ল-ম্যান। নিজেকে রক্ষার পাশাপাশি এই অফিস রক্ষার দায়িত্বও এখন তার কাঁধে। অতএব, এদিকে মন দেয়া উচিত এখন তার।

নোয়েন অ্যানরিল বুঝতে পারছে টিম স্টুটকে অকারণে খুন করেনি রেমন্ড। খুব সম্ভব শেরিফকে এখান থেকে বের করার জন্যেই সে জঘন্য কাজটা করেছে। শেরিফ বেরিয়ে যাবে, এই ফাঁকে রেমন্ডের লোকজন শেরিফের অফিসে ঢুকে পড়বে ওকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

নিজের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সজাগ-সতর্ক হয়ে উঠল নোয়েন। ঝট্ করে সরে এল জানালার কাছ থেকে। বিপদের গন্ধ পেলে অস্থির হয়ে ওঠে মানুষ। কিন্তু নোয়েন যথেষ্ট ধীর-স্থির। ও জানে রেমন্ডের লোকেরা ওকে সহজে গুলি করবে না। ওকে জীবিত ধরার চেষ্টা করবে তারা। কারণ রেমন্ড নোয়েনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মনের জ্বালা মেটাতে চায়।

কি মনে করে সেলে ঢুকল নোয়েন। চোখ বোলাল সেলের চারদিকে। এখানে সে কতটুকু নিরাপদ? নাহ, নিজেকে বোঝাল সে, তারচেয়ে খোলা জায়গায় থাকা ভাল।

বেরিয়ে আবার শেরিফের অফিসরুমে চলে এল নোয়েন।

boighar.com

ডেস্কের ওপর শটগানটা রাখল। টেনে ডেস্কটা নিয়ে এল ঘরের এক কোনায়। ডেস্কের পেছনে বসে পড়ল। তার আস্থা আছে, প্রয়োজনে শত্রুদের সে মোকাবেলা করতে পারবে। দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারবে।

উঠে দাঁড়াল নোয়েন। সুইভেল চেয়ারটা টেনে নিয়ে এল ডেস্কের পেছনে। বসল ওটার ওপর। কোলের ওপর রাখল শটগান। পকেট হাতড়ে কাগজ ও তামাক বের করে সিগারেট বানিয়ে আগুন ধরাল। লম্বা একটা টান দিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। রয়েল রেমন্ড হয়তো তার বাবার স্যালুনে ঢোকা অবধি অপেক্ষা করবে। তারপর তার অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে বন্দী করবে তাকে, এবং এখানে আক্রমণের অভিযান শুরু করবে। হয়তো।

কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করল নোয়েন। স্যালুনের দিক থেকে একটা গুলির শব্দ এল। তারপরই চারদিক নীরবতায় ডুবে গেল। একটা মাছি নোয়েনের মাথার ওপর ঘুরছে। দেয়াল ঘড়িটা একটানা টিক্‌টিক্ করে চলেছে। বাইরে কোথাও কুকুরের ডাক শোনা গেল। দূর থেকে ভেসে এল মেয়েকণ্ঠের কর্কশ চিৎকার। স্প্যানিশ ভাষায় কিছু বলল সে। বুঝল না নোয়েন।

নিজের ওপর রাগ হচ্ছে নোয়েনের। দীর্ঘ তিনটে বছর বাবা-মাকে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগিয়ে সে ঘরে ফিরেছে। তাও আবার সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। নিজে তো মরবেই; সম্ভবত বাবাকেও মরতে হবে। রেমন্ডের হাতে নোয়েন খুন হলে কিছুতেই সহ্য করবে না ভিয়ান অ্যানরিল। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে-ও হয়তো মারা পড়বে।

সিগারেটে শেষ টান দিল নোয়েন। বুটের ডগায় পিষে দিল সিগারেটের গোড়া।

হঠাৎ একটা বুলেট ছুটে এসে শেরিফের অফিসের জানালার

বইঘর.কম

এক অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। লাফ দিল নোয়েন। মেঝেতে পড়েই পা দিয়ে সজোরে লাথি দিল চেয়ারটায়। ছুটে ওটা ঘরের মাঝখানে রাখা স্টোভের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

পর পর আরও কয়েকটা বুলেট ভাঙা জানালা দিয়ে ছুটে এসে স্টোভের পাইপের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ধাতব শব্দ তুলল।

ডেস্কের এক কোণায় আড়াল নিল নোয়েন। ভাঙা জানালা লক্ষ্য করে শটগান তুলে চিৎকার করে বলল, 'হোল্ড ইট! আমি কাউকে খুন করতে চাই না। আমার হাতে একটা টেন-গেজ আছে। কেউ এগোতে চেষ্টা করলেই তার পা উড়িয়ে দেব। বাকি জীবন হাঁটার আশা বাদ দিতে হবে তাকে।'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হলো চারদিক। ভিয়ান অ্যানরিল কিভাবে স্যালুনে গিয়ে পৌঁছল ভেবে পেল না নোয়েন। বাবার সাহসের কথা ভেবে গর্বে ওর বুকটা ফুলে উঠল।

এ নাটকের শেষ কোথায়? ভাবছে সে। কেন যেন তেমন আশার আলো চোখে পড়ছে না তার। বাপ-বেটা যতই শক্তিশালী আর দক্ষ হোক না কেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোদ্দজন লোকের সঙ্গে এঁটে ওঠা বড় কঠিন কাজ।

বাইরে থেকে শোনা গেল লিভো রেমন্ডের কর্কশ চিৎকার, 'কুত্তার বাচ্চাটা সেলের বাইরে আছে। অস্ত্রও পেয়েছে শালা। বাবা ওকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতে বলেছে। কিন্তু শালা নিজেই নিজের মরণ ডেকে আনছে। প্রয়োজনে ওকে গুলি করতে তোমরা কেউ দ্বিধা কোরো না।'

আবার নীরবতায় ডুবে গেল চারদিক। হঠাৎ পাথরের আঘাতে আরেকটা জানালার কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ডাবল ব্যারেলের টেন-গেজটা উঁচু করে ভাঙা জানালা দিয়ে গুলি করল নোয়েন। ভাঙা কাঁচের অবশিষ্টাংশ এবং ফ্রেমের বেশ

boighar.com

খানিকটা উড়ে গেল।

বাইরে একজনের তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল। নোয়েনের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে আহত লোকটা।

শটগানে তাজা শেল ভরল নোয়েন। তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে ক্লোজ করল গান। সন্তুষ্টির চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে। চিৎকার করে বলল, 'এগিয়ে এসো, বাছাধনেরা। এগিয়ে এসো! দেখি কে কতবড় বাহাদুর।'

boighar.com

খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল লিভো, 'ভয় পেয়ো না তোমরা। বদমাশটা একা। ভেতরে ঢুকে পড়ো সবাই।'

সঙ্গীরা তার কথার কোন উত্তর দিল না। কিছু ঘটলও না।

'ঠিক আছে!' কিছুটা বিরক্তি ঝরে পড়ল লিভোর গলায়। 'তোমরা গুলি চালাতে থাকো। যেভাবে হোক শয়তানটাকে ধরতে হবে। বাবা তা-ই বলেছে।'

রাস্তার দিক থেকে বৃষ্টির মত ছুটে এল এক ঝাঁক বুলেট। ডেস্কের পেছনে মেঝেতে শুয়ে পড়ল নোয়েন। ডেস্কের চলটা ওঠাল অনেকগুলো বুলেট। ওগুলো উড়ে এসে লাগছে নোয়েনের গায়ে। ওদের বিরতির অপেক্ষায় আছে নোয়েন। একটু পরই বিরতি দিল আক্রমণকারীরা।

দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করে আগের জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়ল নোয়েন। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে শটগান ঘুরিয়ে রুমের অন্য জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়ল।

আরও দুটো শেল চেম্বারে ঢুকিয়ে আগের চেয়েও কম সময়ের ব্যবধানে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল সে আক্রমণকারীদের উদ্দেশে। তারপর তড়িৎ গতিতে রিলোড করল শটগান। ততক্ষণে গুলির শব্দ থেমে গেছে বাইরে। ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল নোয়েন। দৌড়ে দরজার কাছে চলে এল। খুলে ফেলল দরজা। তারপর এক লাফে

বইঘর.কম

ওঅকে নেমে পড়ল।

দেখা গেল লিভো এবং তার লোকেরা শটগানের রেঞ্জ থেকে বাঁচার জন্যে রাস্তার অন্যপাশে চলে গেছে। ছয়জন ওরা, দেখল সে। শটগান উঁচু করে ওদের পায়ের দিকে গুলি ছুঁড়ল নোয়েন। পড়ে গিয়েই আবার হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল দু'জন। তারপর নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে প্রাণপণে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল।

সবাই লং শট স্যালুনের দিকে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নোয়েনের হাতে শটগান দেখে ঘাবড়ে গেছে ওরা। ওদের দিকে আরেকটা গুলি ছোঁড়ার জন্যে নোয়েনের আঙুল নিশপিশ করছে। বহু কষ্টে ঝোঁকটা দমন করল নোয়েন।

অফিসরূমে ফিরে সুইভেল চেয়ারটা স্টোভের পাশ থেকে টেনে ডেস্কের পেছনে নিয়ে এল নোয়েন। শরীর এলিয়ে দিল চেয়ারে। পুরো অফিসরূমে চোখ বোলাল একবার। ডেস্কের গায়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে অনেকগুলো বুলেট। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে স্টোভ পাইপ। লোহার স্টোভে বিরাট ফাটল দেখা যাচ্ছে। দুটো জানালাই চুরমার হয়ে গেছে। দরজায় দেখা যাচ্ছে দুটো বড় ছিদ্র।

অন্যমনস্কভাবে শটগানের লোড পরীক্ষা করল নোয়েন। অস্ত্রটার দিকে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। আগে কখনও এই জিনিস ব্যবহার করেনি সে। নোয়েন জানে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রটাই তাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। রাইফেল বা রিভলবার দিয়ে ছয়জন লোককে ভাগামো যেত না।

হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়তে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল নোয়েন অ্যানরিল।

লং শটে কি ঘটছে এখন? ওদিক থেকে আর কোন গুলির শব্দ শোনা যায়নি।

boighar.com

নোয়েন জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। স্যালুনের দিকে তাকাল। ওখানে গিয়ে বাবাকে সাহায্য করার কথা ভাবল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল।

বাবা ওকে এখানেই থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। নোয়েন জানে—এখন শেরিফের নির্দেশের বাইরে এক পা-ও এগোনো যাবে না।

সাত

লং শট স্যালুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভিয়ান অ্যানরিল। নোয়েনকে একা অফিসে রেখে আসতে হয়েছে বলে উদ্বিগ্ন সে। এ অবস্থায় নোয়েনের ওখানে একা থাকা মারাত্মক বিপজ্জনক। ওর কারণেই রেমন্ড এতদূর ছুটে এসেছে। রেমন্ডের দৃঢ়সংকল্পকে আন্ডারএস্টিমেট করতে পারছে না শেরিফ।

ছেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হলেও ওর ওপর আস্থা আছে অ্যানরিলের। সে জানে নোয়েন নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম। যে দায়িত্ব সে ছেলেকে দিয়ে এসেছে, তা নোয়েন ঠিকমত পালন করতে পারবে বলেই ভিয়ান অ্যানরিলের বিশ্বাস।

টিম স্টুটের নিথর দেহ এখনও রাস্তায় পড়ে আছে। স্যালুনে ঢোকার আগে দেহটার দিকে এক পলক তাকাল অ্যানরিল। পঙ্গু, হাবাগোবা ছিল স্টুট। কথাটা খেয়াল হতেই ক্রোধ আরও বেড়ে গেল অ্যানরিলের। যে-ই ওকে খুন করুক না কেন, জবাবদিহি

বইঘর.কম

করতে হবে। শেরিফ আশা করছে রয়েল রেমন্ডই যেন স্টুটের খুনী হয়।

দুহাতে ডাবল সুইং ডোর ঝটকা মেরে খুলে ঝড়ের বেগে স্যালুনে ঢুকল শেরিফ ভিয়ান। শটগানের হ্যামারে রয়েছে তার বুড়ো আঙুল। এক আঙুল পেঁচিয়ে রেখেছে ফরওয়ার্ড ট্রিগারে।

স্যালুনে ঢুকেই শটগান তাক করল অ্যানরিল, রেমন্ডের ঘর্মাক্ত স্থূল দেহের দিকে। 'অল রাইট। কে করেছে এই কাজ? স্টুটকে কে গুলি করেছে?'

বলতে বলতে দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল শেরিফ। বাইরের তুলনায় স্যালুনের ভেতরটা বেশ অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত রেমন্ডের আবছা কাঠামো ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ল না অ্যানরিলের দৃষ্টিতে। রেমন্ডের কুমড়োর মত স্থূল দেহটা চিনতে ভুল হয়নি অ্যানরিলের। দেখতে না পেলেও অ্যানরিলের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল ওর দুদিকে দু'জন করে চারজন সশস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে।

এবং তা বুঝতে পেরেই সে বলে উঠল, 'কেউ গুলি ছোঁড়ার আগেই দুটুকরো করে ফেলব রেমন্ডকে।'

'সাবধান! গুলি কোরো না কেউ,' আঁতকে উঠে সঙ্গীদের বলল রয়েল রেমন্ড। পরিকল্পনাটা এভাবে মাঠে মারা যাবে কল্পনাই ছিল না তার। শেরিফকে গুলি করা দূরে থাক, এখন নিজের জান নিয়েই টানাটানি দেখে ঘাবড়ে গেছে সে। 'ও যা বলেছে তা করতে ওর হাত কাঁপবে না, মনে রেখো।'

শীতল চোখে রেমন্ডকে পর্যবেক্ষণ করল শেরিফ অ্যানরিল। দুদিকের সশস্ত্র লোকগুলোকে পাত্তাই দিচ্ছে না সে।

'তোমার লোকদেরকে অস্ত্র ফেলে দিতে বলো,' বজ্রকণ্ঠে রেমন্ডকে আদেশ করল সে। 'মাটিতে অস্ত্র ফেলে দেয়ার চারটে

boighar.com

শব্দ শুনতে চাই আমি।'

'ও যা বলেছে জলদি করো,' রুক্ষস্বরে বলল রেমন্ড।

পর পর চারটে শব্দ শুনতে পেল অ্যানরিল।

'... দিকে এগিয়ে যাও তোমরা,' নির্দেশ দিল অ্যানরিল। 'বারে ... থাকিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। কুইক!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদেশ পালন করল রেমন্ডের চার সঙ্গী।

'স্যালুনে ঢুকেই একটা প্রশ্ন করেছি,' ভিয়ান অ্যানরিল বলল, 'এখনও তার জবাব পাইনি।'

রেমন্ডের হিংস্র চোখদুটো জ্বলজ্বল্ করছে।

'কেউ ওকে গুলি করেনি,' বলল রেমন্ড। 'ও এমনিই পড়ে গেছে।'

'কিভাবে?'

'হুইস্কি,' ক্রুর হাসি ফুটল রয়েল রেমন্ডের মুখে।

হঠাৎ গুলির শব্দে রাস্তার নীরবতা ভেঙে গেল। প্রথম গুলির শব্দ শুনে একটু পিছিয়ে গেল ভিয়ান অ্যানরিল। পর পর আরও আটটা গুলির শব্দ এল কানে। তারপর শটগানের জবাব শোনা গেল। অ্যানরিল বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল রেমন্ডের দিকে। 'তোমার পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে, মিস্টার রেমন্ড। নোয়েনের হাতে আছে শটগান। কয়েকজন সঙ্গীকে হয়তো হারাতে যাচ্ছ তুমি।'

'তাই যদি হয়, তাহলে ভেব না যেন তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।'

'চমৎকার কথা,' হাসল শেরিফ অ্যানরিল। 'এই শহরে ঢোকার পর থেকেই তুমি যা খুশি তাই শুরু করেছ। এত বড় স্পর্ধা কোথায় পেলে? তোমার কাছে নোয়েনকে গ্রেফতার করার ওয়ারেন্ট আছে বটে, কিন্তু তোমার জানা উচিত আমি গ্রাহ্য না করা পর্যন্ত ওটা মূল্যহীন। এখন চট্ করে তোমার দু'জন লোককে দিয়ে টিম স্টুটকে

বইঘর.কম

এখানে নিয়ে এসো। তোমার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে স্টুটকে ভাল করে দেখতে চাই আমি।'

'নিক, কাউকে নিয়ে নচ্ছারটাকে তুলে নিয়ে এসো রাস্তা থেকে,' কর্কশ গলায় ছেলেকে আদেশ দিল রয়েল রেমন্ড।

পাশে দাঁড়ানো একজনকে ইশারা করে দরজার দিকে এগোল নিক।

'ওদের স্মরণ করিয়ে দাও, ভিয়ান অ্যানরিল বলল, 'আমার শটগান এখনও তোমার কণ্ঠনালীর দিকে চেয়ে আছে। কোন কুমতলব মাথায় থাকলে ঝেড়ে ফেলতে বলো।'

'শুনলে তো?' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ছেলেকে বলল রেমন্ড।

অপেক্ষা করছে শেরিফ ভিয়ান। বাইরে আবার রাইফেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল। তার পরপরই দু'বার গর্জন করে উঠল নোয়েনের শটগান। এবং পর মুহূর্তে আরও দু'বার। উত্তেজনায় অ্যানরিলের দম বন্ধ হয়ে আসছে। শটগানের চূড়ান্ত গর্জন শোনার পর দম ছাড়ল সে। আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরে গর্জে উঠল শটগান। রাস্তার কোথাও বোধহয় আগুন ধরে গেল। রণে ভঙ্গ দিয়ে হয়তো দৌড়ে পালাচ্ছে রেমন্ডের লোকেরা।

নিক ও আরেক লোক টিম স্টুটকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে এল।

'দুটো টেবিল এক জায়গায় করে শুইয়ে দাও ওকে,' আদেশ দিল অ্যানরিল।

তাই করল ওরা। এখনও রেমন্ডের দিকে শটগান তাক করে রেখেছে শেরিফ। অস্ত্রের দিক পরিবর্তন না করেই পিছিয়ে টিম স্টুটের কাছে চলে এল সে। স্টুটের বুকের ওঠানামা দেখল খানিক চোখ নামিয়ে। শরীরের কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই স্টুটের। তবে মুখ থেকে হুইস্কির তীব্র গন্ধ বেরোচ্ছে। নালা গড়াচ্ছে কষ বেয়ে।

boighar.com

শোরগোল শোনা গেল স্যালুনের দরজায়। সেদিকে না তাকিয়েই বুঝল অ্যানরিল রেমন্ডের লোকজন ফিরে এসেছে ব্যর্থ হয়ে। পাঁচজনের মধ্যে তাদের তিনজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ভেতরে ঢুকল লোকগুলো।

চট্ করে পিছিয়ে গিয়ে তাদেরকেও শটগানের আওতায় নিয়ে এল শেরিফ।

'শেরিফের অফিসে বদমাশটাকে মুক্ত করে রাখা হয়েছে,' জানাল লিভো। 'শালার হাতে একটা শটগানও আছে।'

অ্যানরিলের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটল। অন্তত এবারের মত বিজয়ী হয়েছে সে। নিরাপদে আছে নোয়েন। দীর্ঘ একটা ঘুমের পর হুইস্কির নেশা কাটিয়ে উঠবে স্টুট। অ্যানরিল নিশ্চিত—স্টুটকে জোর করে গেলানো হয়েছে মদ।

'তোমার লোকজন আমার অফিসের কোন ক্ষতি করেছে কিনা দেখতে হবে আমাকে আগে,' রেমন্ডকে বলল অ্যানরিল। 'যদি করে থাকে, শহর ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে যেতে হবে।'

'তোমার ছেলেকে না নিয়ে শহর ছাড়ছি না,' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল রয়েল রেমন্ড।

রেমন্ডের কথা ভিয়ান অ্যানরিলের কানে ঢুকেছে বলে মনে হলো না। স্টুটকে নিয়ে ভাবছে সে। জীবনে মদ স্পর্শ না করা স্টুট এই ঘটনার পর মদখোর হয়ে যায় কিনা কে জানে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে রেমন্ডের সামনে এসে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল। ট্রিগারে এখনও তার তর্জনী চেপে আছে। অ্যানরিলের চোখ রেমন্ডের হিংস্র চোখদুটোর ওপর স্থির। শান্তস্বরে বলল সে, 'জীবনে কখনও কারও ক্ষতি করেনি স্টুট।' রেমন্ড থেকে মাত্র দু'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানরিল। শটগানের মাযলটা রেমন্ডের পেট

বইঘর.কম

থেকে ছয় ইঞ্চি দূরে।

'কিন্তু তুমি ওকে নোংরা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছ, মিস্টার রেমন্ড,' কথা শেষ করেই শেরিফ শটগানের মাযল দিয়ে খোঁচা মারল রেমন্ডের পেটে।

অপ্রস্তুত রেমন্ডের মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা 'ঘোঁৎ!' শব্দ বেরিয়ে এল। পরক্ষণেই আবার একই জায়গায় খোঁচা মারল অ্যানরিল।

ব্যথায় দু'ভাঁজ হলে গেল রেমন্ড। বহু কষ্টে ব্যথা হজম করে চিৎকার করে সে বলল, 'শিগগির একে ধরো। আমাদেরকে ফাঁকি দিচ্ছে ও। আমাকে গুলি করার সাহস ওর নেই।'

কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রেমন্ডের পসিম্যানদের মাঝে। এগিয়ে আসার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না কারও মাঝে। তবু সতর্ক হলো শেরিফ।

আঁচমকা লিভো রেমন্ড ছুটে এসে প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল শেরিফের শটগান লক্ষ্য করে। এমন কিছু একটার জন্যে প্রস্তুত ছিল শেরিফ।

শটগানের গর্জনে কেঁপে উঠল পুরো স্যালুন। চোখের পলকে সিলিং-এ মানুষের মাথা গলানোর মত একটা গর্ত তৈরি হলো। ব্যর্থ হয়ে দ্রুত হোলস্টারে হাত দেয়ার চেষ্টা করল লিভো।

কিন্তু মাথায় শটগানের মোক্ষম এক বাড়ি খেয়ে সে হোলস্টার থেকে হাত সরিয়ে নিল। অ্যানরিলের বৃদ্ধাঙ্গুল শটগানের সেকেন্ড হ্যামারে রয়েছে। অন্য ট্রিগারে চেপে আছে তর্জনী। এরমধ্যে শটগান কক করেছে ভিয়ান অ্যানরিল।

'এসো,' ঠাণ্ডা গলায় বলল শেরিফ। 'আমাকে গুলি করো। তবে মনে রেখো আমাকে গুলি করার পর তুমি জ্যান্ত থাকবে না।'

অন্য সবার কথা ভুলে গেছে অ্যানরিল। উত্তেজনায় টগবগিয়ে ফুটছে তার রক্ত। তার মাঝে এখন শুধুই লড়াইয়ের উন্মাদনা।

আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে লিভোর চোখে। মানুষ যখন

boighar.com

নিজের মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পায়, তখন তার চোখে এমন আতঙ্ক ফোটে।

কয়েক পা এগিয়ে এল ভিয়ান অ্যানরিল। বাঁ হাত দিয়ে লিভোর হাত ধরল। মোচড় দিয়ে তাকে বিপরীত দিকে ঘোরাল। শটগানের মাযল দিয়ে গুঁতো মারল তার ঘাড়ে। বলল, 'তোমাকে অ্যারেস্ট করা হলো। এগোও। আমার অফিসের দিকে হাঁটো।'

মাযল লিভোর ঘাড়ে ঠেকিয়ে রেমন্ডের দিকে ফিরল অ্যানরিল। 'আরেকটা ছেলেকে যদি হারাতে না চাও, তোমার লোকদের শান্ত থাকতে বলো।'

সামনে এগোতে শুরু করল লিভো রেমন্ড। তার পেছন পেছন এগোচ্ছে অ্যানরিল। স্যালুনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

বারে হেলান দিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল রেমন্ড। শটগানের খোঁচা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। তার ব্যথায় বিকৃত মুখ চিরে বেরিয়ে এল, 'অপেক্ষা করো, শেরিফ, অপেক্ষা করো।'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করব,' স্যালুনের বাইরে থেকে শোনা গেল ভিয়ান অ্যানরিলের গলা। 'দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি। এরমধ্যে যদি শহর না ছাড়ো তোমার কপালে বহুত খারাবি আছে আজ, মিস্টার রেমন্ড।'

'আমাকে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে দাও, গান-মাযর্লের চাপ থেকে ঘাড়টা একটু দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল লিভো। 'আমি পালিয়ে যাচ্ছি না।'

আমল দিল না অ্যানরিল। ধাক্কা গুঁতো মারতে মারতে তাকে শেরিফের অফিসের দিকে নিয়ে চলল। রাস্তার আশপাশের জানালায় অসংখ্য ফ্যাকাসে মুখ দেখতে পেল শেরিফ।

বইঘর.কম

রেমন্ড ও তার লোকদের দুপুরের মধ্যে শহর ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে সে। জিম্মি করেছে রেমন্ডের ছেলেকে। কিন্তু ভিয়ান অ্যানরিল বেশ বুঝতে পারছে শহরবাসীর সহযোগিতা না পেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওদেরকে তাড়ানো সম্ভব নয় তার একার পক্ষে।

লিভোকে নিয়ে নিজের অফিসরুমে ঢুকল শেরিফ। কিছুক্ষণ আগে এখানে যে ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে গেছে, তার চিহ্ন দেখে চিন্তিত হলো সে। দুটো জানালা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ওঅকে ভাঙা কাঁচ ও কাঠের টুকরোর ছড়াছড়ি। দরজা খোলাই ছিল। অ্যানরিল লিভোকে অফিসরুমের মাঝখানে ঠেলে দিল। ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল।

লিভোর ঘাড়ে শটগানের মাযল ঠেকিয়ে তাকে নিয়ে সেলের দিকে এগোল অ্যানরিল। তাকে সেলে ঢুকিয়ে ধাক্কা দিয়ে সেলের দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর ঘুরে নোয়েনের দিকে তাকাল শেরিফ। সেলের চাবিগুলো বাবার হাতে তুলে দিল নোয়েন। ওগুলোর একটা দিয়ে সে লিভোর সেলের দরজা লক করল।

অফিসরুমে ফিরে এল শেরিফ। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও রুমটার কম ক্ষতি হয়নি।

নোয়েনের ঠোঁটে ফুটে আছে বিজয়ের হাসি। তবে হাসিতে তেমন একটা প্রাণ নেই।

'কোন কিছুকেই কখনও তাচ্ছিল্য করবে না। আনন্দ করার মত এখনও কিছুই ঘটেনি। রয়েল রেমন্ড হলো একটা ধাড়ি শয়তান। এখনও একটা ছেলে ও এগারোজন সঙ্গী আছে তার। এই শহর তছ্‌নছ্‌ করে দিতে সে একটুও দ্বিধা করবে না। তার এক কথা—তোমাকে না নিয়ে শহর ছাড়বে না। তার আগেই অবশ্য ওকে খুন করব আমি

boighar.com

নোয়েনের মুখ থেকে হাসি উবে গেল। ক্রোধ আর উদ্বেগ গ্রাস করল ওকে।

আট

দরজা ধাক্কানোর সঙ্গে চাপা কণ্ঠ শোনা গেল বাইরে, 'শেরিফ অ্যানরিল।'

অফিসরুম পেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল ভিয়ান অ্যানরিল। হাতে ছোট একটা প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলিন্ডা বোলার্দি।

ভেতরে ঢুকে প্যাকেটটা নোয়েনের দিকে বাড়িয়ে দিল বিলিন্ডা, 'তোমার কাপড়।'

ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে বিলিন্ডাকে। চোখে ভীতির ছাপ। অফিসরুমের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে আরও ঘাবড়ে গেল সে।

'ভয়ের কিছু নেই,' সান্ত্বনা ঝরে পড়ল শেরিফের গলায়। 'নোয়েনের শরীরে ওরা একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি।'

নোয়েনের চোখে চোখ রেখে শেরিফের উদ্দেশে বিলিন্ডা বলল, 'এখন কি হবে? ওই লোকগুলো কখন শহর ছাড়ছে?'

'জানি না,' সরাসরি বলল শেরিফ ভিয়ান। 'আমি চাই এই ঘটনার সঙ্গে তুমি জড়াবে না। তুমি তোমার হোটেলের ডাইনিং রুম অথবা নিজের ঘরে থাকবে। নিতান্ত দরকার ছাড়া রাস্তায় বেরোবে না। নোয়েন আর আমিই সামলাতে পারব ওদের।'

বইঘর.কম

'ওরা কি নোয়েনকে নিয়ে যাবে?'

'না,' গম্ভীর কণ্ঠ শেরিফের, 'নোয়েন এখানেই থাকবে।'

চোখাচোখি হলো বিলিন্ডা আর নোয়েনের। পরমুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিল দু'জনই।

'আমার জন্যে কষ্ট করে কাপড়গুলো আনার জন্যে ধন্যবাদ বিলিন্ডা,' বলল নোয়েন।

'ওয়েলকাম,' উত্তরে বলল বিলিন্ডা।

আর যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না নোয়েন আর বিলিন্ডা।

বিলিন্ডাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল শেরিফ। রাস্তায় নেমে দ্রুত হোটেলের দিকে হাঁটা ধরল মেয়েটি। দরজা বন্ধ করে শেরিফ ছেলের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ওই কোণার দিকে ওঅশস্ট্যান্ডে আধবালতি পানি আছে। আমার ডেস্কের বাঁ দিকের নিচের ড্রয়ারে একটা পুরানো রেজার আছে। যাও, তাড়াতাড়ি সাফ সুতরো হয়ে নাও। একেবারে অভদ্রের মত লাগছে তোমাকে।'

বেশ কিছুক্ষণ ড্রয়ারের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটির পর রেজারটা খুঁজে পেল নোয়েন। নতুন কাপড়, সাবান, তোয়ালে ও রেজারটা নিয়ে অফিসরূমের পেছনে চলে গেল সে।

অ্যানরিল ডেস্কটা ঠেলে আগের জায়গায় নিয়ে এল। ঝাড়ু দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করল। কাজের ফাঁকে ভাঙা জানালা দিয়ে স্যালুনের ওদিকটা দেখে নিল বার কয়েক।

রাস্তা একেবারে জনশূন্য। আসন্ন বিপদের গন্ধ পেয়ে ঘর থেকে কেউ বেরোচ্ছে না। কিছু উৎসাহী লোক ঘটনাটা জেনে চট্ জলদি ফিরে গেছে যার যার ঘরে।

এরপর রেমন্ডের পরিকল্পনা কি হতে পারে—ভাবছে ভিয়ান অ্যানরিল। জন্তুটা যে সহজে শহর ছেড়ে যাচ্ছে না, তা ভাল করেই জানে সে।

boighar.com

*

পেপ মার্টিনেজকে তার ঘরেই পেল আইভি। রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় সাদা একটা দোতলা বিল্ডিং-এ থাকে মার্টিনেজ। অবিবাহিত সে। চীনা হাউসকীপার রয়েছে একজন। সান্টা ফে, অ্যালবুকুর্য়ার্ক ও ফোর্ট ওঅর্থে স্যালুন আছে মার্টিনেজের। এছাড়া লং শটেও তার শেয়ার আছে।

লম্বা, পেটা শরীর মার্টিনেজের। বয়স পঞ্চান্ন। আজ একটু তাড়াতাড়িই ঘুম থেকে জেগেছে সে। শার্ট টাই পরে বেরিয়ে আসছিল মার্টিনেজ, দরজায় দেখা হলো আইভির সঙ্গে।

'বাইরে গিয়ে নাস্তা করতে চেয়েছিলাম,' ওকে দেখেই বলল মার্টিনেজ। 'এসেই যখন পড়েছ, এসো, একসঙ্গে নাস্তা করি।'

হাউসকীপারের উদ্দেশে মার্টিনেজ বলল, 'কিম, টেবিলে দু'জনের নাস্তা দাও।'

'এখন কিছুই খাব না আমি,' বলল উত্তেজিত আইভি। 'তোমার সহযোগিতার জন্যে এসেছি।'

আইভির উত্তেজনা মার্টিনেজকে কিছুটা অবাক করল।

মানসিক অস্থিরতা সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে মার্টিনেজের তুলনা করল আইভি। আসলে দু'জনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। একজন সিরিয়াস দায়িত্বসচেতন কিন্তু গরীব। অন্যজন প্রাণখোলা ও ধনী। ধনী হলেও মার্টিনেজ কখনও আইভিকে আকর্ষণ করতে পারেনি। সে আসলে মার্টিনেজের মত জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের সন্ধান করছিল। ব্যক্তি মার্টিনেজকে কখনও কামনা করেনি সে। আইভি কেবল পয়সা অর্জনের জন্যেই তার সঙ্গে ব্যবসায় নেমেছিল, ধনী বলে তাকে স্বামীর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে নয়।

পেপ মার্টিনেজকে পাশ কাটিয়ে ডাইনিং রুমে চলে এল

আইভি। মার্টিনেজ তাকে অনুসরণ করল।

হাউসকীপার টেবিলে খাবার সাজাতে ব্যস্ত।

'শুধু কফি,' একটু হেসে বলল আইভি। 'অন্য কিছু খাওয়ার সময় নেই।'

টেবিলের একপাশে বসে পড়ল মার্টিনেজ। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আইভির দিকে।

'ব্যাপার কি, আইভি?' মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল মার্টিনেজ।

'নোয়েন ফিরেছে। কিন্তু তার পেছনে পসিবাহিনী ঢুকেছে শহরে।'

'নোয়েনের দোষ?'

'ওরা বলছে নোয়েন একজনকে খুন করেছে। কিন্তু নোয়েন বলছে নিজেকে বাঁচাতে কাজটা করেছে ও।'

সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা মার্টিনেজকে বলল আইভি। এখানে আসার পথে গুলির শব্দ শুনেছে—সেটাও জানাল মার্টিনেজকে। মার্টিনেজ মাথা নেড়ে জানাল—সেও শুনেছে গুলির শব্দ।

আইভির কথা শেষ হতেই আবার অনেকগুলো গুলির শব্দ শোনা গেল। শটগানের গর্জন আলাদা করতে পারল ওরা।

রক্তশূন্য হয়ে গেল আইভির ফর্সা মুখ। উত্তেজনায় কাঁপছে সে। চোখের কোণে টল্‌মল্ করছে অশ্রু।

'পেপ, তুমি কি কিছু লোক জোগাড় করতে পারবে?' নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল আইভি। 'কিছু লোক এখন ভিয়ানের খুব দরকার। ওরা চোদ্দজন। অত লোকের বিরুদ্ধে ভিয়ান একা কিছুই করতে পারবে না।'

'চিন্তা কোরো না,' হেসে বলল মার্টিনেজ। 'সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়াল আইভি। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক্ষুণি

boighar.com

যেতে হবে আমাকে। ঈশ্বর না করুন···আমি···' বলেই ঝড়ের বেগে দরজার দিকে এগিয়ে গেল আইভি। মার্টিনেজ কিছু বলার আগেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বোর্ডওঅকে উঠে দৌড়াতে শুরু করল আইভি। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একবার। শ্বাস নেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হলো। তারপর উঠে আবার ছুটতে শুরু করল।

আবারও কয়েকটা গুলির শব্দ কানে এল আইভির। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল সে। স্বামী ও ছেলের মধ্যে কার জন্যে সে উদ্বিগ্ন, বুঝছে পারছে না। হয়তো দু'জনের জন্যেই। সে শুধু অনুভব করছে প্রচণ্ড আতঙ্ক তাকে গ্রাস করছে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম আইভির জীবনে।

স্বামী-ছেলের সঙ্গে এখন তার সম্পর্ক না থাকলেও কেন যেন আইভির মনে হচ্ছে ওদের মৃত্যু হলে তার শূন্য জীবন আরও শূন্য হয়ে যাবে।

জেনারেল গ্রান্টের মূর্তির কাছে এসে অ্যানরিলকে দেখতে পেল আইভি। লিভো রেমন্ডকে শটগানের মুখে শেরিফের অফিসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভিয়ান অ্যানরিল। দরজা দিয়ে ওরা ভেতরে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রইল আইভি।

তারপর রাস্তার একপাশে সরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দেহের সমস্ত পেশী উত্তেজনায় টান্‌টান্ হয়ে গেছে।

বিলিন্ডাকে জেকারির মার্কেন্টাইল থেকে বেরোতে দেখল আইভি। হাতে বাদামী রঙের একটা প্যাকেট। দ্রুত শেরিফের অফিসের দিকে এগোচ্ছে মেয়েটি। জেলে ঢুকে গেল বিলিন্ডা এবং একটু পরে বেরিয়েও এল। হাতে প্যাকেটটা নেই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আইভি। ভিয়ান অ্যানরিল ও নোয়েন এখনও বেঁচে আছে। প্রচুর গোলাগুলি হলেও তাদের কিছু হয়নি।

বইঘর.কম

স্যালুনে ফিরে এল আইভি। টিম স্টুট জোড়া দেয়া দুটো টেবিলের ওপর শুয়ে আছে। লোকটা জীবিত না মৃত বুঝতে পারল না আইভি। ত্রস্ত পায়ে স্টুটের কাছে চলে এল সে। একদিকে ভয়, অন্যদিকে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আইভির। অনেক কষ্টে সে রাগ চেপে রেখেছে।

স্টুটের পাশে এসে দাঁড়াতেই হুইস্কির তীব্র গন্ধ নাকে এল আইভির। আরেকটু কাছে এসে নিশ্চিত হলো সে—স্টুট বেঁচে আছে। বুকের মৃদু ওঠা-নামা ধরা পড়ল আইভির চোখে।

আইভি বুঝতে পারছে—নিজের ইচ্ছেয় মদ খায়নি স্টুট। লোকটাকে ভাল করেই চেনে সে। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল আইভি। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রেমন্ড ও তার লোকজন।

'শহর ছাড়ার আগে কড়ায় গণ্ডায় এর প্রতিদান পাবে,' রাগের সঙ্গে বলল আইভি।

রেমন্ড ঠাণ্ডা চোখে আইভির দিকে তাকাল। বলল, 'ঠিক বলেছ, প্রতিদান হিসেবে পাব তোমার ছেলেকে। আর ওকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শহর ছেড়ে যাব এবং শহর ছাড়ার পর প্রথম যে গাছ সামনে পড়বে তাতে ওকে ঝোলাব।'

'পারবে না,' শান্তস্বরে বলল আইভি। 'শেরিফ এবং শহরবাসী তোমাকে এমন শিক্ষা দেবে, ভুলেও আর কোনদিন সান্টা ইনসের নাম মুখে আনবে না।'

উত্তরে কুৎসিত হাসি ফুটল রেমন্ডের ঠোঁটে। অবশিষ্ট ছেলের দিকে ঘুরে বলল, 'নিক, চেয়ারে বসিয়ে একে বেঁধে ফেলো। তারপর চেয়ারটা রেখে এসো স্যালুনের সামনে, ওর স্বামী আর শহরবাসী যাতে বুঝতে পারে আমরাও একজনকে জিম্মি করেছি।'

আইভির দিকে এগিয়ে এল নিক। ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল আইভি। দৌড়ানোর জন্যে চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। তার আগেই নিক

boighar.com

খপ করে আইভির বাহু ধরে ফেলল। হিড়হিড় করে টেনে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে এল। নিকের মুখে খামচি কাটার ব্যর্থ চেষ্টা করল আইভি। তার মাথায় প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল নিক। চোখের সামনে আইভির লাল-নীল বাতি জ্বলে উঠল। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল কানদুটো।

নিক ততক্ষণে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে আইভিকে।

খুঁজে পেতে একগোছা দড়ি নিয়ে এল দলের দু'জন। চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো আইভিকে। দু'জন চেয়ারটা ধরাধরি করে স্যালুনের বাইরে এনে রাখল। ততক্ষণে তেতে উঠেছে সূর্য। যেন আগুনের হলকা এসে লাগছে আইভির শরীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল তার।

স্যালুন থেকে বেরিয়ে আইভির পেছনে এসে দাঁড়াল রেমন্ড। বিপরীত দিক থেকে একজন লোক ছুটে এসে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়াল। কি যেন বলল রেমন্ডের উদ্দেশে। লোকটার চোখে মুখে আতঙ্ক। কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে রেমন্ড লোকটাকে ইশারায় কাছে ডাকল। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল সে।

লোকটার নাম থিঙ্কল জ্যাক। ব্যাংকের কর্মচারী।

'এক্ষুণি শেরিফের কাছে যাও,' জ্যাককে আদেশ দিল রেমন্ড। 'গিয়ে বলো, আমার ছেলেকে জিম্মি করার জবাবে তার বউকে জিম্মি করেছি আমি। আমার ছেলের সঙ্গে ওর ছেলেকেও যদি আমার হাতে তুলে না দিয়েছে সে, তবে সান্টা ইনস ভুতুড়ে শহরে পরিণত হবে। যাও, খবরটা দিয়ে এসো তোমাদের শেরিফকে।'

'ইয়েস, স্যার,' বলেই শেরিফের অফিসের দিকে ছুটল জ্যাক।

শেরিফের অফিসের দরজা খুলে গেল একটু পর। বেরিয়ে এল অ্যানরিল। অপলকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল স্যালুনের সামনে বেঁধে

বইঘর.কম

রাখা আইভির দিকে। পরমুহূর্তে ঢুকে গেল ভেতরে। থিম্বল জ্যাক বেরিয়ে এসে মাথা নিচু করে দ্রুত অদৃশ্য হলো একটা বিল্ডিং-এর আড়ালে।

প্রচণ্ড গরমে ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ছে আইভি। রোদের চাবুক পড়ছে সারা শরীরে। টপ্‌টপ্ করে ঘাম গড়াচ্ছে তার সারা দেহ বেয়ে।

অ্যানরিলের হাতে যেমন জিম্মি হয়েছে রেমন্ডের ছেলে, তেমনি রেমন্ডের হাতেও জিম্মি হয়েছে অ্যানরিলের বউ। তবে অ্যানরিল কিছুটা সুবিধে পাচ্ছে—ভাবল আইভি। কারণ শেরিফের হাতে নিকের পাশাপাশি নোয়েনও আছে। পরের পদক্ষেপ রেমন্ডকেই নিতে হবে। আইভি ভেবে পাচ্ছে না—এখন কি করবে তার স্বামী।

পেপ মার্টিনেজের নেতৃত্বে পাঁচজন লোকের একটা দলকে এগিয়ে আসতে দেখল আইভি। বাকি চারজনের মধ্যে ক্রিস্টাল ও শহরের মেয়র জিম ডগলাসও রয়েছে। সবশেষে আছে ব্যাংকের মালিক পেসকল ও ক্যাটলম্যান রাফায়েল। দ্রুত স্যালুনের দিকে এগিয়ে আসছে তারা। প্রত্যেকের চোখ আইভির ওপর। স্যালুনের কাছাকাছি এসে হঠাৎ করেই দিক পরিবর্তন করে শেরিফের অফিসের দিকে হাঁটা ধরল দলটা।

ওদের দেখে দরজা খুলে দিল শেরিফ।

'কাম ইন, জেন্টেলমেন,' বলল সে।

লাইন ধরে ভেতরে ঢুকল সবাই।

'আইভি আমাকে কিছু লোক নিয়ে তোমার কাছে আসতে বলেছিল,' গলা পরিষ্কার করে বলল মার্টিনেজ।

প্রথমে মার্টিনেজের দিকে তাকাল ভিয়ান অ্যানরিল। তারপর

boighar.com

একে একে বাকি চারজনের দিকে।

'আমার আরও অনেক লোক দরকার। লং শট স্যালুনে আছে তেরোজন। চোদ্দতম জনকে জেলে পুরে রেখেছি। ওদেরকে তাড়াতে মাত্র পাঁচজন লোক পর্যাপ্ত নয়।'

'আমরা চাই না এ নিয়ে আর কোন ঝামেলা হোক,' একটু কেশে বলল ব্যাংক-মালিক। 'অনেক গোলাগুলি হয়েছে। কখন, কে প্রাণ হারায় বলা মুশকিল।'

'আমাকে কি করতে বলছ তুমি?' শীতল কণ্ঠ অ্যানরিলের।

'ওদের কাছে কি ওয়ারেন্ট আছে?' জিজ্ঞেস করল মেয়র জিম ডগলাস।

'হ্যাঁ, তবে আমি ওটা প্রত্যাখ্যান করেছি।'

'কেন?' সরাসরি জানতে চাইল পেসকল।

'কারণ নোয়েনকে ধরার পর রেমন্ড বিচারের জন্যে অপেক্ষা করবে না। প্রথম যে গাছ পাবে তাতেই ঝোলাবে।'

'কিভাবে জানলে?' ডগলাসের প্রশ্ন।

'আমি জানি। ওরা আইনের নির্ভরযোগ্য লোক নয়। দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে রয়েল রেমন্ড। ওর ছেলেকেই খুন করেছে নোয়েন।'

'তবু এ ব্যাপারে তোমার এতটা নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়,' বলল পেসকল।

'হ্যাঁ, আমি একশো ভাগ নিশ্চিত,' দৃঢ় কণ্ঠ ভিয়ান অ্যানরিলের। 'আর সেকারণেই কোন নির্ভরযোগ্য বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া নোয়েনকে ওদের হাতে তুলে দিতে পারি না।'

'কারণ নোয়েন তোমার ছেলে। এখন যদি সে অন্য কারও...'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যাংক-মালিকের দিকে তাকাল ভিয়ান অ্যানরিল।

'এতদিনেও তোমরা আমাকে চিনতে পারোনি ভেবে দুঃখ লাগছে। নোয়েনের জায়গায় তোমার ছেলে এলেও রেমন্ডের

বইঘর.কম

ওয়ারেন্ট প্রত্যাখ্যান করতাম। আইনের ধারক আমি। ওই ওয়ারেন্ট প্রত্যাখ্যান করা আইন-বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু পেসকল, আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে? তোমার ছেলেকে যদি রেমণ্ডের মত তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইত কেউ, তাহলে কি করতে তুমি?'

জবাব খুঁজে না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পেসকল। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অন্যরা। অ্যানরিলের চোখে চোখ পড়তেই মেঝের দিকে তাকাল ক্রিস্টাল।

'সান্টা ইনসকে যুদ্ধক্ষেত্র বানাতে পারি না আমরা,' নীরবতা ভাঙল পেসকল। 'তুমি কি জানো, মিসেস অ্যানরিল এখন ওদের হাতে জিম্মি? জানো কি তাকে চেয়ারে বেঁধে স্যালুনের সামনে প্রচণ্ড রোদে ঝলসানো হচ্ছে?'

'জানি,' ঠাণ্ডা গলা অ্যানরিলের।

'তো, এখন কি করবে?'

কোন উত্তর দিল না শেরিফ অ্যানরিল। একদৃষ্টিতে পেসকলকে দেখছে। অস্বস্তি দূর করার জন্যে এদিক-ওদিক তাকাল পেসকল।

'কিছুই ভেবে পাচ্ছি না আমি,' বলল শেরিফ। 'একা আমার পক্ষে এই অবস্থায় কিছুই করার নেই। আমি যদি এখন স্যালুনে যাই, ওরা নির্ঘাত আমাকে গুলি করবে। তারপর নোয়েনকে ধরতে ছুটে আসবে এদিকে। আমি একা তেরোজন সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে পেরে উঠব না। তাই তোমাদের সাহায্য চাইছি।'

খুক্‌খুক্ করে কেশে উঠল পেসকল। 'এখানে আসার আগে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি,' বলল সে। 'আসলে আমাদের উচিত নোয়েনকে ওদের হাতে তুলে দেয়া। নোয়েন যদি কাউকে খুন করে থাকে, শাস্তি তবে তাকেই পেতে হবে, অন্য কেউ শাস্তি পাবে কেন? আমরা তার শাস্তির বোঝা বইতে পারি না।

boighar.com

শহরের অন্য কেউ কেন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে? রেমন্ডের হাতে তোমার ছেলেকে তুলে দাও, শেরিফ।'

কিছু বলল না ভিয়ান অ্যানরিল। এদের কাছ থেকে সে খুব বেশি কিছু আশা করেনি। কিন্তু এরা যে এতটা নিরাশ করবে—তাও সে ভাবেনি। শহর এদেরও—ভাবল ভিয়ান। নিজের বিবেচনায় এরা যা ভাল বোঝে, তা বলার অধিকার এদের আছে।

নয়

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ভিয়ান অ্যানরিল। কোন কথা নেই কারও মুখে। নীরবে কেটে গেল কয়েকটি মুহূর্ত।

ভেতরে ভেতরে রাগ বাড়ছে শেরিফের। সবগুলো মুখের ওপর ঘুরে এল তার দৃষ্টি।

'যা হবার হবে,' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে উচ্চারণ করল সে। 'আমি মনে করি তোমাদেরও সমস্যা এটা। রেমন্ড যদি আমাকে মেরে ফেলে, তখন কি হবে?'

'নোয়েনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে,' বলল পেসকল।

'রেমন্ড সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। পুরো শহর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে সে। রেমন্ড যেমন মানুষ, তার পক্ষে কাজটা করা খুবই সম্ভব। আই নো হিম।' কথার ফাঁকে একবার ফাঁকা চোখে মার্টিনেজের দিকে তাকাল অ্যানরিল। 'আমার ধারণা লং শট স্যালুনে আগুন লাগিয়ে রেমন্ড তার ধ্বংসযজ্ঞের শুভ উদ্বোধন

বইঘর.কম

করবে।'

উদ্বিগ্ন দেখাল পেপ মার্টিনেজকে। বলল সে, 'তার আগেই নোয়েনকে রেমন্ডের হাতে তুলে দেয়া উচিত। আমার মনে হয় নোয়েন ন্যায় বিচার পাবে। আত্মরক্ষার খাতিরেই যদি সে রেমন্ডের ছেলেকে খুন করে থাকে, তবে নিশ্চয়ই ওরা তাকে ছেড়ে দেবে।'

মার্টিনেজকে করুণা করতে ইচ্ছে করছে ভিয়ান অ্যানরিলের।

'তুমি ব্যক্তিগতভাবে রেমন্ড ও তার লোকজনকে ঘৃণা করতে পারো,' বলে চলেছে মার্টিনেজ। 'কিন্তু এটা তোমাকে স্বীকার করতে হবে রেমন্ড আইনের পথে রয়েছে। লিগ্যাল ওয়ারেন্ট সাথে নিয়েই এসেছে সে। তোমার উচিত আইনকে সম্মান দেখিয়ে নোয়েনকে তার হাতে তুলে দেয়া।'

বাকি চারজন মাথা নেড়ে মার্টিনেজকে সমর্থন দিল।

'আগেই বলেছি রেমন্ডকে আমি চিনি। শুধু চিনি বললে কম বলা হবে, খুব ভাল করে চিনি। ওর স্বভাব ভালই জানা আছে আমার। হেন কাজ নেই, যা ও করতে পারে না।' শেরিফ এবার সরাসরি রাফায়েলের দিকে চেয়ে বলল, 'নোয়েনের বয়সী ছেলে তোমারও আছে। তুমি কি পারবে রেমন্ডের মত লোকের হাতে তোমার ছেলেকে তুলে দিতে? যে লোক স্টুটের মত গোবেচারা একজনকে জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত হুইস্কি গিলতে বাধ্য করতে পারে, একজন মহিলাকে বেঁধে রোদে ফেলে রাখতে পারে?'

লাল হয়ে উঠল রাফায়েলের মুখ। গলা খাকারি দিয়ে বলল সে, 'কাণ্ডটা ঘটিয়েছে তোমার ছেলে, আমার ছেলেকে টানছ কেন?'

'বিপদ যা আসে অন্যের ছেলের ওপর আসুক, আমার ছেলের ওপর নয়—এই বুঝি তোমার দর্শন?'

মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে শেরিফের দিকে তাকাল রাফায়েল। 'কি বলতে চাও তুমি? কাউকে খুন করেনি আমার ছেলে।

boighar.com

ভবিষ্যতেও করবে না। বিষয়টা ভাল করে ভাব, অ্যানরিল। তুমি চাইছ চোদ্দজনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করি, যেখানে লড়াইয়ের কারণ—একটা লিগ্যাল ওয়ারেন্টকে…'

'সান্টা ইনস থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ওরা নোয়েনকে ঝোলাবে,' রাফায়েলের কথার মাঝখানে বলে উঠল অ্যানরিল।

'এটা তুমি হলপ করে বলতে পারো না।'

'কেন পারব না? রেমন্ডের মত লোকদের হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। বাজি ধরে বলতে পারি, শহর থেকে বেরিয়ে প্রথম গাছেই ওরা ফাঁসি দেবে নোয়েনকে।'

নিচের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু ভাবে মেঝেতে পা ঠুকছে রাফায়েল।

'এতকিছু জানার পরও তোমরা চাইছ আমার ছেলেকে ওদের হাতে তুলে দিই, তাই না?'

চোখ তুলল রাফায়েল। 'হ্যাঁ। আমরা চাই না রেমন্ড ও তার লোকজন্ শহরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাক। অপরাধী ছাড়া অন্য কেউ তাদের হাতে মরুক এটাও চাই না আমরা।'

'আচ্ছা, তুমি যদি জানতে সত্যিই নিজেকে বাঁচানোর জন্যে নোয়েন খুন করেছে, তখন কি করতে?'

'আমরা চাই তুমি এখনই তোমার ছেলেকে ওদের হাতে তুলে দাও,' অ্যানরিলের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে গেল রাফায়েল। 'নিজের ছেলের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে অনেকের অমঙ্গল ডেকে এনো না।'

'ঠিক আছে,' বলল শেরিফ অ্যানরিল, 'তোমাদের কথা শুনলাম। উপদেশ খয়রাত করার জন্যে ধন্যবাদ।'

আগুন-চোখে ওদের দিকে তাকাল ভিয়ান অ্যানরিল। সরাসরি শেরিফের দিকে তাকাতে পারছে না কেউ। তাকালে দেখতে পেত

বইঘর.কম

ভিয়ানের কঠোর দু'চোখ দিয়ে একরাশ ঘৃণা ঝরে পড়ছে।

আনমনে পায়চারি শুরু করল শেরিফ। খানিক পর থমকে দাঁড়াল হঠাৎ করে। ঘুরে ওদের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'আমার শেষ কথা তোমরা শুনে যাও। আমি আমার অফিস রক্ষা করব। রক্ষা করব আমার ছেলেকেও। তোমরা যদি এই শহর রক্ষা করতে চাও তবে আরও লোকজন নিয়ে আমার কাছে এসো, আমাকে সাহায্য করো। এবার তোমরা যেতে পারো।'

নীরবে বেরিয়ে এল পাঁচজন। শেরিফের অফিস ছেড়ে বেশ খানিকটা দূরে এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল বিষয়টা নিয়ে।

কোর্টহাউসে একটা মীটিং ডাকতে হবে—চলতে চলতে সিদ্ধান্ত নিল তারা। শহরের প্রতিটি মার্কেন্টাইলের মালিককে কোর্টহাউসে জমায়েত হতে বলতে হবে। তাই করা হলো।

মার্কেন্টাইল বন্ধ করে রাস্তার নির্দিষ্ট একটা জায়গায় জমায়েত হতে লাগল সবাই।

আইভি অ্যানরিলের দিকে তাকাচ্ছে অনেকেই। আবার চোখে চোখ পড়লেই মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে তারা অন্যদিকে।

সান্টা ইনসের মেয়র জিম ডগলাস তালা খুলে কোর্টহাউসে ঢুকল। তাকে অনুসরণ করল রাফায়েল। অন্যরাও একে একে কোর্টহাউসে জমায়েত হলো।

কোর্টরুমের একেবারে সামনে এসে জাজের বেঞ্চের পেছনে বসল ডগলাস। রাফায়েল সামনের সারির একটা চেয়ারে বসল। কোন কথা বলছে না কেউ। সবাই সবার সরাসরি নজর এড়িয়ে থাকতে চাইছে কেন যেন। চোখাচোখি হতে কেন এত অনিচ্ছা কে জানে। সবাই বেশ বুঝতে পারছে ভুল হচ্ছে তাদের। তবে ব্যাংক মালিক আর মেয়র দু'জনের চেহারাতেই সিদ্ধান্তে অটল থাকার স্পষ্ট

boighar.com

আভাস। অবশেষে নীরবতা ভাঙল মেয়র, 'ড্যাম ইট, রাফায়েল। এ ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। শেরিফের ছেলের জন্যে আমাদের শহর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না।'

নড করল রাফায়েল। ডগলাসের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। বলল, 'আর কিছু করার নেই বটে, তবে আমাদের ভূমিকাও সঠিক মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা অন্তত একটা ব্যাপারে শেরিফ অ্যানরিল সঠিক। তা হচ্ছে রেমন্ড আসলেই নোয়েনকে ফাঁসিতে লটকাবে।'

'আ···হ্, না,' প্রতিবাদ করল ডগলাস, 'আসলে রেমন্ড এখন রেগে টং হয়ে আছে। কারণ নোয়েনকে ধাওয়া করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে। তার ওপর অ্যানরিলের প্রত্যাখ্যান মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র কাজ করেছে। আমি বলছি, দেখো, নোয়েনকে হাতে পেলেই রেমন্ডের রাগ পড়ে যাবে। তাছাড়া রেমন্ডের সঙ্গে যারা এসেছে তারা প্রত্যেকে সাধারণ মানুষ। রেমন্ড ওদেরকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারবে না।'

'তোমার ধারণা যেন সত্যি হয়।'

'অফকোর্স আই অ্যাম রাইট,' বলে দরজার দিকে তাকাল ডগলাস।

এখনও একজন দু'জন করে লোক আসছে কোর্টহাউসে।

পেপ মার্টিনেজ ঢুকল। তার পেছনে পেছনে ঢুকল গানস্মিথ ও স্যাডলমেকার ইলয়। তার পেছনে ফার্নিচার স্টোরের মালিক বুচওয়ার্ল্ড। এরপর একে একে এল পেসকল, ক্রিস্টাল ও থিম্বল জ্যাক। সাত-আটজনের অ্যাংলো-স্যাক্সনের একটি দলও এল। সান্টা ইনস শহরে কয়েকজন স্প্যানিশ বাস করে, তাদের কয়েকজনকেও দেখা গেল।

খালি বেঞ্চে বসে পড়েছে সবাই। প্রত্যেকের দৃষ্টি মেয়র জিম

বইঘর.কম

ডগলাসের দিকে।

'দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দেবে, মিস্টার লুসান?' ডগলাস।

উঠে দরজা বন্ধ করে দিল লুসান।

একটু নড়েচড়ে বসল ডগলাস। খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল।

'জেন্টেলমেন,' বলতে শুরু করল সে। 'কঠিন সমস্যায় পড়েছি আমরা। চোদ্দজন মানুষের তাড়া খেয়ে আজ সকালে শেরিফ ভিয়ান অ্যানরিলের ছেলে নোয়েন সান্টা ইনস শহরে ঢুকেছে। ওর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে। লিগ্যাল ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে পসি বাহিনী। কিন্তু অ্যানরিল তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তার ধারণা, হাতে পেলেই রেমন্ড তার ছেলেকে ফাঁসি দেবে। এরমধ্যে শেরিফের অফিসের বেশ ক্ষতি করেছে ওরা। জোর করে টিম স্টুটকে মদ খাইয়ে আধামরা করে ছেড়েছে। মিসেস অ্যানরিলকে বেঁধে লং শট স্যালুনের সামনে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ফেলে রেখেছে। আমার ধারণা এসব করে ওরা শেরিফকে ওর অফিস থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে।'

থামল ডগলাস। দ্রুত সবার মুখ জরিপ করে নিল।

'শেরিফ চাইছে শহরবাসী তাকে সমর্থন করুক,' আবার শুরু করল সে। 'সবাই তার পক্ষে অস্ত্র ধরে রেমন্ডকে দলবলসহ শহর থেকে তাড়িয়ে দিক।'

'সেটাই স্বাভাবিক,' পেছন থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠ।

চোখ কোঁচকাল মেয়র। বলল, 'হয়তো। কিন্তু মনে রাখা দরকার রয়েল রেমন্ড বড় কঠিন লোক। এক হপ্তারও বেশি সময় ধরে সে নোয়েনের পেছনে ছুটেছে। নোয়েনকে না নিয়ে সে সান্টা ইনস ছাড়বে না। ব্যর্থ হলে শহর পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে

boighar.com

লোকটা।'

'তাহলে শেরিফ যাতে তার ছেলেকে রেমন্ডের হাতে তুলে দেয়, আমাদের সেই ব্যবস্থা করা উচিত,' বলল অন্য একজন।

'কিন্তু শেরিফ সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে নোয়েনকে রেমন্ডের হাতে সে তুলে দিচ্ছে না। রেমন্ডের হুমকিকে পাত্তা দিচ্ছে না সে। পরিষ্কার বলে দিয়েছে শহর রক্ষা করতে হলে আমাদের তাকে সাহায্য করতে হবে।'

'এর অর্থ হচ্ছে অহেতুক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে আমাদের!' চিৎকার করে বলে উঠল রাফায়েল। 'রয়েল রেমন্ড ছেড়ে দেয়ার লোক না। থামানোর একমাত্র পথ সঙ্গীসাথী সবসহ তাকেও খুন করা। সেটাও অসম্ভব। রেমন্ড শহরের কোথাও না কোথাও আগুন ধরিয়ে দেবে। তখন কি হবে? আমরা লড়াই করব, নাকি আগুন নেভাব, কোনটা করব?'

গুঞ্জন উঠল কোর্টরুমে। তীক্ষ্ণ চোখে সবাইকে জরিপ করল ডগলাস। কারও কারও মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে শেরিফকে সমর্থন দেয়ার জন্যে মনস্থির করতে চাইছে তারা। ভিন্নমতও পোষণ করছে কেউ কেউ। তাদের মতে শেরিফের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেদের সম্পদ আর প্রাণের মায়া ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নোয়েন আসলেই নির্দোষ কিনা, তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' জানতে চাইল বুচওয়ার্ল্ড। 'রেমন্ড শহরটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে ওর অফিস—আর আমাদের চেয়ে চেয়ে তাই দেখা ছাড়া করার কিছু নেই।'

উত্তরটা জানা আছে মেয়রের। কিন্তু সে তা উচ্চারণ করতে চাইছে না। উত্তরটা হলো শেরিফের পদ থেকে অ্যানরিলকে দায়মুক্ত করা। তার পরের কাজ হলো, শেরিফের অফিসের কর্তৃত্ব

বইঘর.কম

রয়েল রেমন্ডের হাতে তুলে দেয়া, যদি সে শহরের কোন ক্ষতি না করে শুধুই নোয়েন অ্যানরিলকে নিয়ে ফিরে যাবার শর্তে রাজি হয়।

মাথা ঝাঁকাল জিম ডগলাস। সে জানে কেউ না কেউ অ্যানরিলকে তার পদ থেকে দায়মুক্ত করার কথা বলবে। প্রস্তাবটা আগে উঠুক, তখন ঠিক করা যাবে কিভাবে কি করা যায়।

সেলব্লক থেকে নিজের অফিসরুমে ঢুকল ভিয়ান অ্যানরিল। কোর্টহাউসে এখনও মীটিং চলছে। শেভ, গোসল সেরে বিলিন্ডার আনা নতুন কাপড় পরেছে নোয়েন। চেহারা থেকে বন্যতার ছাপ কিছুটা কমেছে ওর।

'দুঃখিত, বাবা,' নোয়েন বলল। 'কঠিন সমস্যা বয়ে এনেছি তোমার জন্যে।'

ছেলের দিকে তাকাল অ্যানরিল। তার চেহারার কাঠিন্য ছেলের প্রতি বাবার নির্ভেজাল স্নেহ প্রকাশের পথে বার বার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার কণ্ঠ চিরে রুক্ষ একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

'দুঃখ প্রকাশ করার মত কিছু করোনি তুমি,' বলল অ্যানরিল। 'বরং তোমাকে দিয়ে শহরের লোকগুলোকে চেনার সুযোগ পেলাম।'

'এরপর কি হবে, বাবা?' গভীর কৌতূহলে শেরিফের দিকে তাকাল নোয়েন।

'রেমন্ড জানে,' চট্ করে বলল ভিয়ান অ্যানরিল। 'তোমার মাকে চেয়ারে বেঁধে রোদের মধ্যে ফেলে রেখেও কোন কাজ হয়নি। এখন সে নতুন ফন্দি আঁটছে নিশ্চয়।'

'যেমন?'

'হেল্,' মাথা ঝাঁকাল শেরিফ ভিয়ান। 'জানি না।'

হঠাৎ সেলের ভেতরে চিৎকার জুড়ে দিল রেমন্ডের ছেলে।

boighar.com

ছুটে সেলের সামনে এসে অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল অ্যানরিল। 'চেঁচাচ্ছ কেন?'

'একটা সিগার, শেরিফ।'

পকেট থেকে সিগার বের করে বারের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে দিল শেরিফ।

'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'আসলেই তুমি খুব ভাল স্কাউট। আমার বাবা সম্পর্কে তাই তোমাকে কিছু জানানো দরকার। মানুষটা খুবই নিচুমনের। নোয়েনকে না পেলে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা বাবা করতে পারে না।'

'রেমন্ড কি করে তা দেখার অপেক্ষায় আছি আমি,' সঙ্গে সঙ্গে বলল শেরিফ।

'আমার বাবা মুখ দিয়ে একবার যা বলে তা করে ছাড়ে,' বলে চলেছে লিভো। 'মানুষটা সত্যিই ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক। বাবা যদি বলে মিসেস অ্যানরিলকে খুন করবে, তাহলে তোমার উচিত হবে একটা কফিন বানিয়ে রাখা।'

রক্ত চড়ে গেল শেরিফের মাথায়। লিভো কিছু বোঝার আগেই এক পা এগিয়ে বারের ফাঁক দিয়ে লিভোর হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারটা কেড়ে নিল সে। মেঝেতে ফেলে অহেতুক জোরে বুটের ডগা দিয়ে পিষে দিল ওটা।

কিছু বলতে যাচ্ছিল লিভো, তার আগেই অ্যানরিল বারের ফাঁক দিয়ে লিভোর চুল খাবলে ধরে সামনে নিয়ে এল তাকে। বারের সঙ্গে ঠেসে ধরল লিভোর মাথা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আরেকবার এমন কথা বললে তোমাকে ঝাড়ু বানিয়ে মেঝে পরিষ্কার করব আমি, ছোঁড়া!'

ঢোক গিলল লিভো। শেরিফ তাকে ধাক্কা দিয়ে সেলের মাঝখানে পাঠিয়ে দিল।

বইঘর.কম

'কোন কথা নয়,' তাকে চোখ রাঙাল অ্যানরিল। 'চুপ করে বসে থাকো।'

দশ

রোদের প্রচণ্ড উত্তাপে দেহের চামড়া পুড়ে যাওয়ার দশা হয়েছে আইভির। ঘামছে সে দর্‌দর্‌ করে। সারা শরীর অসাড় হয়ে আসছে।

আইভির পেছনে স্যালুনের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল রেমন্ড। ঠিক একটা বুনো ভালুকের মত লাগছে তাকে। বিশ্রী গন্ধ ছুটছে তার শরীর থেকে। রাস্তার ওপর থোক্‌ করে একদলা থুথু ফেলল রেমন্ড। হাতের চেটোয় মুখ মুছল। তারপর বুনো দৃষ্টিতে তাকাল আইভির দিকে। চোখদুটো রক্তের মত লাল হয়ে আছে।

'হ্যালো, মিসেস,' বলল সে, 'একটানা সাতদিন সাতরাত ঘোড়া ছুটিয়েছি। আমার মধ্যে আর একবিন্দু ধৈর্যও অবশিষ্ট নেই। তোমার স্বামী আর ছেলেকে এক্ষুণি আমার চাই। যদি আমি তোমার শরীর কেটে…' থেমে গেল সে। হাসল একান ওকান। ছুরি বের করল পকেট থেকে। ধার পরীক্ষা করল বুড়ো আঙুল দিয়ে।

প্রচণ্ড ভয় আড়াল করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আইভি। আরেকটু কাছে এগিয়ে এল রেমন্ড। চেয়ারসহ ওর কাছ থেকে দূরে সরার বৃথা চেষ্টা করল সে।

হঠাৎ পকেটে ঢোকাল রেমন্ড ছুরিটা। শেরিফের অফিসের

boighar.com

দিকে তাকাল একবার। আরেক দলা থুথু ফেলে বলল, 'ইচ্ছে করলে শেরিফ এখন আমাকে গুলি করতে পারে। কিন্তু তা সে করবে না। কারণ পাছে আমি তোমাকে খুন করি।'

'ভুল,' মুখ খুলল আইভি, 'গুলি করার ইচ্ছে থাকলে সে করত।'

'তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে সত্যিই আমায় জবর ধাঁধায় ফেলে দিয়েছ। কোন শেরিফের বউকে কখনও স্যালুন চালাতে দেখিনি।'

'দীর্ঘদিন থেকে আমরা আলাদা।'

'ও···, তাই বলো। এজন্যেই তোমার ব্যাপারে সে এতটা উদাসীন! নইলে এতক্ষণে ছুটে এসে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত ছিল তার।'

'ঠিক, তবে আমাকে উদ্ধার করতে তার না আসার অনেকগুলো কারণের একটা কারণ হচ্ছে, এমন সাধারণ ফাঁদে পা দেয়ার মত বোকা নয় অ্যানরিল। আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে হয়তো তুমি শেরিফের সঙ্গে লড়াই করবে। তাতে হারার সম্ভাবনা যে তোমারই বেশি তা সে জানে।'

'হয়তো। হয়তো বা না। ধারণা ভ্রান্তও হতে পারে তোমার। একটু আগে যে মেয়েটা একটা প্যাকেট নিয়ে শেরিফের অফিসে ঢুকল, সে তোমার ছেলের বান্ধবী?'

মুখ ঘুরিয়ে পেছনে দাঁড়ানো রেমন্ডকে দেখার চেষ্টা করল আইভি। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে আসছে তার।

'না,' ভীত গলায় বলল আইভি, 'হোটেলের ওয়েট্রেস সে। খাবারের ট্রে নিতে শেরিফের অফিসে ঢুকেছিল। শেরিফ হয়তো ওকে অন্য কিছু আনতে পাঠিয়েছিল।'

'ও··· আচ্ছা,' দাঁত কেলিয়ে হাসল রেমন্ড। 'তাহলে মেয়েটার কথা শুনেই চমকে উঠলে কেন? নিশ্চয় সে তোমার ছেলের

বইঘর.কম

ভালবাসার মানুষ। এবার ওই টোপ ফেলে ঠিকই তোমার ছেলেকে পাকড়ে ফেলব।'

কিছু বলতে গিয়েও বলল না আইভি। কি বলতে কি বলে ফেলে, ঠিক নেই। তাছাড়া মিথ্যে কথা বলতে অভ্যস্ত নয় সে।

রেমন্ড ঘুরে স্যালুনে গিয়ে ঢুকল। বোতলের টুং টাং শব্দ ভেসে এল আইভির কানে। ভেসে এল কয়েকটা কণ্ঠের অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ।

আইভির সারা শরীরে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। বদমাশটা নিশ্চয় এখন বিলিন্ডাকে নিয়ে খেলা শুরু করবে। আর বিলিন্ডার শরীরে একটা আঁচড় পড়লে শেরিফের অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবে নোয়েন। নাহ্, আর ভাবতে পারছে না আইভি অ্যানরিল।

স্যালুনের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। বেরিয়ে এল রেমন্ডের মেজো ছেলে নিক। আইভির দিকে তাকানোর প্রয়োজন মনে করল না সে। সোজা এগিয়ে চলল সান্টা ইনস হোটেলের দিকে।

শিউরে উঠল আইভি। অসহিষ্ণু চোখে শেরিফের অফিসের দিকে তাকাল। কেন যেন তার মনে হচ্ছে এবার রেমন্ড সফল হবে।

হোটেলের দিকে এগোচ্ছে নিক রেমন্ড। আপনমনে হাসছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে লবিতে পা রাখল সে।

লবির এখানে সেখানে বসে আছে কয়েকজন খদ্দের। দেরিতে হলেও এখনও ডাইনিংরুমে কেউ কেউ নাস্তা করছে, দেখল সে।

নিক সোজা ডাইনিংরুমে গিয়ে ঢুকল। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যতক্ষণ না বিলিন্ডা তার দিকে তাকায়।

চোখে চোখ পড়তেই নিক ইশারায় ডাকল বিলিন্ডাকে।

ধক্ করে উঠল বিলিন্ডার বুক। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে এগিয়ে এল সে নিকের দিকে।

boighar.com

ভদ্রতার খাতিরে হাসল নিক। কিন্তু ভদ্রতার বিপরীতটাই প্রকাশ পেল তার সে হাসিতে। 'বাবা তোমাকে একটু লং শট স্যালুনে যেতে বলেছে,' জানাল নিক। 'এখনি, আমার সঙ্গে।'

'দুঃখিত। প্রচুর কাজ আমার হাতে।'

'আমি বলছি এখনই তোমাকে যেতে হবে,' নিকের গলা চাপা আর কঠিন শোনাল। 'নইলে জোর করে নিয়ে যাব।'

নিকের সামনে থেকে সরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল বিলিন্ডা। কিন্তু এক পা সামনে বাড়াতেই খপ্ করে তার বাহু ধরে ফেলল নিক পেছন থেকে। টেনে আনল কাছে। প্রাণপণে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল বিলিন্ডা। ডাইনিং রুমের সবগুলো দৃষ্টি এখন ওদের দিকে। কারও মুখে উদ্বেগের পরিষ্কার ছাপ। কেউ কেউ উপভোগও করছে দৃশ্যটা।

চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল একজন। চট্ করে পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেল নিকের। গর্জে উঠল সে, 'গুলি হজম করার ক্ষমতা যদি থাকে তাহলে ওঠার চেষ্টা করো, মিস্টার।'

স্টেক চিবানোয় মন দিল লোকটা।

'চলো, ম্যাডাম,' বিলিন্ডাকে উদ্দেশ করে বলল নিক। 'বাবা যা বলে তা করে।'

বিলিন্ডা বুঝল জোরাজুরি করে লাভ হবে না। ভাগ্যে যা আছে হবে ভেবে নিকের সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সে।

রেমন্ডের দুঃসাহসের কথা ভেবে অবাক হলো বিলিন্ডা। সান্টা ইনস শহরে কমসে কম তিন হাজার লোক বাস করে। এর মাঝে নিদেনপক্ষে একশো জোয়ান মরদ আছে। অথচ রেমন্ড সান্টা ইনস শহরে ঢোকার পর থেকে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। পুরো শহর যেন চোদ্দজন লোকের ভয়ে কাঁপছে। তাকে বাধা দিতে কেউ এগিয়ে আসছে না।

বইঘর.কম

নিজের জন্যে চিন্তা করছে না বিলিন্ডা। রেমন্ড তার কোন ক্ষতি করবে না বলেই তার ধারণা। তার সব দুশ্চিন্তা নোয়েনকে ঘিরে। নোয়েনের সত্যিই যদি কিছু একটা হয়ে যায়?

স্যালুনের সামনে পৌঁছাল নিক বিলিন্ডাকে নিয়ে। এক নজর মেয়েটিকে দেখেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল আইভি। কিন্তু তার চোখের আতঙ্ক বিলিন্ডার দৃষ্টি এড়াল না।

বারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রেমন্ড ও তার লোকজন। হুইস্কির গন্ধে ভারি হয়ে আছে ভেতরের বাতাস। দুটো টেবিলের ওপর বেঘোরে ঘুমোচ্ছে টিম স্টুট। ভয়াবহ শোনাচ্ছে তার নাকের গর্জন।

'নিক,' ছেলের দিকে তাকাল রেমন্ড, 'বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াও। গিলবার্ট দাঁড়াও পেছনের দরজায়। কোনদিক দিয়েই যেন মেয়েটা পালাতে না পারে।'

রেমন্ডের মুখোমুখি দাঁড়াল বিলিন্ডা। কঠিন চোখে তাকাল তার নোংরা মুখের দিকে।

'আমার এবারের খেলটা ভালই জমবে,' বিশ্রী হাসি ছড়িয়ে পড়ল রেমন্ডের চোখে মুখে। 'বেকার, বাঁধন খুলে শেরিফের বউকে এখানে নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে গেল বেকার। একটু পরেই শক্ত হাতে আইভিকে ধরে স্যালুনে ঢুকল। আইভিকে দেখে রেমন্ডের হাসি কানে গিয়ে ঠেকল। 'আমার নতুন টোপে দুটো মাছই ধরা পড়বে,' বলল সে, 'তোমার স্বামীকে গিয়ে বলো তার ছেলের প্রেমিকা এখন আমার মুঠোয়। শেরিফকে ত্রিশ মিনিট সময় দেয়া হলো। এরমধ্যে যদি সে নোয়েনকে আমাদের হাতে তুলে না দেয়, তবে এই রূপসীর শরীর থেকে জামা-কাপড় সব খুলে আমাদের সামনে বসিয়ে রাখব।'

boighar.com

আইভির পায়ের নিচের মাটি যেন দুলে উঠল। বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে চারপাশের সবকিছু। রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। ঠোঁট কাঁপছে।

বিলিন্ডার দিকে তাকাল আইভি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র বিলিন্ডার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে বুঝি।

'কি হলো?' গর্জে উঠল রেমন্ড। 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, শিগগির যাও!'

ঘুরে দরজার দিকে দৌড়াল আইভি। বোর্ডওঅক ধরে শেরিফের অফিসের দিকে ছুটতে শুরু করল।

অর্ধেক পথ এসে থমকে দাঁড়াল সে। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নোয়েন অবশ্যই ছুটে যাবে বিলিন্ডাকে উদ্ধারের জন্যে। রেমন্ড তখন সহজেই তাকে ধরে ফেলবে।

অথবা নোয়েনকে জেলে রেখে অ্যানরিলও ছুটে যেতে পারে স্যালুনের দিকে। কিন্তু বিলিন্ডাকে উদ্ধারের বদলে তার হেরে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে স্বামী-ছেলে উভয়কেই চিরতরে হারাবে আইভি। বিলিন্ডার হয়তো কোন ক্ষতিই হবে না।

ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরে স্যালুনের দিকে তাকাল আইভি। রেমন্ড বা তার কোন লোককেই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তারা আইভির ওপর নিশ্চিতভাবে নজর রাখছে। আইভি এখন জেলে না গেলে রেমন্ড অন্য কাউকে দিয়ে খবরটা পাঠাবে।

একটু ইতস্তত করে আবার শেরিফের অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করল আইভি। সামনের ওঅকে কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোনভাবে পা বাঁচিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল আইভি। নক করতেই দরজা খুলে দিল ভিয়ান। আইভি ভেতরে ঢোকার পর শেরিফ দরজা বন্ধ করে দিল আবার।

অ্যানরিলের সঙ্গে নোয়েনও আছে অফিসরুমে। ছেলের দিকে

বইঘর.কম

কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল আইভি। গোসল, শেভ ও নতুন কাপড় তার চেহারা আমূল পাল্টে দিয়েছে।

কি বলবে ভেবে না পেয়ে ইতস্তত করতে লাগল আইভি অ্যানরিল।

'কি ব্যাপার?' শেরিফই প্রথম মুখ খুলল।

'কিসের?'

'ওরা তোমায় মুক্ত করে আমাকে কিছু বলার জন্যে এখানে পাঠিয়েছে। কি বলেছে রেমন্ড?'

'না তো, কিছুই বলেনি সে,' অবাক হবার ভান করল আইভি।

'মিথ্যে বোলো না। তাড়াতাড়ি বলো রেমন্ড কি বলেছে।'

'বিশ্বাস করো, কিছুই বলেনি সে,' নিজেকে বহু কষ্টে সংবরণ করছে আইভি।

আইভির দু'হাত চেপে ধরল শেরিফ। 'কিছু লুকিয়ো না, আইভি। রেমন্ডকে মোকাবিলা করার আগে ওর মনের খবর জানা দরকার।'

চোখের পানি আটকে রাখতে পারছে না আইভি। উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে সে। শেরিফ বেশ কিছুক্ষণ বউয়ের হাত ধরে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আর স্থির থাকতে পারল না অ্যানরিল। দীর্ঘদিন পর একান্তভাবে বুকের মধ্যে টেনে নিল আইভিকে। তামাক, শেভিং সোপ আর অ্যানরিলের ঝক্‌ঝকে শার্টের ঘ্রাণ নাকে এল আইভির।

'আইভি,' শেরিফের নরম গলা শোনা গেল।

'রেমন্ড ওর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর করলেও তা সহ্য করার ক্ষমতা ওর আছে,' মুখ ফসকে বলে ফেলল আইভি।

'কার কথা বলছ, আইভি?' শেরিফ ভিয়ান চমকে উঠল। 'ওরা কি বিলিন্ডাকে হোটেল থেকে ধরে নিয়ে গেছে? বলো, জলদি

boighar.com

বলো।'

মাথা ওপর নিচ করল আইভি। কয়েক পা এগিয়ে এল নোয়েন। রেগে কাঁই হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলেছে হারামজাদা?'

শিথিল হয়ে এল অ্যানরিলের বাহুবন্ধন। এগিয়ে এসে জোরে জোরে আইভিকে ঝাঁকাতে লাগল নোয়েন।

'বলো, মা, দেরি করছ কেন? তাড়াতাড়ি বলো,' অস্থির হয়ে উঠেছে নোয়েন।

হঠাৎ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল আইভি। বৃষ্টির মত অশ্রু ঝরতে লাগল চোখ থেকে। শব্দ করে কাঁদতে শুরু করেছে সে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হাঁ হয়ে গেল নোয়েন। বুঝতে পারছে না তার এখন কি করা উচিত। অস্থিরতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তার বুকের ভেতর। কুলকুলিয়ে ঘামছে সে।

'আইভি,' বলে শেরিফ হাত দিয়ে মৃদু ঝাঁকুনি দিল আইভির গালে।

ভেজা চোখে আইভি স্বামীর দিকে তাকাল।

'প্লীজ, আইভি, বলো।'

একবার ছেলের দিকে একবার স্বামীর দিকে তাকাল আইভি। ধীরে ধীরে বলল, 'রেমন্ড বিলিন্ডাকে আটকে রেখেছে। বলেছে আধ ঘণ্টার মধ্যে নোয়েনকে তার হাতে তুলে না দিলে বিলিন্ডাকে উলঙ্গ করে স্যালুনে বসিয়ে রাখবে।'

বিদঘুটে এক শব্দ বেরিয়ে এল নোয়েনের গলা দিয়ে। এক লহমায় চোখ মুখ লাল হয়ে গেল তার। থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল রাগে।

'কুত্তার বাচ্চা!' চিৎকার দিয়ে শটগানটা তুলে নিল সে। এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

'নোয়েন,' পেছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল ভিয়ান অ্যানরিল। চাবুকের মত কাজ করল তার কণ্ঠ।

থমকে গেল নোয়েন। এক হাতে শটগান, অন্য হাত দরজার নবে। মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল।

'আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছে রয়েল রেমন্ড,' শান্ত গলায় বলল শেরিফ। 'সময় না পেরোনো পর্যন্ত ওরা বিলিন্ডাকে ছোঁবে না। মাথা গরম কোরো না। এখান থেকে বেরিয়ে অর্ধেক পথও তুমি পেরোতে পারবে না। তার আগেই লুটিয়ে পড়বে।

ইতস্তত করতে লাগল নোয়েন।

'এখনও ওরা সংখ্যায় তেরো,' আবার বলল ভিয়ান অ্যানরিল। 'আমরা মাত্র দু'জন। আমাদের এগোতে হবে মাথা খাটিয়ে। হুট্ করে কিছু করতে যাওয়া মানেই নিজেদের পরাজয় ডেকে আনা।'

ধীর পায়ে ছেলের পাশে এসে দাঁড়াল অ্যানরিল। নোয়েনের হাত থেকে শটগানটা নিয়ে নিল। দরজা লক করে গানর‍্যাকে তুলে রাখল ওটা।

'ফিরে যেতে হবে আমাকে,' চোখ মুছতে মুছতে বলল আইভি।

'তোমাকে আর ওখানে যেতে হবে না,' বলল অ্যানরিল। এখানেই থাকো বরং।'

'আমার দিকে আর হাত বাড়াবে না ওরা,' আইভি বলল। 'রেমন্ড বুঝে গেছে আমাকে আঘাত করলেও তোমার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। ওখানে থাকলে বরং বিলিন্ডাকে প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারব আমি।'

আর আপত্তি করল না অ্যানরিল। আইভি শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

boighar.com

এগারো

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল নোয়েন। ন'টা পঁয়তাল্লিশ।

'দশটা দশ মিনিট পর্যন্ত সময় আছে আমাদের হাতে,' জানাল শেরিফ। 'অর্থাৎ আরও পঁচিশ মিনিট।'

'এতক্ষণে বিলিন্ডা নিশ্চয় ভয়ে আধামরা হয়ে গেছে,' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে বলল নোয়েন।

'হয়তো।'

চিন্তার ঝড় বইছে ভিয়ান অ্যানরিলের মাথায়। ছেলেকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না, ভাল করেই জানে সে।

'আমি বরং লুকিয়ে স্যালুনের পেছনে গিয়ে পজিশন নিই,' বলল নোয়েন।

'সেটা সম্ভব নয়। তেরো জোড়া চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। শেরিফের অফিসের পেছন দিয়ে কিভাবে বেরোবে? সেলের জানালায় লোহার বার রয়েছে। ওদিক দিয়ে বেরোনো অসম্ভব। সামনের দরজা দিয়ে বেরোতে গেলেও ওদের চোখে পড়বে।'

'কিন্তু বাবা, রেমন্ড জানবে না আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি এখান থেকে বেরোলে নিশ্চয় ওরা আমার ওপর নজর রাখার জন্যে এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। সেই সুযোগে তুমি গিয়ে বিলিন্ডাকে উদ্ধার করে আনবে।'

'ওরা তোমাকে ধরে ফেলবে। বিলিন্ডাকে ওরা আর যা-ই

করুক প্রাণে মারবে না। আমার ধারণা তোমাকে বাঁচানোর জন্যে বিলিন্ডা মরতেও দ্বিধা করবে না।'

'আমি তা চাই না,' হঠাৎ রাগে লাল হয়ে উঠল নোয়েনের গাল। 'বিলিন্ডার গায়ে যে শালা হাত দেবে তাকে আমি...'

কথা শেষ না করে শটগানের দিকে ছুটে গেল নোয়েন। ঘুরে বাবার দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব লক্ষ্য করল। অ্যানরিল এমন ভাব করল যেন সে কিছুই দেখছে না। কিন্তু যেই নোয়েন মুখ ফেরাল অমনি নিঃশব্দে তার পেছনে চলে এল শেরিফ।

ততক্ষণে শটগান উঠে এসেছে নোয়েনের হাতে। পেছন থেকে শেরিফ প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল ছেলেকে। সঙ্গে সঙ্গে সে ডেস্কের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

উঠে টলতে লাগল। চিৎকার করে বলল, 'বিলিন্ডার কিছু হলে আমি সহ্য করতে পারব না, বাবা।'

'রেমন্ড বিলিন্ডাকে যা খুশি করুক। ব্যাপারটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।' বলেই অ্যানরিল মোক্ষম এক ঘুসি ঝেড়ে দিল নোয়েনের চোয়ালে। হাত পা ছড়িয়ে আবার ডেস্কের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল নোয়েন। অস্পষ্ট কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে। কিছুক্ষণ ওভাবেই পড়ে থাকল। ঘুসিটা হজম করার চেষ্টা করছে।

সময় নষ্ট করল না ভিয়ান অ্যানরিল। বগলের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে টেনে দাঁড় করাল ছেলেকে। টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল সেলের দিকে। এক ধাক্কায় সেলে চালান করে দরজা বন্ধ করে দিল।

শূন্য দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল নোয়েন। সেলের সামনের বারান্দা দিয়ে এগোনোর সময় ঘৃণার দৃষ্টিতে লিভো রেমন্ডের দিকে তাকাল ভিয়ান অ্যানরিল।

boighar.com

সেলের কমন ডোর সশব্দে বন্ধ করে অফিসরুমে চলে এল শেরিফ। জানালায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ল বাইরে। চোখদুটো রাগে জ্বলছে। কপালে অনেকগুলো চিন্তার ভাঁজ। বাগে পেলে এখন সে প্রথম সুযোগেই সেলে ঢোকাবে রেমন্ডকে—ভাবল অ্যানরিল।

এখন কি করবে সে? এমন জটিল অবস্থায় কি করা উচিত তার? একা সে কি-ই বা করতে পারে?

ক্রিস্টাল তার লিভারি বার্নের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। জানালার আরেকটু কাছে সরে এসে ডাক ছাড়ল শেরিফ।

অ্যানরিলের দিকে তাকাল ক্রিস্টাল। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। হাতের ইশারায় শেরিফ তাকে কাছে আসতে বলল। একটু ইতস্তত করল ক্রিস্টাল। তারপর এগিয়ে এল।

অফিসে ঢুকল ক্রিস্টাল। দৃষ্টি তার মেঝেতে নিবদ্ধ।

দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল। বলল, 'আমরা দীর্ঘদিনের বন্ধু। ঘর ছাড়ার আগে নোয়েনের সঙ্গেও তোমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।'

ধীরে ধীরে মুখ তুলল লোকটা। অ্যানরিলের চোখের দিকে তাকাল। নরম স্বরে বলল, 'আমার মত একটা চুনোপুঁটির কাছ থেকে কি আশা করো, অ্যানরিল? অস্ত্র দেখলে আমার ভয় করে। লিভারি বার্ন ছাড়া আর কিছু বুঝি না আমি।'

'শহরবাসী কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে?' জানতে চাইল অ্যানরিল।

আবার চোখ নামিয়ে নিল ক্রিস্টাল।

'ক্রিস্টাল!' ঝাঁঝিয়ে উঠল শেরিফ, 'আমি কোন প্রশ্ন করলে তখনই উত্তর আশা করি।'

তবু নিরুত্তর ক্রিস্টাল। মাথা নিচু করে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মেঝের দিকে।

'তুমি কি জানো,' গলা আরও চড়াল অ্যানরিল, 'নোয়েনকে না

বইঘর.কম

পেলে কি করতে যাচ্ছে রেমন্ড?'

মাথা ডান-বাঁ করল ক্রিস্টাল।

'বিলিন্ডার শরীর থেকে সব কাপড় খুলে স্যালুনে বসিয়ে রাখবে।'

ভূত দেখার মত চমকে উঠল ক্রিস্টাল। টলে উঠল পা। 'নোয়েন এখন কোথায়?' মাথা তুলে কম্পিত গলায় জানতে চাইল সে।

'সেলে। কোর্টহাউসে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে?'

'তোমাকে নতি স্বীকার করতে হবে। শহরকে বাঁচানোর স্বার্থে তোমাকে শেরিফের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।'

'কাজটা কিভাবে করতে চায় ওরা?'

'স্পষ্ট করে কিছু বলেনি,' ইতস্তত করে জানাল ক্রিস্টাল। 'তবে মনে হলো এখানকার দখল নিতে ওরা রেমন্ডকে সাহায্য করবে। ওদের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা আশা কোরো না। তোমাকে সহায়তার ভান করতে পারে ওরা। কিন্তু আসলে করবে উল্টো।'

'এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কেউ ছিল না?'

'প্রথমে ছিল। কিন্তু পরে...'

'কারা?'

'মনে করতে পারছি না।'

'চেষ্টা করো,' কঠিন কণ্ঠে বলল শেরিফ।

'আচ্ছা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—লুসান। রাফায়েল প্রথমে হই চই করলেও পরে চুপ মেরে যায়। জুনহোর অবস্থাও তাই। সিজিমারের চোখ কোঁচকানো দেখে বুঝেছি সিদ্ধান্তটা সেও মেনে নিতে পারেনি। তবে তার মৌন প্রতিবাদ চোখ কোঁচকানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর কারও কথা মনে করতে পারছি না।'

'একটা কাজ করতে পারবে, ক্রিস্টাল?' আগ্রহের সঙ্গে ভিয়ান

boighar.com

অ্যানরিল বলল। 'ওদেরকে এখানে আনতে পারবে? কথা বলব

'ঠিক আছে,' ইতস্তত করে বলল ক্রিস্টাল।

ক্রিস্টালের ইতস্তত ভাবটা না দেখার ভান করে শেরিফ বলল, 'বিলিন্ডার ব্যাপারটা যেন ওর বাবা জুনহো বোলার্দি না জানে। আত্মহত্যা করে বসতে পারে বুড়ো।'

'ঠিক আছে...'

'তাড়াতাড়ি যাও। রেমন্ড আধাঘণ্টা সময় দিয়েছে। এরমধ্যে দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে তার।'

শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে গেল ক্রিস্টাল।

ঘড়ির দিকে চাইল ভিয়ান অ্যানরিল। দশটা বেজে পাঁচ।

ওদিকে অস্থির ভাবে চেঁচাচ্ছে নোয়েন, 'বাবা, আমাকে এখান থেকে বের করো! প্লীজ, বাবা।'

অফিসরুম পেরিয়ে সেলের সামনে এসে দাঁড়াল অ্যানরিল। বলল, 'তোমাকে আমি ওখানে যেতে দেব না।'

'কিন্তু ওরা...'

'হয়তো। ভাঁওতাও হতে পারে।'

'ভাঁওতা মনে করে বসে থাকবে?'

ছেলের চোখের দিকে তাকাল শেরিফ ভিয়ান। শুকনো গলায় বলল, 'এছাড়া এখন আমাদের করার কিছু নেই।'

'ড্যাম ইট, বাবা।'

হঠাৎ শীতল হয়ে গেল শেরিফের কণ্ঠ, 'ভুলে যেয়ো না আমার সাহায্য পাবে আশা করেই ফিরে এসেছ তুমি। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারছ না।'

'আমি কিছুই জানি না...বাবা। বিলিন্ডাকে বাঁচাও। এই কলঙ্ক ও সহ্য করতে পারবে না। ও...'

ছেলের কথা কেড়ে নিয়ে ভিয়ান বলল, 'মেয়েরা এত সহজে

বইঘর.কম

ভেঙে পড়ে না। কখনও কখনও ওরা পুরুষের চেয়েও শক্ত। ভেবো না, ওর কিছুই হবে না শেষ পর্যন্ত। আমি বরং এখন তোমার কথা ভাবছি। রেমন্ড আটকে রেখেছে বলে বিলিন্ডার প্রতি তোমার ভালবাসা ভবিষ্যতে নিশ্চয় কমবে না?'

সাদা হয়ে গেল নোয়েনের মুখ। 'যিশুর কিরে, বাবা...'

'কোন অঘটন ঘটাবে না, এমন নিশ্চয়তা পেলে অবশ্য তোমাকে সেল থেকে বের করতে পারি।'

উত্তর দিল না নোয়েন।

'শহরবাসীদের মধ্যে যারা আমার পক্ষে, ক্রিস্টালকে পাঠিয়েছি তাদেরকে ডেকে আনতে। তাদের কেউ কেউ হয়তো আমাকে সাহায্য করবে। আমি, তুমি মিলে যদি দলে ছ'জন লোকও অন্তত হয়...'

'তাতে বিলিন্ডা কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচবে না। এমনকি মা-ও। শহরও তাতে আগুনের হাত থেকে রেহাই পাবে না। ওদের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করব, বাবা। এখানে আসাই আমার ভুল হয়েছে।'

না-সূচক মাথা দোলাল অ্যানরিল। 'ভুল করোনি তুমি। তুমি বলেছ আত্মরক্ষার জন্যে রেমন্ডের ছেলেকে মেরেছ। আমি তা বিশ্বাস করেছি। রেমন্ড তোমাকে ফাঁসি দিতে চায়। আমি তা হতে দেব না। ব্যস।'

ভিয়ান অ্যানরিলের মধ্যে এখন আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। ঘটনাটা এখন তার কাছে আর জটিল মনে হচ্ছে না, বরং পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। নোয়েনের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে সে। নোয়েনকে হাতে পেলে বিচারের অপেক্ষা করবে না রেমন্ড, এ ব্যাপারে অ্যানরিল এখন নিশ্চিত।

অফিসরুমে চলে এল শেরিফ ভিয়ান। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চোখ মেলল বাইরে।

boighar.com

খাঁ খাঁ করছে জনশূন্য রাস্তা।

রেমন্ডের এক ছেলে এখনও তার হাতে জিম্মি—ভেবে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল শেরিফ অ্যানরিল। নাহলে কোন আশাই ছিল না তার।

তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ক্রিস্টালকে আসতে দেখা গেল। আরও কাছে এলে অ্যানরিল তিনজনকে চিনতে পারল। লুসান, বিলিন্ডার বাবা জুনহো আর সিজিমার।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল শেরিফ। ভেতরে ঢুকল লোকগুলো। সবার ভয়ার্ত মুখ দেখে মনে হচ্ছে স্যালুন থেকে এখনই এদিকে বুলেট ছুটে আসবে।

ওদের দিকে তাকাল অ্যানরিল। জানে, এরাই তার শেষ ভরসা।

'সান্টা ইনস শহরে অন্তত একশো জোয়ান-সাহসী পুরুষ আছে,' প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে বলল ভিয়ান অ্যানরিল। 'তাদের অর্ধেক অস্ত্র চালাতে জানে। অথচ রেমন্ডের হাতে মাত্র এক ডজন লোক। তার মধ্যে একটা আবার আমার হাতে বন্দী।'

'মেয়রের কাছে শুনলাম লিগ্যাল ওয়ারেন্ট নাকি আছে রেমন্ডের কাছে,' বলল লুসান।

'তাই যদি হয় তাহলে সে আইনের পথেই আছে, তাই না?' বলল জুনহো।

'পুরোটাই তোমাদের জানা দরকার,' শেরিফ বলল। 'নোয়েনকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দেবে রেমন্ড, বিচার হবে না।'

'এটা যে ঠিক, কিভাবে বুঝব?' প্রশ্ন করল জুনহো বোলার্দি।

অ্যানরিল আর গোপন রাখতে পারল না কিছু।

'এরমধ্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ রেমন্ড রেখেছে,' বলল সে। 'তোমার মেয়ে এখন তার হাতে বন্দী। খবর পাঠিয়েছে নোয়েনকে

বইঘর.কম

না পেলে বিলিভাকে উলঙ্গ করে তার লোকদের সামনে বসিয়ে রাখবে।'

লাল বর্ণ ধারণ করল জুনহোর মুখ। তারপর রক্ত সেখান থেকে সরে সাদা হয়ে গেল। দু'চোখ থেকে ঠিকরে আগুন বেরোচ্ছে। এখনই যেন কিছু একটা করে বসবে সে।

'কিছু করতে যেয়ো না, মিস্টার জুনহো,' অ্যানরিলের কণ্ঠে সাবধান বাণী শোনা গেল। 'তাহলে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব। কথাটা শুনে তুমি স্থির থাকতে পারবে না জেনেই এতক্ষণ তোমাকে বলিনি। রেমন্ডের স্বরূপ তুলে ধরার জন্যে কথাটা তোমাকে জানাতে হলো বলে আমি দুঃখিত। কি, এখন বিশ্বাস হচ্ছে হারামিটা নোয়েনকে ফাঁসি দেবে?'

দৌড়ে গানর‍্যাকের কাছে চলে গেল জুনহো। তুলে নিল শটগান। ছুটে গিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাল অ্যানরিল।

শটগানটা জুনহোর হাত থেকে পড়ে গেল। দাঁড়িয়ে টলতে লাগল সে। চট্ করে অ্যানরিল ওটা তুলে নিয়ে জায়গামত রাখল।

'তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে?' সরাসরি জানতে চাইল সে।

কেউ কোন উত্তর দিল না। ভীতির ছায়া প্রতিটি মুখে।

'যদি না-ই করবে, তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বেরিয়ে যাও।'

ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে টলতে থাকা জুনহোকে ধরে ফেলল অ্যানরিল।

'এসো, মিস্টার জুনহো,' টেনে তাকে সেলের দিকে নিতে শুরু করেছে শেরিফ। 'কিছুক্ষণ তোমাকে সেলে বিশ্রাম করতে হবে। যতক্ষণ বিলিভা ওদের হাতে বন্দী, ততক্ষণ তোমায় আমি ছাড়তে পারব না বলে দুঃখিত।'

boighar.com

'যিশুর কিরে, শেরিফ, বিলিভাকে ওদের হাত থেকে বাঁচাও।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল জুনহো। কিন্তু শক্তিতে শেরিফের সঙ্গে তার পারার কথা নয়।

'সাধ্যমত চেষ্টা করব,' অ্যানরিল অভয় দিল। 'শহরবাসী যদি আমাকে সাহায্য না করে অথবা রেমন্ডকে তার ইচ্ছেমত কাজ করার সুযোগ দেয়, তবে তাদেরকেই পস্তাতে হবে,' বলতে বলতে জুনহো বোলার্দিকে সেলে ঢুকিয়ে দরজা লক করে দিল শেরিফ।

অফিসরূমে ফিরে এল সে। ক্রিস্টাল ও বাকি দুজন তখনও জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অনিশ্চিত চেহারা।

খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে দরজা। আরেকটু ফাঁক করে স্যালুনের দিকে তাকাল অ্যানরিল। বুঝতে পারছে জয়ের সম্ভাবনা তার খুবই কম। জিততে হলে তাকে রেমন্ডের চেয়েও শক্ত এবং নির্মম হতে হবে। উপস্থিত তিনজনের দিকে ফিরল শেরিফ ভিয়ান।

রাগে অপমানে চেহারা কালো হয়ে গেছে তার। 'যাও তোমরা। তোমাদের শেরিফ হয়ে আমি যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমি একাই করব, তোমাদের প্রয়োজন হবে না। তবে যাওয়ার আগে জেনে যাও, এ শহরে আমার থাকার খায়েশ মিটে গেছে। বর্তমান ঝামেলা শেষ হলে আমিও চলে যাব সান্টা ইনস ছেড়ে। তখন তোমাদের পছন্দের মেরুদণ্ডহীন কাউকে বসিয়ো তোমরা শেরিফের চেয়ারে। তবে যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ আমার কথাই আইন। নাউ, গেট দ্যা হেল আউটা' হিয়ার! আউট!'

বেকুবের মত কিছুক্ষণ শেরিফের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্রিস্টাল। তার সঙ্গীদের অবস্থাও এক। মনে হয় যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু পারছে না। এক সময় ঘুরে দাঁড়াল ক্রিস্টাল, মাথা নিচু করে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল শেরিফের অফিস ছেড়ে। অন্য দু'জন অনুসরণ করল তাকে।

বইঘর.কম

ওরা বেরিয়ে যেতেই দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল ভিয়ান অ্যানরিল। দশটা বেজে পনেরো। অর্থাৎ নির্ধারিত সময় শেষ।

বারো

নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল লং শট থেকে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল শেরিফের। তার মনে হলো মুহূর্তে শরীরের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেছে। চোখের পাতা সরু হয়ে উঠেছে।

বিলিন্ডার সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। আসলেই রেমন্ড হিংস্র একটা পশু। সঙ্গীরাও তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আবার আর্তনাদ শুনতে পেল অ্যানরিল। এবারের আর্তনাদ আগের চেয়েও জোরাল এবং দীর্ঘ হলো।

ঠাণ্ডা ক্রোধের স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল অ্যানরিলের। শটগান হাতে স্যালুনের দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। অনেক কষ্টে দমন করল ইচ্ছেটা। এখন গিয়ে কোন লাভ নেই। বিলিন্ডার ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। এখন ওকে নরকের কীটগুলোর হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে পারে শেরিফ ভিয়ান বড়জোর।

সেলের ভেতর থেকে নোয়েনের চিৎকার ভেসে এল। প্রচণ্ড শক্তিতে অনবরত লাথি মেরে চলেছে সে বারে। চিৎকার করে রেমন্ডের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে।

অ্যানরিলের অজান্তে তার হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। মুখের

boighar.com

ভেতরটা শুকনো লাগছে। ঘামে সারা শরীর ভিজে চপ্‌চপ্‌ করছে। সারা দেহ কাঁপছে নিষ্ফল আক্রোশে। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা সিদ্ধান্তে তাকে পৌঁছতেই হচ্ছে—ভাবল অ্যানরিল।

কিছুক্ষণের জন্যে পুরুষ কণ্ঠের চিৎকারের নিচে চাপা পড়ে গেল বিলিন্ডার আর্তনাদ। পর মুহূর্তে অ্যানরিল দেখতে পেল একজন পসিম্যান পিঠে একটা দেহ নিয়ে স্যালুনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাকে আটকে দিল রেমন্ডের অন্যান্য সঙ্গীরা। অ্যানরিল ভাবল—রেমন্ডের বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত অন্তত একজন লোক তার দলেই আছে।

এবার অন্য এক নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল। আইভির গলা চিনতে পারল ভিয়ান অ্যানরিল। শেরিফ বুঝল ভয়ে নয়, হয়তো ঘৃণা ও লজ্জায় চিৎকার করছে আইভি। হঠাৎ থেমে গেল আইভির আর্তনাদ। হয়তো মুখ চেপে ধরা হয়েছে তার।

আর কোন চেঁচামেচির আওয়াজ নেই। নারী কণ্ঠের ফোঁপানোর ক্ষীণ আওয়াজ আসছে শুধু। রাস্তা একেবারেই ফাঁকা। কবরের নীরবতা গ্রাস করেছে চারদিক। শহরবাসীর উদাসীনতা বিস্মিত করল শেরিফকে। তারা হয়তো অ্যানরিলকেই দোষারোপ করছে। হয়তো তারা ভাবছে নোয়েন আত্মসমর্পণ করলে বিলিন্ডাকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না।

স্যালুনে হই চই-এর আওয়াজ উঠল। ভিয়ান অ্যানরিলের মনে হলো উল্লাস করছে অনেকগুলো মানুষরূপী হায়েনা।

এক লোককে স্যালুনের সামনে বেরিয়ে ওঅকে দাঁড়াতে দেখা গেল। হাতে একটা পুটলি। অ্যানরিলের বুঝতে অসুবিধে হলো না—কিসের পুটলি ওটা। শেরিফের অফিসের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে লোকটা।

অপেক্ষা করছে ভিয়ান অ্যানরিল। ইচ্ছে করলেই সে

বইঘর.কম

লোকটাকে হাতের সুখ মিটিয়ে পেটাতে পারে। পুরে রাখতে পারে সেলে। কিন্তু সবার আগে এখন বিলিন্ডার কথা ভাবা উচিত। একেকটা সেকেন্ড এখন বিলিন্ডার কাছে তীব্র লজ্জা আর গ্লানিকর একেক যুগের সমান। পরবর্তী জীবনে বিলিন্ডা আজকের এই ঘটনা ভুলবে কিনা সন্দেহ।

শেরিফের অফিসের দরজায় পৌঁছে ঢোক গিলল লোকটা। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। নিখাদ ভয়ের ছাপ পড়েছে তার মুখে। বুঝতে অসুবিধে হয় না ইচ্ছের বিরুদ্ধে শেরিফ ভিয়ানের কাছে আসতে হয়েছে তাকে।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল অ্যানরিল। বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে।

কম্পিত হাতে কাপড়ের পুটলিটা শেরিফের দিকে এগিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'এই ঘটনায় আমার কোন ভূমিকা নেই। রেমন্ডের নির্দেশে এটা তোমাকে দিতে এসেছি।'

অ্যানরিলের দুটো চোখ স্থির হয়ে আছে লোকটার মুখের ওপর। 'তোমরা এগারো জন,' শান্ত গলা অ্যানরিলের। 'রেমন্ড একা। তোমরা চাইলে এই জঘন্য কাজে বাধা দিতে পারতে। মনে রেখো, সময় এলে এর জন্যে তোমাদেরকেও কড়ায় গণ্ডায় মাসুল দিতে হবে।'

boighar

রক্তবর্ণ ধারণ করল পসিম্যানের মুখ। বলতে চাইল কিছু। কিন্তু অ্যানরিল সে সুযোগ তাকে দিল না। 'ভেতরে এসো,' আদেশ দিল শেরিফ।

ইতস্তত করতে লাগল পসিম্যান।

এক লহমায় হোলস্টারমুক্ত হয়ে শেরিফের ডান হাতে উঠে এল রিভলবার। 'আমি কাউকে কোন আদেশ দিলে তাকে তা পালন করতে হয়।' বলে একপাশে সরে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল।

boighar.com

কাঁপা কাঁপা পায়ে জেলে ঢুকল রেমন্ডের লোক।

'সোজা সেলের দিকে এগোও,' আবার নির্দেশ দিল অ্যানরিল।

আদেশ পালন করল লোকটা। বিলিন্ডার কাপড় চোপড় চেপে ধরেছে বুকের সঙ্গে। পুটলিটার কথা ভুলে গেছে সে।

লোকটার হাতে কাপড়ের পুটলি দেখেই আগুন জ্বলে উঠল নোয়েনের চোখে। 'হারামজাদাকে এখুনি খুন করো, বাবা। নাহলে আমাকে কাজটা করতে দাও।'

পাত্তা দিল না শেরিফ। একটা সেলের দরজা খুলে শান্ত কণ্ঠে লোকটাকে বলল, 'ভেতরে ঢোকো।'

নীরবে সেলের মধ্যে ঢুকল সে। ভীত কণ্ঠে বলল, 'মেয়েটার কথা একবার ভাবো, শেরিফ।'

'সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না,' শীতল কণ্ঠে বলল শেরিফ।

ধীর পায়ে লিভো রেমন্ডের সেলের সামনে এসে দাঁড়াল শেরিফ।

'লিভো,' কঠিন স্বরে ডাকল সে।

ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল লিভো। বাঘের মুখে পড়া শিকারের মত দেখাচ্ছে তাকে।

'আমার কিছু হলে মেয়েটার কি হবে, ভেবেছ?' ঢোক গিলে কোনরকমে বলল লিভো রেমন্ড।

'বারের সামনে এসে দাঁড়াও,' হিমশীতল গলা অ্যানরিলের। 'শক্ত করে বার ধরে দাঁড়াও।'

আদেশ পালন করল লিভো। ভয়ে চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। ঘোলাটে চোখে একবার তাকাল অ্যানরিলের দিকে, তারপর উদ্যত রিভলবারের দিকে।

'না, বাবা,' চিৎকার দিল নোয়েন।

বইঘর.কম

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে সে।

রিভলবারের কানফাটা গর্জন শোনা গেল। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওটার মুখ দিয়ে। ইঞ্চিটাক হাঁ হয়ে গেছে লিভোর মুখ। তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সে।

পসিম্যানের সেলডোর খুলে অ্যানরিল বলল, 'বেরিয়ে এসো।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে কাঁপতে কাঁপতে নির্দেশ পালন করল সে।

'লিভোর অবস্থা ভাল করে দেখো,' বলল শেরিফ ভিয়ান। 'তারপর গিয়ে রেমন্ডকে তার ছেলের অবস্থার কথা বলো।'

শূন্য দৃষ্টিতে লিভোর ব্যথায় বিকৃত মুখের দিকে তাকাল লোকটা।

'মুখের দিকে নয়, গর্দভ,' গর্জে উঠল ভিয়ান অ্যানরিল, 'পায়ের দিকে তাকাও।'

ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে এল লোকটার দৃষ্টি।

রক্তে ভিজে গেছে লিভোর প্যান্ট। উরুর একটা গর্ত রক্তের উৎস। গল্‌গল্ করে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত।

'রেমন্ডকে গিয়ে বলো,' ধীর, শান্ত কণ্ঠ অ্যানরিলের, 'ডাক্তারের সেবা না পেলে, রক্ত পড়া বন্ধ না হলে তার ছেলে আর বড়জোর পনেরো মিনিট পৃথিবীর আলো বাতাস দেখবে। এবং বিলিভাকে কাপড় পরিয়ে জেলভবনে না পৌঁছানো পর্যন্ত তার ছেলেকে ডাক্তার দেখাচ্ছি না আমি। যাও, জলদি যাও।'

একমুহূর্ত দেরি করল না লোকটা।

শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল স্যালুনের দিকে।

রিভলবার রিলোড করল শেরিফ। লিভো এখনও বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে আছে অ্যানরিলের দিকে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাঙ্কে গিয়ে বসল সে। দু'হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে আছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে

boighar.com

রক্ত গড়াচ্ছে এখনও গল্‌গল্‌ করে।

রিভলবার হোলস্টারে ভরল ভিয়ান অ্যানরিল। নোয়েনের সেলডোর খুলে বলল, 'এবার তুমি বেরিয়ে আসতে পারো। অফিসরুমে গিয়ে স্যালুনের দিকে সতর্ক নজর রাখো। ছেলেকে ছিনিয়ে নিতে রেমন্ড ছুটে আসতে পারে।'

বাবার নির্দেশ পালন করল নোয়েন।

'আমায় বাঁচাও, শেরিফ,' কাতর আবেদন ঝরে পড়ল লিভোর গলায়। 'আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি।'

'বিলিন্ডাও তোমার বাবার কোন ক্ষতি করেনি,' বলেই গট্‌গট্‌ করে অফিসরুমের দিকে এগোল ভিয়ান অ্যানরিল।

শটগান হাতে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে নোয়েন। তার পাশে এসে দাঁড়াল অ্যানরিল।

'ওর চিকিৎসা করা দরকার, বাবা,' স্যালুনের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল নোয়েন চাপা গলায়।

'না,' কঠিন গলায় বলল শেরিফ। 'আরও দশ মিনিট সময় আমরা হাতে পাব। এখনই ওকে নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

লং শটের সামনে রেমন্ডের লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে তারা। চেঁচামেচি করছে। একজন শহরবাসী তাদেরকে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে আঙুল উঁচিয়ে কি যেন দেখাল। সম্ভবত ডাক্তারের বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে ছুটল তিনজন লোক।

অ্যানরিল জানে না ডাক্তার জেন আদৌ শহরে আছে কিনা। তবে গত রাতে তাকে শহরে দেখা গেছে। সুতরাং আজ তার থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

'ওদিকে সতর্ক চোখ রাখো,' হঠাৎ ছেলেকে বলল অ্যানরিল। 'আমি বরং দেখি লিভোর জন্যে কি করা যায়। ডাক্তার পাওয়া না গেলে ওর জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

বইঘর.কম

রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই নড করল নোয়েন। লিভোর সেলের সামনে চলে এল অ্যানরিল। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল।

বাঙ্কে শুয়ে গোঙাচ্ছে লিভো। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পকেট থেকে ছুরি বের করল শেরিফ অ্যানরিল। উরুর কাছে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ প্যান্ট কেটে ফেলল। ভাল পায়ের বুট খুলে উরুর নিচে দিয়ে ক্ষতস্থানটা একটু উঁচু করল সে। তারপর খুলে ফেলল নিজের বেল্ট। ক্ষতস্থানের একটু ওপরের উরু খুব করে কষে বাঁধল ওটা দিয়ে। পুরোপুরি বন্ধ না হলেও অনেক কমে গেল রক্ত পড়া।

'চুপ করে শুয়ে থাকো,' বলে সেল থেকে বেরিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দিল শেরিফ। ওঅশস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। হাত ধুয়ে চলে এল অফিসরুমে।

আগের জায়গায় এসে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল। ডাক্তার জেনকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে রেমন্ডের তিনজন লোক। তারা স্যালুনের সামনে আসতেই ডাক্তারের সঙ্গে যোগ দিল বিলিন্ডা। ডাক্তার আর বিলিন্ডা এগোতে লাগল শেরিফের অফিসের দিকে।

দূর থেকেও বিলিন্ডার পোশাকের ছেঁড়াগুলো দেখতে পেল বাপ-বেটা। আরেকটু এগিয়ে এলে তার গালে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর ছাপ দেখা গেল। বাঁ গালে একটা ছোট ক্ষত দেখা যাচ্ছে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে ওখানটায়।

'কুত্তার বাচ্চা!' গালি বেরিয়ে এল নোয়েনের কণ্ঠ চিরে।

'বিলিন্ডা এখন মুক্ত,' শেরিফ ভিয়ান বলল। 'শান্ত হও, মাই বয়।'

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল নোয়েন। ঢেউ যেভাবে তীরে আছড়ে পড়ে তেমনি করে নোয়েনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিলিন্ডা। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নোয়েন বিলি কাটতে লাগল

boighar.com

বিলিন্ডার চুলে।

ডাক্তারকে পথ দেখাল অ্যানরিল। 'তোমার কিছু লাগবে, ডাক্তার?'

তখনই কিছু বলল না জেন। গাট্টাগোট্টা গড়ন তার। ক্ষুদ্রদেহী। সবসময় বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে রাখে মুখে। কালো স্যুট পরেছে ডাক্তার জেন। হলদেটে হয়ে গেছে কোটের কলার।

লিভোর পাশে এসে টুল টেনে বসল জেন। বাঁধনটার দিকে তাকাল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে অ্যানরিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুইস্কি লাগবে, আর একে চেপে ধরার জন্যে একজন শক্ত লোক দরকার।'

নড করে সেল থেকে বেরিয়ে গেল ভিয়ান অ্যানরিল। অফিসরুমে এসে ডেস্কের নিচের ড্রয়ার থেকে নিজের হুইস্কির বোতলটা বের করল। গোলাগুলির সময় বোতলটার কোন ক্ষতি হয়নি দেখে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে।

বোতলটা ধরে ছেলের দিকে তাকাল নোয়েন। এখনও বুকে আগলে রেখেছে সে বিলিন্ডাকে।

'সতর্ক থেকো, নোয়েন। আমি ডাক্তারকে সাহায্য করতে চললাম।' বলেই সে অফিসরুম ত্যাগ কবল।

বিলিন্ডাকে ছেড়ে দিয়ে চেষ্টাকৃত হাসি দিল নোয়েন। পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর চোখ মুছে দিল। চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল বিলিন্ডা। লাল হয়ে উঠেছে তার ফর্সা মুখ।

'আজকের দিনটা তোমার জীবন থেকে মুছে ফেলো, বিলিন্ডা,' শান্ত গলায় নোয়েন বলল। 'কিছুই হয়নি তোমার।'

ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কান্নার দমক আটকাতে বেশ কষ্ট হলো বিলিন্ডার। 'তাই কি হয়?' ধরা কণ্ঠে বলল সে। 'আজ যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি। আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিন যে

বইঘর.কম

আজ। কি করে ভুলি?'

আবেগে বিলিন্ডাকে আবার বুকে টেনে নিল নোয়েন। হারিয়ে গেল ওর নরম উষ্ণ দুটো ঠোঁটের মাঝে।

হুইস্কির বোতল ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিল ভিয়ান অ্যানরিল। ছিপি খুলে ওটা লিভোর হাতে দিল ডাক্তার। 'অর্ধেকটা খালি করো।'

বোতলে চুমুক দিল লিভো।

'পা-টা বাঙ্কের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছি,' শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল জেন। 'তুমি ওর ঘাড় চেপে ধরে রাখো।'

ব্যাগ খুলে যন্ত্রপাতি বের করতে শুরু করল ডাক্তার জেন।

তেরো

অফিসরুম ও সেলের মাঝখানের দরজা বন্ধ। তারপরও লিভোর আর্তনাদ চমকে দিল বিলিন্ডা আর নোয়েনকে। শীতল চোখে লং শটের দিকে তাকাল নোয়েন।

সে জানে বিলিন্ডা এখানে মোটেই নিরাপদ নয়। শুধু বিলিন্ডা কেন, কেউই নিরাপদ নয় এখানে। এখন যদি লিভো রেমন্ড মারা যায়...

'বিলিন্ডা, এখান থেকে এখন তোমার চলে যাওয়া উচিত,' নোয়েন বলল। 'ঘরে যাও। অথবা রেমন্ডের চোখের আড়ালে

boighar.com

কোথাও চলে যাও।'

মাথা উঁচু করে নোয়েনের চোখের দিকে তাকাল বিলিন্ডা। তার চোখে মুখে এখনও ভয়ের ছাপ লেগে আছে। বিলিন্ডাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে ইচ্ছে করছে নোয়েনের। কিন্তু সে জানে তা সম্ভব নয়। রেমন্ডের লোকজন নজর রাখছে এদিকে। এখান থেকে তার বেরোনো আর নিজের কবরে ঢোকা একই কথা।

শহরের দক্ষিণে কোমাঞ্চি ক্রীকের ধারে বিলিন্ডাদের বাসা।

'শহরের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে বাসায় চলে যাও, বিলিন্ডা। দেরি কোরো না।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল নোয়েন।

'ওরা···আমাকে···,' কান্নার দমকে কথা হারিয়ে ফেলল বিলিন্ডা।

মেয়েটিকে কাছে টেনে নিল নোয়েন। 'ওসব একেবারে ভুলে যাও, বিলিন্ডা। কিছুই হয়নি তোমার। আমি শুধু দেখতে চাই তুমি নিরাপদে ঘরে পৌঁছেছ।'

হাতের চেটোয় চোখ মুছে দরজার দিকে এগোল বিলিন্ডা। দরজা খুলে দিল নোয়েন। এক নজর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল সে। হারিয়ে গেল ঘরবাড়ির আড়ালে।

দরজা বন্ধ করে নোয়েন দৌড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। নজর দিল স্যালুনের দিকে। রেমন্ডের কোন লোক বিলিন্ডাকে অনুসরণ করেনি।

রেমন্ডের চড়ের দাগ বসে গেছে আইভির ডান গালে। একটা সিলভার ডলারের সমান অংশ লাল হয়ে আছে। অশ্রুর দাগ লেগে আছে গালে। রাগের ছাপ আইভির চোখে। স্যালুনের এক কোনায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রেমন্ডের দিকে।

বইঘর.কম

রেমন্ড খুন হতে পারে আজ। অথবা নোয়েনও মারা যেতে পারে। তবে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। অ্যানরিল হিংস্রতা দিয়েই রেমন্ডের হিংস্রতার জবাব দিয়েছে। এবং রীতিমত এই বর্বর, অসভ্য লোকটাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। ভাবতেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ছাপিয়ে মনটা খুশি হয়ে উঠল আইভির। ঠোঁটে এক চিলতে হাসির রেখাও ফুটল।

রেমন্ডের দৃষ্টি এড়াল না তা। আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে বসল।

হঠাৎ সামনের বোতলটা তুলে নিল রয়েল রেমন্ড। প্রচণ্ড আক্রোশে বারের পেছনের আয়নায় ছুঁড়ে মারল। গ্লাস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে নিচে পড়ল। বার থেকে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার তুলে নিল রেমন্ড। ঘুরে বারের এক কোণে গিয়ে চেয়ার দিয়ে ব্যাকবারের সমস্ত বোতল ও গ্লাস ভেঙে চুরমার করে দিল।

আইভি জানে বাধা দেয়ার ক্ষমতা তার নেই। নীরবে দেখতে লাগল সে একটা বুনো জন্তুর বর্বরতা। ক্রমাগত আঘাতে চেয়ারটাও ভেঙে গেল একসময়।

রেমন্ডের কয়েক সঙ্গী কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করল না দলনেতা। বাধ্য হয়ে ওরাও আইভির মত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিল।

জোরে জোরে দম নিচ্ছে রয়েল রেমন্ড। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। ব্যাকবারের শেষ মাথায় চলে গেল সে। শরীরের সমস্ত শক্তিতে চাপ দিল বারের ওপর।

বেঁকে গেল বার। আরেকবার প্রচণ্ড চাপ দিতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ওটা। মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগল বিয়ারের পিপেগুলো। পিপের ছিপি খুলে দিতেই বিয়ারে ভেসে গেল মেঝে

চোখ বুজে ফেলল আইভি। কয়েক মিনিটের মধ্যে সবগুলো

boighar.com

পিপেই খালি হয়ে গেল।

উন্মত্ত ষাঁড়ের মত লাগছে রেমন্ডকে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে সে। আর একটা চেয়ার মাথার ওপরে তুলল রেমন্ড। ছুঁড়ে মারল একটা টেবিলের ওপর। উল্টে গেল টেবিল। কয়েক টুকরো হয়ে গেল চেয়ারটা। এরপর একটা একটা করে চেয়ার ধ্বংস করতে লাগল সে। তারপর টেবিলগুলোরও একই অবস্থা করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বারের সমস্ত চেয়ার টেবিল বরবাদ হয়ে গেল। চুলো জ্বালানো ছাড়া অন্য কোন কাজেই লাগবে না ওগুলো।

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সব দেখছে আইভি। দম নিতে কিছুক্ষণের জন্যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল রয়েল রেমন্ড। হাঁপাচ্ছে। পরবর্তী অধিবেশনের জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে তার বুক। বিশাল হাতদুটো নেতিয়ে আছে। কিন্তু তার চোখের আগুন এতটুকু নেভেনি।

সুস্থির হয়ে এবার স্যালুনের জানালা নিয়ে মেতে উঠল রয়েল রেমন্ড। টেবিলের একটা পায়া দিয়ে প্রতিটি জানালার কাচ ভেঙে চুরমার করে দিল।

সবগুলো জানালার বারোটা বাজিয়ে ঝাড়বাতির দিকে নজর দিল রেমন্ড। মনে হলো কোন বুনো ভালুক মৌচাক ভাঙছে। সুইং ডোরটাও রেহাই পেল না তার ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে।

আক্রোশ মেটানোর মত আর কিছু নেই দেখে এবার বিষদৃষ্টিতে আইভির দিকে ফিরল রেমন্ড। 'দেখলে তো আমি কি করতে পারি? এটাকে আমার ছেলের পায়ে গুলি করার বদলা বলতে পারো। যাও, তোমার স্বামীকে গিয়ে বলো আমার বন্দী আর লিভোকে আমার হাতে তুলে না দিলে পুরো শহরের অবস্থা তোমার স্যালুনের মত করে ছাড়ব আমি।'

একটুও নড়ল না আইভি। আসলে সে নড়তে পারছে না

বইঘর.কম

রেমন্ডের বর্বরতা অবশ করে দিয়েছে তাকে। কেউ যেন পেরেক দিয়ে তাকে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

'এখন আমরা হুইস্কি পাই কোথায়?' আফসোসের সুরে বলল রেমন্ডের এক সঙ্গী।

চট্ করে তার দিকে তাকাল রেমন্ড। 'পেছনের রুমে গিয়ে দেখো।'

পেছনের রুমে ধেয়ে গেল দু'জন।

'সঙ্গে কয়েকটা গ্লাসও নিয়ে এসো,' হাসতে হাসতে বলল একজন।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। রেমন্ডও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

ভীষণ ভেঙে পড়েছে আইভি। তার তিন বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা লং শট মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তছ্নছ্ করে দিয়েছে রয়েল রেমন্ড। তবু সান্ত্বনা খুঁজে পেল আইভি এই ভেবে ইতর লোকটি অ্যানরিলকে সরাসরি আঘাত করতে না পেরে বারবার আক্রমণের এমন সব বিকল্প লক্ষ্যবস্তু খুঁজে নিচ্ছে, যাতে তার হীনম্মন্যতা আর অসহায়ত্বই প্রকাশ পাচ্ছে।

ধীর পদক্ষেপে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল আইভি অ্যানরিল। আশপাশের জানালায় বেশ কিছু উৎসাহী মুখ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আইভির চোখে চোখ পড়ার আগেই সরে গেল সবগুলো মুখ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল আইভি শেরিফের অফিসের দিকে। সান্টা ইনস শহরে এখন আইন আছে বলে মনে হচ্ছে না। রীতিমত শক্তির খেলা চলছে এখানে। একদিকে চোদ্দজন বর্বর লোক, অন্যদিকে ভিয়ান অ্যানরিল একা। অথচ এই ঝামেলা মীমাংসা করতে পারে যে শহরবাসী, তারা দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছে নীরবে।

boighar.com

নতুন এক উপলব্ধি আনমনা করে তুলল আইভিকে। যে নিশ্চয়তা পাওয়ার আশায় স্বামী-ছেলেকে ছেড়ে এসেছিল সে, তার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। তার চাওয়া এবং পাওয়া একেবারেই অর্থহীন। যে কারণ দেখিয়ে আইভি স্বামীকে ছেড়ে এসেছিল তা শুধুই একটি কারণ। তার বেশি কিছু নয়।

হোটেলের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল আইভি। শেরিফের অফিসের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে স্যালুনের দিকে তাকাল। হোটেলের দিকেও তাকাল একবার।

আইভি জানে না আজকের লড়াইয়ে কে জিতবে। তবে এটুকু জানে এই লড়াইয়ে তার কোন ভূমিকা নেই। শহরবাসীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হতে পারে—বোঝার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো আইভি।

কি মনে করে সে সান্টা ইনস হোটেলের দিকে মুখ ঘোরাল। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। সোজা ডেস্কে গিয়ে ক্লার্কের কাছে ওপর তলার একটা রুম চাইল, যেখান থেকে চারদিকটা দেখা যায়।

চাবি দিল ক্লার্ক। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল আইভি। নির্দিষ্ট রুম খুলে ভেতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে জানালার পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। এখান থেকে সহজেই চারদিকে নজর রাখা যায়। স্বামীকে সাহায্য করতে না পারুক, দেখতে অন্তত পারবে কিভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয় সে।

জ্ঞান ফিরেছে লিভোর। ধীরে ধীরে মাথা এপাশ-ওপাশ করছে। পা থেকে ব্যথার তীব্র একটা ঢেউ ধীরে ধীরে ওপরে উঠে মগজে আছড়ে পড়ল তার। গুঙিয়ে উঠল লিভো। মনে হলো আহত পা-টা কেটে ফেলা হয়েছে বুঝি। বহু কষ্টে মাথা তুলে পায়ের দিকে তাকাল সে। ব্যান্ডেজ দেখতে পেল। ব্যান্ডেজের কিছু অংশ রক্তে

বইঘর.কম

লাল হয়ে গেছে।

'এই, কে আছ?' ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল লিভো।

সেলের বাইরে চেয়ার ঘসার শব্দ উঠল। উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। লিভোর পাশে এসে দাঁড়াল।

লিভোর মুখের দিকে না তাকিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ের দিকে তাকাল জেন। 'সব ঠিক আছে। এ-যাত্রায় বেঁচে গেলে বোধহয়। কিন্তু হ্যাঁ, একদম নড়াচড়া চলবে না। আবার রক্তক্ষরণ শুরু হলে নির্ঘাত মারা পড়বে।'

'কতদিন এভাবে শুয়ে থাকতে হবে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ লিভোর।

'কমসে কম এক হপ্তা,' জানাল ডাক্তার।

'অসম্ভব,' আঁতকে উঠল যেন লিভো, 'আজই বাবা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে।'

'তবে তার আগে তোমার বাবাকে তোমার জন্যে একটা কবর খুঁড়তে বোলো। আমার কথা জানিয়ে দিলাম, ব্যস।'

ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল।

'বেঁধে রাখার দরকার আছে?' জেনকে প্রশ্ন করল সে।

'উঁহু, বাঁচতে চাইলে সে চুপ করেই শুয়ে থাকবে। মরার ইচ্ছে থাকলে অবশ্য অন্য কথা,' হাসল জেন।

সেলের দরজা খুলে শেরিফের অফিসরুমে এল ডাক্তার। ভিয়ান তাকে অনুসরণ করল।

'এখন চলি,' ডাক্তার বলল। 'বিকেলে আরেকবার এসে দেখে যাব। রক্তক্ষরণ ফের যদি শুরু হয় খবর দিয়ো।'

দরজা খুলে দিল শেরিফ। ডাক্তার বেরিয়ে গেল। তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল অ্যানরিল।

স্যালুনের সামনে যেতেই ডাক্তারকে থামাল রেমন্ড। চোখ কুঁচকে শেরিফ সেদিকে তাকাল। কিছুক্ষণ কি যেন বলল ওরা।

boighar.com

তারপর জেনকে স্যালুন পেরিয়ে যেতে দেখল অ্যানরিল। বুঝল ছেলের ব্যাপারে রেমন্ড আশ্বস্ত হয়েছে।

অ্যানরিল রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে আইভি। কিছুদূর এগিয়ে হোটেলের সামনে থমকে দাঁড়াল সে। কি যেন ভাবল আনমনে। তারপর ঘুরে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল।

দ্বিতীয়বারের মত ওঅটর ওয়াগনে চেপে বসেছে হোসে ওয়েস্ট। রাস্তায় পানি ছিটাতে ছিটাতে এগিয়ে আসছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল ভিয়ান অ্যানরিল। এখন দুপুর। এই মারাত্মক দাবা খেলায় এখন চাল দেবার পালা রেমন্ডের। আর শেরিফ ভিয়ানের অপেক্ষার পালা।

চোদ্দ

হঠাৎ ভিয়ান অ্যানরিলের খেয়াল হলো—ছেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলের দিকে তাকাল সে। নোয়েনের দৃষ্টিতে বাবার কাজের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে মনে হলো। চোখ ফেরাল নোয়েন।

'এরপর কি হবে?' প্রশ্ন ছুঁড়ল সে।

'এবার রেমন্ডের পালা।'

'না বাবা, রেমন্ড তার পালা শেষ করেছে,' জানালার দিকে আঙুল তুলল নোয়েন। 'ওই দেখো।'

স্যালুনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল ভিয়ান অ্যানরিল।

বইঘর.কম

স্যালুনের দফারফা করেছে রেমন্ড। সুইং ডোরের একটা পাল্লা রাস্তায় পড়ে আছে দেখা গেল। জানালার ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে। রোদ চিক্‌চিক্ করছে ওগুলোর গায়ে পড়ে।

এবার বুঝল অ্যানরিল একটু আগে কেন আইভি হোটেলের দিকে গেল। এই কারণেই হয়তো সে শেরিফের অফিসে আসতে গিয়েও মত পাল্টে হোটেলে গিয়ে ঢুকেছে।

বেদনা অনুভব করল অ্যানরিল। তিলে তিলে স্যালুনটা গড়ে তুলেছিল আইভি। বাইরে থেকে আসা এক পিশাচের ক্রোধের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে সেসব। অর্থ আর নিরাপত্তার আশায় ওটার পেছনে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছে আইভি। সব হারিয়ে সে এখন নিঃস্ব। আবার স্যালুনটা দাঁড় করাবার মত আর্থিক সামর্থ্য আইভির নেই। কোনভাবে ঠেলেঠুলে দাঁড় করাতে পারলেও আগের মত জমজমাট ব্যবসা জমাতে পারবে বলে মনে হয় না। নির্দ্বিধায় বলা যায় শহর ছাড়ার আগে রেমন্ড কম হোক বেশি হোক শহরের ক্ষতি করবেই। এজন্যে নোয়েন, ভিয়ান অ্যানরিল, এমন কি আইভিকেও দায়ী করবে শহরবাসী। আইভির স্যালুন ব্যবসা তখন কেমন চলবে সহজেই বোঝা যায়।

তাছাড়া আজকের পর অ্যানরিলও তার আগের মর্যাদা ফিরে পাবে না। এতদিন সে ছিল সম্মানিত একজন ল-ম্যান। দাগী-আসামী আর সাধারণ মানুষের মাঝখানে দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে ছিল অ্যানরিল। নিজেকে সে আইনের প্রতিমূর্তি বলে ভেবেছে। কিন্তু আজ শেরিফ উপলব্ধি করতে পারছে সাধারণ শহররাসী থেকে সে আলাদা কিছু নয়। জনপদ-সমাজ ইত্যাদি শক্তিশালী না হলে তাদের আইনও শক্ত হয় না। অ্যানরিলের মনে হচ্ছে আজ সে হেরে যাবে। কারণ তার সমাজ তাকে সমর্থন করেনি।

চরম এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এখন সান্টা ইনসে। ছেলেকে

boighar.com

হারানোর ভয়ে রয়েল রেমন্ড চূড়ান্ত কিছু করার সাহস পাচ্ছে না। অন্যদিকে অ্যানরিল বা নোয়েনও শেরিফের অফিস থেকে বেরোতে পারছে না।

তবে এটা ঠিক এই অচলাবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না। ভিয়ান অ্যানরিল ও নোয়েনকে শেরিফের অফিস থেকে বের করে আনার কায়দা জানা আছে রেমন্ডের। রেমন্ড নিশ্চিত—শহর জ্বালিয়ে দিলে ওরা এখানে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারবে না। কিন্তু কাজটা করতে সাহস পাচ্ছে না রেমন্ড। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেকে মেরে ফেলতে পারে অ্যানরিল, বোঝে সে।

হঠাৎ জুনহো বোলার্দির কথা মনে পড়ল শেরিফ অ্যানরিলের। দ্রুত পায়ে জুনহোর সেলের পাশে এসে দাঁড়াল সে। সেলে ঢোকার পর থেকেই একেবারে চুপ হয়ে গেছে মানুষটা। এমন কি স্যালুন থেকে যখন বিলিন্ডার চিৎকার ভেসে আসছিল, তখনও মূর্তির মত গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল সে। টুঁ শব্দটিও করেনি।

'বোলার্দি,' নরম গলায় ডাকল শেরিফ।

চোখ তুলে শেরিফ ভিয়ানের দিকে তাকাল সে।

'এখান থেকে ছাড়া পেয়ে,' বলল শেরিফ, 'তুমি যদি লং শট স্যালুনের দিকে না গিয়ে ঘরে তোমার মেয়ের কাছে ফিরে যাও, তাহলে ছেড়ে দিতে পারি তোমাকে। ওর এখন সান্ত্বনা দরকার। তোমার মেয়ের জীবনে আজ যা ঘটেছে সেজন্যে সে দায়ী নয়।'

'হ্যাঁ, আমি বিলিন্ডার কাছেই যাব,' ভাঙা গলায় জানাল জুনহো।

'কথা দিতে হবে।'

'দিলাম,' সরাসরি অ্যানরিলের চোখে তাকিয়ে বলল জুনহো।

শেরিফ সেলের দরজা খুলতেই সে বেরিয়ে এল। মূল দরজার সামনে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল জুনহো। 'তুমি সত্যিই ভাল লোক,' সে বলল। 'ভাল এবং শক্ত। এখন আমি বিলিন্ডার কাছে যাচ্ছি। কিন্তু

বইঘর.কম

ফিরে আসব। তোমার পাশে পাবে আমাকে।'

মৃদু নড করল শেরিফ রাস্তায় নামল জুনহো। লং শটের দিকে না গিয়ে অন্যদিকের পথ ধরল।

স্যালুনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল ভিয়ান অ্যানরিল। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

মেয়র জিম ডগলাসের নেতৃত্বে এইমাত্র স্যালুনে ঢুকল পাঁচজনের একটি দল। মেয়র স্বয়ং পেসকল, থিম্বল জ্যাক, রাফায়েল ও বুচওয়ার্ল্ড।

স্যালুনে ঢুকেই ধ্বংসের ব্যাপকতায় আতঙ্কিত হয়ে উঠল সবাই। অন্তত একটা চেয়ার কিংবা টেবিলও চোখে পড়ল না তাদের। এক কোণে মেঝেতে পড়ে আছে অচেতন স্টুট। বারের পেছনে একটা বোতল বা গ্লাসও নেই। আয়না, জানালার কাঁচ, ঝাড়বাতি সব চূর্ণ-বিচূর্ণ। উল্টে আছে বিধ্বস্ত বার।

স্টোররুম থেকে মদের ছোট পিপেগুলো এনে ওগুলোকেই চেয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে রেমন্ডের লোকজন। বড় একটা পিপের ওপর পোকার খেলছে পাঁচ সঙ্গী।

স্যালুনের ঠিক মাঝখানে একটা পিপের ওপর বসে আছে রয়েল রেমন্ড। 'কি চাও তোমরা?' কঠিন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল সে।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ডগলাস। রেমন্ড তাদের সঙ্গে কোনরকম আপসরফা নিয়ে আলোচনা করবে কিনা বুঝতে পারছে না সে।

'তোমার আর শেরিফ অ্যানরিলের সমস্যার একটা মীমাংসা করে দিতে এসেছি আমরা,' ডগলাস বলল।

'মীমাংসা?' হুঙ্কার ছাড়ল রেমন্ড। 'আমার এক ছেলেকে হত্যা

boighar.com

করে কবরে ঢোকানো হয়েছে। আরেক ছেলেকে আহত করে সেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আর তোমরা বলছ মীমাংসার কথা?'

'আমরা চাই না শহরে কোন ঝামেলা হোক।'

'ঝামেলা?' আবার গর্জে উঠল রেমন্ড। 'ঝামেলার দেখেছ কি? আরও অনেক ঝামেলা আছে তোমাদের কপালে। সূর্য ডোবার আগেই সান্টা ইনস শহর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

'মানে, বলছিলাম কি, আমরা যদি টেক্সাসের গভর্নরের কাছ থেকে নোয়েনের বিচারের ব্যবস্থা এখানে করার আদেশ নিয়ে আসি?' ভয়ে ভয়ে বলল মেয়র।

তীক্ষ্ণ চোখে ডগলাসের দিকে তাকাল রেমন্ড। উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে তার মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'সূর্য ডোবার আগে আমি নোয়েনকে চাই। নইলে স্বয়ং ঈশ্বর এসেও এই শহরকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।'

'সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করো, মিস্টার রেমন্ড,' আর্তি ঝরে পড়ল মেয়রের গলায়। 'শহরে আগুন দিলে আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়ব।'

'কথাটা বরং তোমাদের শেরিফকে গিয়ে বলো।'

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করল জিম ডগলাস। পেছন থেকে তার কানের কাছে মুখ এনে কিছু বলল রাফায়েল।

'ঠিক আছে, তোমার হাতে নোয়েনকে তুলে দেয়া হলে শহর ছেড়ে চলে যাবে তো?' বলল ডগলাস।

'সঙ্গে সঙ্গে,' বিদঘুটে হাসি রেমন্ডের এ-কান থেকে ও-কানে গিয়ে ঠেকল।

'পারবে না যেতে,' দরজায় একটা কণ্ঠ শুনে চমকে তাকাল সবাই। ডাক্তার জেন ঢুকেছে স্যালুনে। রেমন্ডের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'লিভো একদম নড়াচড়া করতে পারবে না। আবার

রক্তক্ষরণ শুরু হলে মৃত্যু ঠেকানো যাবে না ওর।'

'আমরা শেরিফকে সেলে পুরে নোয়েনকে তোমার হাতে তুলে দেব,' ডাক্তারের কথায় কান না দিয়ে বলল ডগলাস।

'একটা শয়তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ো না, ডগলাস,' ক্রোধের সঙ্গে বলল জেন।

ডাক্তারের চোখে চোখ রাখল ডগলাস।

'চোপ, বুড়ো উল্লুক!' গর্জে উঠল রেমন্ড।

'কেন চুপ করব?' রাগে রীতিমত কাঁপছে জেন। 'আমাকেও ন্যাংটা করবে? মারতে পারবে না জানি। তার আগে ছেলের কবর খুঁড়তে হবে। তোমাদের সব ক'টাকে শহর থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেও তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না।'

'চুপ করো, ডাক্তার,' ডগলাস বলল। 'নোয়েনকে বন্দী করার লিগ্যাল ওয়ারেন্ট আছে ওর কাছে।'

বিষদৃষ্টিতে মেয়রের দিকে তাকাল জেন। 'তাহলে নিশ্চয় তুমি এটাও বলবে যে সান্টা ইনস থেকে বেরোনোর পরই নোয়েনকে গাছে ঝোলানোরও লিগ্যাল ওয়ারেন্ট আছে ওর কাছে? বিলিন্ডাকে লোকজনের সামনে উলঙ্গ করারও লিগ্যাল ওয়ারেন্ট ওর কাছে আছে? কিংবা মিসেস অ্যানরিলের স্যালুন এভাবে ধ্বংস করার আইনগত অধিকারও আছে?'

চাউনি দেখে মনে হলো ডাক্তারকে চিবিয়ে খাবে রেমন্ড! কিন্তু জেন জানে রেমন্ড তার গায়ে একটা টোকাও দেবে না এখন নিজেরই স্বার্থে।

প্রথমে ডগলাস তারপর রেমন্ডের দিকে ক্রোধের দৃষ্টি হেনে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল জেন। শেরিফের অফিসের দিকে এগিয়ে চলল।

জিম ডগলাসের মত ভীরুদের রক্ষা করার কাজেই নিজের

boighar.com

জীবনভর কাজ করল অ্যানরিল। অথচ আজ তার দুর্দিনে সেই ডগলাসরাই কিনা চলে গেল রেমন্ডের মত এক নরপশুর দলে? অ্যানরিলের সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পেল ডাক্তার। সেবা পাওয়ার উপযুক্ত কিনা বিচার না করে সে-ও ডগলাসদের সেবা করে যাচ্ছে অ্যানরিলের মত।

পনেরো

রেমন্ড বাহিনী একদিকে বিলিন্ডাকে নিয়ে মেতে উঠেছে, অন্যদিকে তখন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল টিম স্টুটের। ঝাপসা থেকে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হলো তার দৃষ্টি। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল স্টুট।

স্যালুনে কি হচ্ছে চট্ করে বুঝতে পারল না সে। তবে এটুকু অনুমান করতে পারল তার দিকে কারও নজর নেই। পালানোর এটাই উপযুক্ত সময়, বুঝল স্টুট।

দুর্বল শরীরে ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। স্যালুনের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাক্স-পিপের মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ পথে সামনে এগোল। হঠাৎ নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ কানে এল তার। থমকে দাঁড়াল। আইভির কণ্ঠ চিনতে পেরেছে। ইচ্ছে হলো ঘুরে আবার স্যালুনে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু রেমন্ডের কঠোর চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ইচ্ছেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল সে। তাছাড়া বমির বেগও অনুভব করছে। তাড়াতাড়ি এগোল সে।

স্যালুন থেকে বেরিয়েই রাস্তার ওপর বসে পড়ল স্টুট। বমি

বইঘর.কম

করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর কিছুটা সুস্থ বোধ করল।

উঠে ধীরে ধীরে সামনে এগোতে লাগল স্টুট। এখন কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। প্রচণ্ড তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে তার। শেরিফের বাসায় গিয়ে পানি খেতে পারলে বেশ হত, ভেবে সেদিকেই হাঁটা ধরল স্টুট।

নিঃশব্দে পেছন দিক দিয়ে শেরিফের বাসায় ঢুকে পড়ল স্টুট। রান্নাঘরে ঢুকতেই এক বালতি পানি দেখতে পেল। পেট ভরে পানি খেল সে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বমির বেগ চাপল। দৌড়াল দরজার দিকে। দরজায় বসেই বমি করল সে আবার।

একটু সুস্থির হয়ে আবার ঘরে ঢুকল স্টুট। পানির বালতির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল। আরও খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সাহস হলো না।

অ্যানরিলের পার্লারে চলে এল স্টুট। হাত দিয়ে শরীরের ময়লা ঝেড়ে পাশের সোফায় শরীর এলিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে।

দল নিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে এগিয়ে চলেছে জিম ডগলাস।

'তোমার কাছে পিস্তল আছে, তাই না?' রাফায়েলের দিকে তাকিয়ে বলল ডগলাস।

'হ্যাঁ, আছে।'

'গুড! লুকিয়ে রাখো ওটা। আমি যখন শেরিফের সঙ্গে কথা বলব, ওটা ওর পিঠে ঠেকিয়ে অস্ত্র ছিনিয়ে নেবে।'

'কিন্তু কিন্তু···' আমতা আমতা করতে লাগল রাফায়েল।

'তাহলে তুমি কি চাও সান্টা ইনস শহর ধ্বংস হয়ে যাক?'

কিছু না বলে মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল রাফায়েল।

'আর কারও কাছে অস্ত্র আছে?' অন্য সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল মেয়র।

boighar.com

'আমার কাছে আছে,' জানাল পেসকল।

'ঠিক আছে, তুমি অস্ত্র ধরবে নোয়েনের পিঠে।'

শেরিফের অফিসের দরজায় পৌঁছল ওরা। এর মধ্যে আর কোন অঘটন ঘটেনি। দরজায় টোকা দিল ডগলাস।

দরজা খুলে গেল। অ্যানরিল ওদেরকে শীতল হাসি উপহার দিল। ভাবভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল—লং শট থেকে বেরিয়ে এখানে আসা পর্যন্ত আমি তোমাদের ওপর নজর রেখেছি।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' নার্ভাস কণ্ঠে বলল ডগলাস।

শেরিফের অফিসরুমে ঢুকল সবাই।

'পুরানো কথাই কি বলতে এসেছ?' চেষ্টাকৃত হাসি দিল শেরিফ ভিয়ান এক টুকরো।

'হ্যাঁ,' কেশে নিয়ে ডগলাস বলল। 'তবে রেমন্ড তোমার ছেলেকে টেক্সাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি নোয়েনকে ওর হাতে তুলে দাও। আরেকটা সুখবর হলো রেমন্ড তার ছেলেকে এখানে ডাক্তারের হেফাজতে রেখে যেতে রাজি হয়েছে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল শেরিফের। 'সত্যি?' তার গলায় পরিষ্কার অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ,' বলল ডগলাস। তাকাল সঙ্গীদের মুখের দিকে। মনে হলো যেন হঠাৎ করে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে সবাই। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে ডগলাসকে সমর্থন জানাল তারা।

প্রথমে ডগলাস তারপর একে একে অন্য মুখগুলোর ওপরও জরিপ চালাল শেরিফ।

'রেমন্ড নিজে এসে কেন প্রস্তাবটা দিল না?' চোখ কুঁচকে বলল ভিয়ান অ্যানরিল।

'তোমার সামনে সে এখন আসতে চায় না। এর মধ্যে সে

বইঘর.কম

রাগের বশে আইন পরিপন্থী অনেকগুলো কাজ করে ফেলেছে।'

রাফায়েলকে লক্ষ্য করছে ডগলাস। নিঃশব্দে অ্যানরিলের দিকে এক পা এগোল রাফায়েল। ওর দিকে তাকানো উচিত হয়নি—বুঝল মেয়র। চট্ করে দৃষ্টি ঘুরিয়ে পেসকলকে দেখল। নোয়েনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে পেসকল।

এক লহমায় পেসকল নিজের অস্ত্র হোলস্টারমুক্ত করে নোয়েনের পিঠে ঠেসে ধরল। শক্ত হয়ে গেল নোয়েন।

প্রায় একই সঙ্গে রাফায়েল অস্ত্র ঠেকাল শেরিফের পিঠে। অন্য হাতে সে অ্যানরিলের হোলস্টার খালি করে ফেলল।

'মিথ্যুক!' জ্বলন্ত চোখে ডগলাসের দিকে তাকিয়ে বলল শেরিফ ভিয়ান।

রীতিমত নার্ভাস দেখাচ্ছে ডগলাসকে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। হাতের কাঁপন টের পাওয়া যাচ্ছে। 'সেলে ঢুকে পড়ো, শেরিফ,' গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ডগলাস। 'আমরা এই অফিসের দায়িত্ব নিচ্ছি। নোয়েনকে রেমন্ডের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের শহর রক্ষা করব আমরা।'

একচুল নড়ল না অ্যানরিল। ঘাড় ঘুরিয়ে স্থির চোখে তাকাল রাফায়েলের দিকে। 'ট্রিগার টেপো, রাফায়েল,' বলল সে। 'আমাকে সেলে ঢোকানোর সেটাই তোমাদের একমাত্র এবং সহজ পথ।'

'বাধ্য করা হলে সত্যিই রাফায়েল গুলি চালাবে, শেরিফ,' কেঁপে উঠল ডগলাসের কণ্ঠ। 'ওকে বাধ্য কোরো না প্রাণে বাঁচতে চাইলে।'

'তা-ই করতে বলো ওকে,' বলেই চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ, কেউ ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাফায়েলের হাত থেকে তার অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিল। তার বাঁ হাতে ধরা নিজেরটাও

boighar.com

নিয়ে নিল। রাফায়েলের রিভলবার নিজের বেল্টে গুঁজে ঘরের অন্য প্রান্তে পেসকলের দিকে তাকাল সে।

'পেসকল,' বজ্রকণ্ঠে বলল শেরিফ। 'নোয়েনের পিঠ থেকে অস্ত্রটা সরিয়ে নাও।'

সম্মোহিতের মত আদেশ পালন করল পেসকল।

'তোমার ছেলেকে আমি গুলি করতাম না, শেরিফ।'

'জানি,' বলেই সবগুলো মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ভিয়ান অ্যানরিল. 'আইভি আর আমি কিছুদিন ধরে বিচ্ছিন্ন আছি ঠিকই, কিন্তু সে আজও আমার স্ত্রী, আর আমি তার স্বামী,' মৃদু কণ্ঠে বলে চলল শেরিফ। 'তাকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করা হচ্ছে, তাতে তোমরা বাধা দিচ্ছ না। আমার ছেলে অপরাধ করেনি এমন দাবি আমি করিনি, আমি শুধু তার সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছি। রেমন্ডের ওয়ারেন্ট প্রত্যাখ্যান করেছি, আইন বলে তা আমি করতে পারি। প্রত্যাখ্যান করেছি কেন? যাতে ওর সঠিক বিচার হয়. সেক্ষেত্রে একবার কেন, দশবারও যদি ফাঁসী হয় ওর, আমি বরং খুশিই হব নিরপেক্ষ রায় হয়েছে ভেবে। অথচ তোমরা? তোমাদের চোখের সামনে তোমাদেরই শেরিফের স্ত্রী বেইজ্জত হচ্ছে, তার ছেলেকে একদল বহিরাগত গুণ্ডা এসে কেড়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তাতে বাধা দেয়ার সৎ সাহস নেই তোমাদের। কম করেও একশোজন মানুষ আছে সান্টা ইনসে, যারা ইচ্ছে করলেই পাশে এসে দাঁড়াতে পারে আমার। অন্তত নিজেদের শহরের মান-ইজ্জত রক্ষার স্বার্থে হলেও রেমন্ডকে প্রতিহত করতে পারে। অথচ কেউ আসছে না। উল্টে তোমরা এসেছ এক বদমাশের হয়ে ওকালতি করতে। লজ্জা করছে না তোমাদের। কিন্তু আমার করছে। কেন জানো? করছে এই জন্যে যে আমি তোমাদের মত চরম স্বার্থপর, নীচ মানসিকতার একদল জঘন্য মানুষের শহরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। যারা নিজের মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার চাইতে তা

বইঘর.কম

বহিরাগত তস্করদের হাতে তুলে দিতেই বেশি আগ্রহী।'

থামল শেরিফ। লম্বা করে দম নিয়ে উপস্থিত সবার মুখের দিকে তাকাল এক এক করে। 'তোমাদেরকে গ্রেফতার করছি আমি। সেলে ঢুকে পড়ো সবাই। ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত এখানেই থাকবে তোমরা। তবে চিন্তা কোরো না, ঝামেলাটা মিটে গেলে তোমাদের যাকে খুশি শেরিফ বানিয়ো। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব আমি।'

ধীরে ধীরে সেলের দিকে পা বাড়াল পরাজিত, বিবর্ণ জিম ডগলাস। অন্যরা অনুসরণ করল তাকে।

ষোলো

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। হোসে ওয়েস্টের ছিটানো পানি অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে। বাতাসে ধুলোবালি উড়তে শুরু করেছে আবার। একটা নিঃসঙ্গ কুকুর উত্তপ্ত রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। তারপর সান্টা ইনস হোটেলের উত্তর কোণার ছায়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। ওটার এদিক-ওদিক চকিত চাউনিতে অমঙ্গলের আভাস। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা করছে যেন কুকুরটা।

অফিসরূমের দরজায় চেয়ার টেনে বসেছে ভিয়ান অ্যানরিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লং শটের দিকে।

আজকের সূর্যাস্তই হবে সঙ্কট সমাধানের ডেডলাইন—ভাবল শেরিফ। এর মধ্যে কোন্ সুরাহা না হলে নিশ্চয় রেমন্ড মরণকামড়

boighar.com

দেয়ার চেষ্টা করবে। হয়তো নিরীহ আরও কিছু শহরবাসীকে জিম্মি করবে সে। তার দাবি মানতে শেরিফকে বাধ্য করার প্রচেষ্টা ছাড়বে না লোকটা কিছুতেই। যদি আবারও তেমন কিছু করে বসে রয়েল রেমন্ড, অ্যানরিলের বেশি কিছু করার থাকবে না। শহরবাসীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বিন্দুমাত্র বাধবে না রেমন্ডের মত নরপশুর। সে প্রমাণ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকবারই রেখেছে ও।

এখন এ জটিল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার একটাই মাত্র পথ খোলা আছে অ্যানরিলের। সেটা হচ্ছে যে কোন উপায়ে রেমন্ডকে হত্যা করা। একমাত্র তাহলেই সম্ভব নোয়েন আর সান্টা ইনস, উভয়কে রক্ষা করা।

দরজা লক করে ডেস্কে এসে বসল শেরিফ। ভেতরে লিভো রেমন্ডকে পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত ডাক্তার। কাজ সেরে শেরিফের অফিসরূমে চলে এল সে।

'এখন কি করবে, শেরিফ?' অ্যানরিলের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজে বলে উঠল আবার জেন, 'শয়তান রেমন্ডকে হত্যা করা ছাড়া তোমার আর কোন উপায় নেই। বুঝলে?'

'আমিও তাই ভাবছি,' শুকনো কণ্ঠে বলল অ্যানরিল। 'কিন্তু...'

'ওই ভীতুর ডিমগুলো যদি তোমাকে সাহায্য করত...' ফোঁস করে উঠল ডাক্তার জেন।

'ওদের দোষ দিয়ো না, ডাক্তার,' শান্ত গলা শেরিফ অ্যানরিলের। 'ওরা লড়াইয়ে অভ্যস্ত নয়।'

'কিন্তু শয়তানটার সঙ্গে হাত মেলাতে গেল কেন? শালা বিশ্বাসঘাতকের দল!'

নীরবে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল শেরিফ ভিয়ান।

'রাতে আরেকবার এসে দেখে যাব ওকে,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল জেন।

বইঘর.কম

মাথা ঘুরিয়ে নোয়েনের দিকে তাকাল অ্যানরিল।

'আমার অফিস সামলাতে পারবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সে।

'আগেও একবার সামলেছি। কিন্তু কেন?' উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল নোয়েন।

'আমাকে বেরোতে হবে।'

ভয়ের ছায়া পড়ল নোয়েনের উদ্বিগ্ন মুখে। নিজের জন্যে ভয় করছে না সে। এখন তার দুশ্চিন্তা বাবাকে নিয়েই। নোয়েন জানে শেরিফ এখান থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে রেমন্ডের প্রায় ডজন খানেক সঙ্গী তার পিছু নেবে। তাছাড়া সান্টা ইনস শহরে আড়াল খুবই কম। এত লোককে ফাঁকি দিয়ে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকার মত জায়গা নেই তেমন।

'ভেব না, আমি ঠিকই থাকব,' শান্ত গলায় বলল ভিয়ান অ্যানরিল। 'এছাড়া কোন পথ নেই। তোমাকে মুঠোয় পেতে ব্যর্থ হলে সান্টা ইনস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে রেমন্ড। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলে একটা কিছু করতেই হবে আমাকে। উপায় নেই।'

'আনমনে নড করল নোয়েন। কিছু বলতে চাইল। কিন্তু শব্দ বের হলো না গলা দিয়ে।

এগিয়ে গিয়ে গানর‍্যাক থেকে একটা ডাবল ব্যারেলের টেন-গেজ তুলে নিল অ্যানরিল। লোড করল। তারপর প্যান্টের দুই পকেটে ভরল মুঠো মুঠো শেল। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কার্তুজের বাক্স বের করল সে রিভলবারের জন্যে। কার্তুজ বেল্টের সবগুলো খালি লুপে কার্তুজ ভরল। হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে সিলিন্ডার ঘুরিয়ে লোড পরীক্ষা করল।

'আশা করছি এতেই চলবে,' ধরা গলায় বলল শেরিফ ভিয়ান। 'যদি···' কথা শেষ না করে থেমে গেল সে।

'বাবা, আমি···আমি সত্যিই দুঃখিত। এই পরিস্থিতিতে ঘরে

boighar.com

ফিরে এসে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে···আমি আমার বাবাকে···

'জানি,' মাথা দোলাল অ্যানরিল।

'মার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না, বাবা।'

'হয়তো। যদি তা-ই হয়, খুব সম্ভব তোমার মা-ও তা বুঝতে পেরেছে।'

নীরবে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

'বাবা, মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ তুমি,' প্রসঙ্গ পাল্টাল নোয়েন।

'কে জানে,' এক চিলতে শুকনো হাসি ফুটল শেরিফের ঠোঁটে। 'কিন্তু এছাড়া করার আছেই বা কি? তুমি এখানে থাকলে তবু ক্ষীণ আশা থাকবে আমার। কিন্তু যদি আমরা দু'জনেই বের হই, লিভোকে হারাতে হবে। তখন কি অবস্থা হবে একবার ভাব।'

'ঠিক আছে, বাবা, আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।'

'গুড!' ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসল অ্যানরিল। নোয়েনের পিঠে চাপড় দিয়েই ঘুরে দাঁড়াল। এগোল দরজার দিকে।

চারপাশটা এক লহমায় জরিপ করেই রাস্তায় নামল ভিয়ান অ্যানরিল। জন-প্রাণীর কোন সাড়া নেই কোথাও। যেন ভুতুড়ে এক শহর সান্টা ইনস।

ডানহাতে শটগান ধরে নিচু হয়ে বিল্ডিং-এর কোনার দিকে ছুটল শেরিফ। আচমকা নীরবতা গুঁড়িয়ে দিল গুলির টাশ্‌শ্‌ টাশ্‌শ্‌ আওয়াজ। তার ফুট ছয়েক বাঁয়ে ধুলো ওড়াল একটা বুলেট। আরেকটা বুলেট এসে বোর্ডওঅকে গেঁথে গেল, অ্যানরিলের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

শেরিফের অফিসের জানালা দিয়ে গুলির প্রত্যুত্তর দিল নোয়েনের শটগান। কিন্তু ততক্ষণে বিল্ডিং-এর কোনায় পৌঁছে গেছে অ্যানরিল। আপাতত নিরাপদ সে।

বইঘর.কম

শেরিফের অফিসের পেছনদিকে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সামনের এক কানাগলির দিকে ছুটল এবার শেরিফ ভিয়ান।

রেমন্ডের অবস্থানের একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেল সে। আরও খানিকটা এগোতে হবে—ভাবল শেরিফ।

চারদিকে সতর্ক চোখ রেখে দ্রুত সামনে এগিয়ে চলল অ্যানরিল। গলির ও-মাথায় আছে একটা ছোটখাট জঙ্গল।

আপাতত ভিয়ান অ্যানরিলের গন্তব্য সামনের গিরিখাত। তার নিচ দিয়ে বইছে কোমাঞ্চি ক্রীক। ওখানে পৌঁছতে পারলে রেমন্ড বাহিনীকে বোকা বানানো যাবে আশা করছে সে। শেরিফকে খোঁজার জন্যে ওদের এখন ছড়িয়ে পড়তে হবে শহরে। ওটাই চাইছে শেরিফ। তাতে অনেক সুবিধে। রেমন্ড বাহিনীকে শহরময় ছড়িয়ে দিতে না পারলে অ্যানরিলের পক্ষে কিছু করা অসম্ভব।

সামনে আরেকটা রাস্তা পেরোতে হবে অ্যানরিলকে। দু'পাশে গা-লাগালাগি করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো বাড়ি। এদিকে শহরের গরীব স্প্যানিশ অধিবাসীর বাস। বাড়িগুলোর জানালায় কিছু উৎসাহী মুখ দেখা গেল। তাকে দেখছে ওরা। রেমন্ডের কাছে ব্যাটারা শেরিফের হদিস বাতলে দেয় কিনা ভাবল অ্যানরিল। দেবে না বলেই মনে হলো তার।

দুটো জীর্ণ দেয়ালের মাঝখানের সরু প্যাসেজওয়েতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিয়ান অ্যানরিল। সামনেই একটা কুকুরের মৃতদেহ পড়ে আছে। পচে ফুলে উঠেছে। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল অ্যানরিলের। ময়লা আবর্জনা, টিন, ক্যান ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আশপাশে। সামনেই কোমাঞ্চি ক্রীক।

পেছনে তাকাল শেরিফ। দুটো প্রকাণ্ড কুকুর নিঃশব্দে তার পিছু নিয়েছে। অ্যানরিল বুঝল তার চলার গতি কমে গেলেই ওরা ঘেউ ঘেউ করে উঠবে। ওদেরকে থামানোর কোন উপায় নেই।

ময়লা-জঞ্জালের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় অ্যানরিলকে বাধ্য

boighar.com

হয়ে গতি কমাতে হলো। তাকে নাগালে পেতেই চিৎকার জুড়ে দিল দুই সারমেয়র বাচ্চা। একটা বদখত মুখ খিঁচিয়ে তীক্ষ্ণ দাঁত দেখাল তাকে। পাল্টা দাঁত খিঁচাল শেরিফ, স্প্যানিশ ভাষার কয়েকটা মোক্ষম গালি উগরে দিল।

দন্ত প্রদর্শনে ও পক্ষও কম যায় না দেখে অনুসরণের উৎসাহে ভাটা পড়ল কুকুর দুটোর, লেজ গুটিয়ে রাস্তা মাপল।

গিরিখাতের অত্যন্ত ঢালু জঙ্গলে ঢুকে পড়ল অ্যানরিল। সাবধানে নিচের ক্রীকের দিকে এগোতে লাগল। বেখেয়ালে আচমকা পায়ের নিচে একটা ক্যান পড়তেই আছাড় খেল সে। তাতে বরং সুবিধেই হলো। ক্রীকের কাছে চলে এসেছিল সে অবশ্য, আছড়ে পড়ে বাকি পথটুকু সড় সড় করে গড়িয়ে নেমে এল।

নোংরা আবর্জনায় মাখামাখি হয়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ ভিয়ান। শটগানের ব্যারেলে ময়লা ঢুকেছে কিনা পরীক্ষা করল। নিজেকে যথাসম্ভব সাফ-সুতরো করে পা বাড়াল শহরের আপার এন্ডের দিকে।

দূর থেকে ভিয়ান অ্যানরিলকে হঠাৎ অফিস ত্যাগ করতে দেখে অবাক না হয়ে পারল না রেমন্ড। কিন্তু মনের ভাব চেপে রেখে সঙ্গীদের একত্রিত করল সে। অ্যানরিলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে নির্দেশ দিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দুটো বুলেট ছুঁড়ল ওরা। কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারল না।

শেরিফের অফিস থেকে গুলির জবাব পাওয়া গেল। রেমন্ড বুঝল ছেলেকে লিভো ও অফিসের পাহারায় রেখে গেছে শেরিফ।

'ঠিক আছে,' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রেমন্ড। 'আমরা শেরিফকে ওর অফিস থেকে বেরোতে বাধ্য করেছি। তোমরাও বের হও সবাই। জ্যান্ত যদি ধরা না যায়, শালার লাশ চাই আমি, মনে রেখো। খুঁজে বের করো হারামজাদাকে। পালাতে দেয়া যাবে

বইঘর.কম

না ওকে কিছুতেই। বেকার, পেছনের দরজায় লক্ষ রাখো। নিক, আমার কাছে থাকো। বাকিরা বেরিয়ে যাও।'

অ্যানরিলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল রেমন্ডের দশ পসিম্যান। শকুনের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকাল রেমন্ড। তার হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ডাবল-ব্যারেল শটগান। একটা হ্যামার কক করা আছে। ফরওয়ার্ড ট্রিগারে চেপে বসেছে তার মোটা আঙুল।

রেমন্ডের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ওখান থেকে কেন বেরোল অ্যানরিল? কি কারণ থাকতে পারে এর পেছনে? উত্তর শুধু একটাই—ভাবল রেমন্ড। যে কোন উপায়ে হোক, তাকে নিরস্ত্র করতে চাইছে শেরিফ, তারপর তাকে বন্দী বা হত্যা করার ইচ্ছে তার।

'নিক,' রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়ে রেমন্ড বলল, 'জানালায় গিয়ে দাঁড়াও। আমার অনুমান সত্যি হলে ঘুরপথে অ্যানরিল এদিকেই এগিয়ে আসবে। মনে হচ্ছে আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে সে।'

নীরবে জায়গামত গিয়ে দাঁড়াল নিক। উইনডো জ্যামে ডান কাঁধ ঠেকিয়ে বাইরে দৃষ্টি ছুঁড়ল। জানালা দিয়ে খানিকটা বের করে দিল রাইফেলের মাযল।

রেমন্ড ভাবল এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না শেরিফ অ্যানরিল। তার আগেই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ওর শটগানের গুলিতে।

অচল অবস্থার একটা অবসান চাইছে রেমন্ড। অ্যানরিল তার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি ফুটল রেমন্ডের মুখে। ভালই হলো—ভাবল সে। এবার জমবে খেলা।

boighar.com

সতেরো

শহরের মাথার ওপরে ক্রীকটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে পৌঁছে হাঁপাতে লাগল ভিয়ান অ্যানরিল। পাশের একটা উঁহলো ঝোপে ঢুকে পড়ল সে। একটা পাথরের ওপর বসল। হ্যাটটা পেছনে ঠেলে আস্তিনে কপালের ঘাম মুছল। উত্তেজনায় টান্‌টান্ হয়ে আছে পেশী।

সান্টা ইনসের মানুষ তার পেছনে দাঁড়ালে অনেক আগেই সে রেমন্ডকে হারিয়ে দিতে পারত। অবশ্য এ একদিক থেকে ভালই হয়েছে। রেমন্ডের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতে আর কোন বাধা নেই শেরিফ ভিয়ানের। শহরবাসীর কথা এখন আর ভাবছে না সে। ওদের যা হয় হবে।

শেরিফ ভাবছে নোয়েনের কথা। ছেলেকে বাঁচাতে যতটা নির্মম হতে হয়, হবে সে।

রেমন্ডের মুখোমুখি হবার আগেই হয়তো ওর কিছু লোককে হত্যা করতে হবে।

ওরা প্রত্যেকে আইন ভেঙেছে। টেক্সাস ল কিংবা অন্য কোন আইনেরই প্রতিনিধি নয় ওরা এখন। কাজেই ওদেরকে পাখির মত গুলি করে মারতে বিন্দুমাত্র বাধবে না অ্যানরিলের।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ অ্যানরিল। ক্রীকের দুরারোহ কিনার বেয়ে ওপরে উঠে এল। শহরের এই অংশে ব্যবসায়ীদের বাস। কিছু স্প্যানিশ পরিবারও থাকে এখানে।

রাস্তার দু'ধারে বড় বড় গাছ। লনও আছে কিছু। বৃষ্টির ছোঁয় না পেয়ে বাদামী হয়ে গেছে লনের ঘাস।

পরিকল্পনার প্রথম অংশে সফল হয়েছে অ্যানরিল। এখন দ্বিতীয় অংশের কাজে হাত দেবে। শহরের কেন্দ্রে ওকে ফিরে যেতে হবে এবার। লক্ষ লং শট স্যালুন। অ্যানরিলের ধারণা—এখনও রয়েল রেমন্ড স্যালুনেই অবস্থান করছে।

গিরিখাত থেকে বেরিয়ে এল ভিয়ান অ্যানরিল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নিচের কোমাঞ্চি ক্রীকের দিকে। নিচু হয়ে একটা ঝোপের ভেতর দিয়ে সামনের বাড়িটার দিকে এগোল। শেডের পেছনে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে এখান থেকে লং শটের মাঝখানের বাড়িগুলোর অবস্থান মনে করার চেষ্ট করল।

শেডের পাশ দিয়ে সামনের সরু গলিটার দিকে উঁকি দিল অ্যানরিল। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। শেডের আড়াল থেকে বেরিয়ে গলির দিকে ছুটল সে।

বড় রাস্তার মুখে একটা কোরালের পেছনে এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা তাকে পেরোতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ঘুরে কোরালের একপাশে এসে সামনের রাস্তায় চোখ রাখল শেরিফ। এই রাস্তা আপার এন্ডে সান্টা ইনস শহরের মেইন স্ট্রীটকে অতিক্রম করেছে।

এদিকটাও ফাঁকা।

রেমন্ডের লোকদের চোখ বাঁচিয়ে এগোতে হবে অ্যানরিলকে। যত বেশি সময় সে ওদের চোখের আড়ালে থাকতে পারবে ততই তার জয়ের সম্ভাবনা বাড়বে।

কোরাল ছেড়ে রাস্তায় উঠেই দ্রুত দৌড় দিল শেরিফ ভিয়ান। রাস্তার ও-মাথায় পৌঁছতেই একটা চিৎকার কানে এল। চট্ করে পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল অ্যানরিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল রাইফেলের কানফাটা গর্জন।

সান্টা ইনসের প্রতি ইঞ্চি জমি নোয়েনের পরিচিত। এ শহরেই সে

boighar.com

বড় হয়েছে। ডজন খানেক লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে কারও পক্ষে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়—ভালই জানে সে।

প্রচণ্ড উত্তেজনা ভর করেছে নোয়েনের ওপর। বার বার শটগানের লোড চেক করছে সে। জানালার কাছে চেয়ারে বসে বাইরে নজর রাখছে।

সেলের ভেতরে চেঁচামেচি করছে জিম ডগলাস। মাঝখানের দরজা বন্ধ থাকায় বোঝা যাচ্ছে না কথা। বিরক্ত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকাল নোয়েন। জানালা থেকে উঠে সেল ব্লকের দিকে এগোল। অফিস আর ব্লকের মাঝখানের দরজাটা খুলে দিয়ে আবার জানালার সামনের চেয়ারে এসে বসল। দৃষ্টি মেলে দিল জনশূন্য রাস্তায়।

'আমরা ভুল করেছি, নোয়েন!' সেল থেকে ভেসে এল মেয়র ডগলাসের কণ্ঠ। 'তোমার বাবাকে সাহায্য না করে মস্তবড় ভুল করেছি।'

'শুনে খুশি হলাম,' রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই চেঁচিয়ে বলল নোয়েন।

'যে ক্ষতি আমরা করেছি তা পুষিয়ে দিতে চাই,' আবার শোনা গেল মেয়রের গলা।

'বাবাকে বোলো, মিস্টার ডগলাস,' নোয়েন বলল।

'কিন্তু তোমার বাবা আর ফিরে না-ও আসতে পারে। তেরোজন লোকের বিরুদ্ধে সে একা।'

সাঁৎ করে উঠল নোয়েনের বুকের ভেতরটা। সত্যি তো! যদি তার বাবা···

'তুমি কি সত্যি আমাদের সাহায্য করতে চাও?' গভীর উদ্বেগে বলল নোয়েন।

'শুধু আমি নই, আমরা সবাই। জলদি এখান থেকে বের করো আমাদের। আমরা শেরিফের অফিস ও লিভোর পাহারায় থাকব।

বইঘর.কম

তুমি শেরিফকে সাহায্য করার জন্যে বেরিয়ে পড়ো।'

একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছে নোয়েন। নিঝুম রাস্তা। কোন নড়াচড়া নেই কোথাও।

'সত্যি বলছ তো?' ডগলাসকে বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না নোয়েন।

'শপথ করে বলছি, নোয়েন। তুমি যেভাবে শেরিফের অফিস পাহারা দিচ্ছ, আমরাও সেভাবেই দেব।'

ভ্রূ কোঁচকাল নোয়েন। ও চাইছে ডগলাসের কথা যেন সত্যি হয়। সত্যিই এখন ওর বেরোনো দরকার এখান থেকে। বাবা এখন কোথায়, কি অবস্থায় আছে, কে জানে!

হঠাৎ স্যালুনের পেছন দিক থেকে জোর হই হই-এর শব্দ ভেসে এল। একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ল নোয়েন। সব শব্দ ছাপিয়ে একটা চিৎকার আঘাত করল ওর কানে, 'শালাকে পেয়েছি, রেমন্ড! বাগে পেয়েছি শেরিফকে!'

নোয়েনের হাত শক্তভাবে চেপে বসল শটগানের ওপর। কুলকুলিয়ে ঘামছে সে। কাঁপছে উত্তেজনায়।

দৌড়ে সে সেলব্লকে ঢুকল। সেলের তালা খুলতে খুলতে বলল, 'বাবাকে ওরা কোণঠাসা করে ফেলেছে। তোমরা এখানে পাহারায় থাকো। আমি চললাম।'

দেরি না করে শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে এক দৌড়ে আড়াআড়ি রাস্তা পেরোল নোয়েন। চিৎকারের উৎসের দিকে ছুটল।

স্যালুনের পেছন দিকটা শহরের আপার এন্ড। ওখান থেকে চিৎকার শোনা গিয়েছিল। এখন গুলির শব্দও আসছে ওদিক থেকেই।

নোয়েন জানে রেমন্ডের অন্তত অর্ধেক লোক এখন তার পিছু নেবে। মনে প্রাণে সেটাই চাইছে সে। তার বাবা যদি এখনও বেঁচে

boighar.com

থাকে এবং ধরা না পড়ে থাকে, তাহলে রেমন্ডের লোকদের দু'ভাগ হওয়ায় সুবিধে পাবে বাপ-বেটা।

ওদিকে নোয়েন চোখের আড়াল হতেই জিম ডগলাস শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল লং শটের দিকে। স্যালুনের সামনে পৌঁছে পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে দোলাতে লাগল। সেই সঙ্গে চিৎকার করে রেমন্ডের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল।

যেদিক থেকে হই চই ও গোলাগুলির শব্দ আসছে তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে চেয়ে আছে রয়েল রেমন্ড। ডগলাসের চিৎকারে বিরক্তিতে চোখ ফেরাল। এমনভাবে সে সাদা রুমালটা দোলাচ্ছে, অন্যসময় হলে হেসে ফেলত রেমন্ড।

'ব্যাপারটা কি?' খেঁকিয়ে উঠল রয়েল রেমন্ড।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মেয়র।

'আমাদেরকে শেরিফের অফিসের পাহারায় রেখে বেরিয়ে গেছে নোয়েন। শেরিফের অফিসের কর্তৃত্ব তোমার হাতে তুলে দিতে চাই আমরা, যদি তুমি শহর ছেড়ে চলে যাও।' ঢোক গিলল ডগলাস।

'আমি এসেছিলাম আমার ছেলের খুনীকে ধরে নিয়ে যেতে। লিভোর পায়ে বুলেট ঢোকানোর অপরাধে এখন শেরিফকেও চাই। আমার কোন লোককে না হারিয়ে ওদের পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে শহর ছেড়ে চলে যাব আমি। তার আগে নয়।'

বেকারের দিকে ফিরল রেমন্ড, 'জলদি আপার এন্ডে যাও। অন্তত একজনকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। শেরিফের অফিস দখল করতে হবে।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে গেল বেকার। ফিরে এল দু'জনকে নিয়ে।

'আমাদের একজন শেরিফকে রাস্তা পার হতে দেখেই গুলি

বইঘর.কম

ছুঁড়েছিল,' বলল বেকার। 'অবশ্য লাগাতে পারেনি। কয়েকজন তার পিছু নিয়েছে। ওরা ধারণা করেছিল কোরালে ঘেরাও করে ফেলেছে অ্যানরিলকে। কিন্তু ধূর্ত শেরিফ সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সেখান থেকেও পালিয়েছে। এখন কোথায় আছে কে জানে।'

মাথা দোলাল চিন্তিত রেমন্ড।

'আমাদের কেউ আহত হয়েছে?'

'বুলেটের আঁচড় লেগেছে গিলবার্টের পায়ে।'

জানালা দিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে তাকাল রেমন্ড।

এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল ডগলাস। 'ঠিক আছে, মিস্টার রেমন্ড। শেরিফের অফিসের কর্তৃত্ব তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। আশা করি আমাদের শহরের কোন ক্ষতি করবে না।'

কিছু বলল না রেমন্ড। নিঃশব্দে হাসল কেবল। ভয় পেয়ে গেল মেয়র। স্যালুন থেকে বেরিয়ে জেকারির মার্কেন্টাইলের দিকে ছুটল।

'এই বিশ্বাসঘাতদের জন্যে অ্যানরিল নিজের জীবনটা শেষ করে দিল,' আনমনে, আফসোসের সুরে বলল রেমন্ড। 'বেকার, আমরা এখন শেরিফের অফিসের দিকে যাব। তোমরা তিনজন আমার সঙ্গে চলো।'

আঠারো

ভিয়ান অ্যানরিলের সামান্য দূরে রাস্তার ধুলো ওড়াল একটা বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে পাশের এক স্টেবলের দরজা দিয়ে ভেতরে ডাইভ দিল

boighar.com

শেরিফ। রাজ্যের ময়লা আর খড়ের গাদায় মুখ থুবড়ে পড়ল। উঠেই পড়িমরি ছুটল একটা শূন্য স্টলের দিকে। কাছের স্টলের ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ডাক ছাড়ল।

'ভেতরে ঢুকেছে,' বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। 'স্টেবল ঘিরে ফেলো। শালাকে পেয়েছি, রেমন্ড। বাগে পেয়েছি শেরিফকে।'

স্টেবলের ভেতরে থেকে অতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়—ভাবল শেরিফ ভিয়ান। স্টেবলে আগুন ধরিয়ে দিলেই বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হবে সে। **boighar**

শটগান উঁচিয়ে গুলি ছুঁড়ল অ্যানরিল দরজা লক্ষ্য করে। এক মুহূর্ত দেরি না করে রিলোড করল। ছুটল অন্য প্রান্তের লফ্‌ট্ ডোরের দিকে। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ। তবু শেরিফের ধারণা ওরা হয়তো এখনও ওই প্রান্তটা কাভার করতে পারেনি।

কাজটা ঠিক হোক আর ভুল হোক, এখন দ্বিধা করার সময় নেই। লফ্‌ট্ ডোর খুলেই লাফ দিল সে। মাটিতে পড়েই বাঁ দিকে একটা সরু গলি দেখতে পেয়ে চট্ করে ঢুকে গেল ওটায়। চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট দৌড়ে একটা কাঠের বেড়ার সামনে পৌঁছল। পেছনে না তাকিয়েই বেড়া টপকাল শেরিফ।

পেছনে এক ঝাঁক গুলির শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে স্টেবলের একটা ঘোড়ার গগনবিদারি চিৎকার।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে অ্যানরিল। তবু থামল না সে। দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে সামনের রাস্তায় চলে এল।

দরদরিয়ে ঘামছে শেরিফ। কাপড় ভিজে লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে। ভেজা কাপড়ে লেগে আছে খড় আর আবর্জনা। তবু এখনও বেঁচে আছে বলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ভিয়ান অ্যানরিল।

পেছনে মেইন বিজনেস স্ট্রীটে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। অ্যানরিল ধারণা করল স্যালুনের দিক থেকে আসছে শব্দগুলো।

বইঘর.কম

গোলাগুলির মাত্রা অনেক বেড়ে গেল ওদিকে। সেই সঙ্গে চেঁচামেচিও।

ভিয়ান অ্যানরিলের মনে হলো শেরিফের অফিসে আক্রমণ চালিয়েছে রেমন্ড বাহিনী। দিক পরিবর্তন করে দ্রুত সেদিকে এগোল সে।

একমুহূর্তের জন্যে নড়বড়ে একটা বেড়ার পাশে দাঁড়াল সে। বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে কান খাড়া করল। কারও এগিয়ে আসার আলতো পদশব্দ কানে এল। ক্যান মাড়ানোর শব্দে চমকে উঠল সে।

বেড়ার আড়ালে ঝপ্ করে বসে পড়ল অ্যানরিল। পাশ কাটিয়ে নোয়েনকে যেতে দেখে মহাতাজ্জব হলো সে। ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'নোয়েন, আমি এখানে।'

থমকে ঘুরে দাঁড়াল নোয়েন। 'ওরা আসছে, বাবা। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া উচিত।'

'তুমি এগোও,' চাপা কণ্ঠে বলল শেরিফ ভিয়ান।

সামনের একটা পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল নোয়েন। অ্যানরিল নড়ল না জায়গা ছেড়ে। ঘাপটি মেরে সেখানেই বসে রইল।

কুকুর যেভাবে গন্ধ শুঁকে শুঁকে সামনে এগোয়, ঠিক সেভাবেই তিনজন লোককে এগোতে দেখল শেরিফ ভিয়ান।

দেরি না করে শটগান কাঁধে তুলে ওদের পা বরাবর গুলি ছুঁড়ল সে। একজন আছড়ে পড়ল দড়াম করে। দ্বিতীয়জন এলোমেলো পায়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল। তৃতীয় জন রাইফেল উঁচিয়েই ওর দিকে গুলি ছুঁড়ল। অ্যানরিলের বাহুতে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। অল্পের জন্যে শটগানটা হাত থেকে ফসকাল না। সেকেন্ড হ্যামার টেনে ত্বরিত তর্জনী ছোঁয়াল সে অন্য ট্রিগারে।

boighar.com

বিপদ টের পেয়ে ডানে ঝাঁপ দিল লোকটা। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। আগেই শেরিফের ছোঁড়া বুলেট তার বুকে কামড় বসিয়েছে। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেল সে।

গুলির শব্দে বাকিরা এখনই ছুটে আসবে ভেবে একমুহূর্ত দেরি করল না অ্যানরিল। নোয়েন একটু আগে যেদিকে গেছে, সেদিকে এগোল।

নিহত-আহত মিলিয়ে চারজন লোক হারিয়েছে রেমন্ড। অর্থাৎ আর দশজন বাকি—ভাবল শেরিফ। তার আর নোয়েনের ভাগে পড়ছে পাঁচজন করে। তার মানে জয় এখনও অনিশ্চিত।

রাস্তার দিকে এগোল ভিয়ান অ্যানরিল। পেছনে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে আসছে একটা কুকুর। বিরক্ত হয়ে রিভলবার তাক করল সে ওটার দিকে। পরমুহূর্তে কুকুরটার সামনে মাটিতে গুলি করল। এক খাবলা ধুলো নাকে মুখে ঢুকতেই ঘুরে ভোঁ দৌড় লাগাল ওটা।

অ্যানরিল হোলস্টারে ঢোকাল রিভলবার। পকেট থেকে দুটো শেল বের করে শটগান লোড করল।

রাস্তার উল্টোদিকে দুটো জীর্ণ চালার প্যাসেজওয়েতে দাঁড়িয়ে বাবাকে ইশারায় ডাকল নোয়েন। দৌড়ে ছেলের কাছে পৌঁছল শেরিফ। এক মুহূর্ত পরেই সে বুঝতে পারল নোয়েন তাকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল শেরিফ ভিয়ান।

'দাঁড়াও,' পেছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠে নোয়েনকে ডাকল সে। 'আমরা ভুল পথে যাচ্ছি। রেমন্ডের মুখোমুখি হতে চাই আমি। পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

পেছন ফিরে বাবার দিকে তাকাল নোয়েন বোকার দৃষ্টিতে।

'আমার অফিস থেকে বেরোলে কেন তুমি? কি ঘটেছিল?'

সংক্ষেপে বলল নোয়েন।

বইঘর.কম

'তাহলে এতক্ষণে রেমন্ড ওটা দখল করে ফেলেছে,' হতাশ কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'ডগলাসকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি তোমার।'

'আমি দুঃখিত, বাবা। আমি ভেবেছিলাম...'

'ভুলে যাও,' মুখের সামনে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ভিয়ান অ্যানরিল।

'এখন তাহলে কি করতে চাও?' নোয়েনের প্রশ্ন।

'অফিসে ফিরে যেতে চাই। হয় রেমন্ড মরবে নয়তো আমরা।'

'রেমন্ডের এখনও দশজন লোক বাকি আছে।'

'তা থাক। ওই ভয়ে আমরা পালিয়ে গেলে বদমাশটা শহরের কি দশা করবে ভেবে দেখেছ?'

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল নোয়েন। যে স্টেবলে শেরিফ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল তার ওপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল।

'ওই দেখো, আগুন!' বলল শেরিফ অস্থির কণ্ঠে। 'শুরু করে দিয়েছে।'

রক্ত সরে গেল নোয়েনের মুখ থেকে। 'আমি দুঃখিত, বাবা। তোমাদের এত বড় বিপদে ফেলব জানলে আমি এদিকে না এসে আর কোনদিকে যেতাম। রেমন্ডের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত চলতেই থাকতাম।'

'তুমি তা করোনি বলে আমি খুশি,' বলল অ্যানরিল। 'সত্যিই আমি খুশি হয়েছি। এখন এসো।'

ঘুরে শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। নোয়েন তাকে অনুসরণ করল।

সারাদিনই এদিকে ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলো করে। কিন্তু আজ এদিকটাও একেবারে ফাঁকা। এমনকি আশপাশের বাড়িঘরের জানালায়ও কোন উৎসাহী মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে স্টেবলের চালের আগুন একটু একটু করে বাড়ছে।

boighar.com

সতর্কতার সঙ্গে চারপাশটা জরিপ করতে করতে লং শটের দুই ব্লকের মধ্যে চলে এল ওরা।

'কি করতে যাচ্ছি আমরা, বাবা?' অ্যানরিলের বাহু স্পর্শ করে বলল নোয়েন।

'রেমন্ড শেরিফের অফিসেই গিয়েছে। ওকে আমার চাই। দু'দিক থেকে আক্রমণ করব আমরা ওকে। তুমি ঘুরে পেছনে চলে যাও। আমি সামনের দিকটা সামলাব।'

'না, বাবা,' প্রতিবাদ করল নোয়েন, 'দু'জনই সামনে দিয়ে আক্রমণ করব। পেছন থেকে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। তাছাড়া ওদিক থেকে অফিসে ঢোকার কোন দরজাও নেই।'

শ্রাগ করল শেরিফ। বিপদ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ছেলেকে। কিন্তু নোয়েন ধরে ফেলেছে।

রাস্তার ওপাশে একটা বড় সড় লাইলাক ঝোপের দিকে দৌড় দিল অ্যানরিল। নোয়েন তাকে অনুসরণ করল। শক্ত করে শটগান ধরে ঝোপের ভেতর দিয়ে সামনে এগোল তারা। ঝোপের শেষ মাথায় চলে এল। সামনেই একটা বাড়ির পেছন দিকের উঠন দেখা গেল।

চোখ কুঁচকে গেল অ্যানরিলের। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে কিছু একটা যেন বলতে চাইছে। হঠাৎ করেই যেন অস্বাভাবিক নীরবতায় ডুবে গেছে পুরো শহর। কুকুরের বিক্ষিপ্ত ডাক ছাড়া আর কোন শব্দই কানে আসছে না।

এমনকি রেমন্ডের সঙ্গীদের হই-চইয়ের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। চারদিকে শুনশান নীরবতা।

ঘুরে ছেলের মুখের দিকে তাকাল ভিয়ান।

'কি!' ভড়কে গিয়ে ভুরু নাচাল নোয়েন।

'ওরা এখন আমাদের খুঁজছে না। হয়তো শেরিফের অফিসে বসে আছে। নতুন কোন ফাঁদ পেতেছে বোধহয়।'

বইঘর.কম

'এখন কি করবে?'

'শেরিফের অফিসের দিকে এগোব। আমরা না গেলেও রেমন্ড এমন কিছু একটা করবেই যাতে আমরা সেদিকে এগোতে বাধ্য হই। শুধু শুধু বসে থাকার জন্যে সে যায়নি ওখানে।'

স্টেবলের ধোঁয়ার দিকে তাকাল শেরিফ। 'আগুন লাগানো সবে শুরু করেছে রেমন্ড,' বলল সে। 'কোন না কোনভাবে ফাঁদে পা দিতে সে আমাদের বাধ্য করবে।'

বাবার সিলভার স্টারের দিকে তাকিয়ে আনমনে নড করল নোয়েন।

বেড়া টপকে উঠনে ঢুকল শেরিফ। কোন গুলির শব্দ এল না। কেউ চেঁচাল না।

অ্যানরিলের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি ভর করেছে। ভাল করেই জানে রেমন্ডের ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে। এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। খোলা জায়গায় শেরিফ আর নোয়েনকে বের করতে চাইছে রেমন্ড।

'আমাদের হয়তো সে বাগে পেয়ে যাবে,' স্বগতোক্তি করল ভিয়ান অ্যানরিল। 'কিন্তু তার ইচ্ছেটা অত সহজে পূরণ হবে না।'

উঠনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশটা জরিপ করল শেরিফ। কোথাও কেউ নেই।

ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে চলে এল শেরিফ আর নোয়েন। সামনের গেট খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। শরীরে রেমন্ডের লোকদের দৃষ্টি অনুভব করল অ্যানরিল। সে নিশ্চিত, ওদের দেখতে পেয়েছে রেমন্ড আর তার দলবল।

'ওরা আমাদের দেখছে,' বলল শেরিফ। 'আর লুকোচুরির কোন মানে হয় না। সোজা শেরিফের অফিসের দিকে হাঁটো।'

মাথা উঁচু করে শটগান হাতে সোজা হেঁটে চলল শেরিফ। যেন সে-ই এ শহরের মালিক।

boighar.com

শেরিফের অফিসের দুশো ফুটের মধ্যে চলে এল ওরা। রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর জানালায় মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে। রাইফেলের নল উঁকি দিচ্ছে এখানে ওখানে।

'শেরিফ! তোমাদের অস্ত্র ফেলে দাও,' শেরিফের অফিসের সামনে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রয়েল রেমন্ড।

আস্তে করে শটগানটা হাত বদল করে ডানহাত মুক্ত করল অ্যানরিল।

'আহ্!' আবার চেঁচাল রেমন্ড। 'মিস বিলিন্ডাকে আহত না করে আমার গায়ে গুলি লাগাতে পারবে না তুমি, শেরিফ। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে যদি অস্ত্র না ফেলেছ বিলিন্ডার মাথা উড়িয়ে দেব আমি। ফেলো শটগান!'

ছেড়ে দিল ওটা অ্যানরিল। নোয়েনের শটগানটাও মাটিতে পড়ার আওয়াজ এল তার কানে।

'বাকিগুলোও তাড়াতাড়ি ফেলো,' আদেশ এল শেরিফের অফিসের সামনে থেকে।

হোলস্টার খালি করল অ্যানরিল। নোয়েন অনুসরণ করল বাবাকে।

'আমার পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াও তোমরা,' বাজখাঁই গলায় হুকুম করল রয়েল রেমন্ড।

আস্তে আস্তে মাথা তুলে তার দিকে তাকাল শেরিফ। বিলিন্ডার মাথায় শটগান ঠেকিয়ে রেখেছে নরপিশাচটা।

আন্দাজে নির্দেশিত ব্যবধানে পৌঁছে থামল ভিয়ান অ্যানরিল। হাসছে রেমন্ড। ঘেয়ো কুকুরের মত লাগছে ওকে। শটগানের মাযলের ধাক্কায় বিলিন্ডাকে সরিয়ে দিল সে। নিজের লোকদের উদ্দেশে চেঁচাল, 'বেরিয়ে এসো সবাই। এমন একটা জায়গায় ওদের বাপ-বেটাকে দাঁড় করাও, যেখান থেকে সারা শহরের লোক গুলিতে ঝাঁঝরা দেহ দুটো দেখতে পায়।'

বইঘর.কম

উনিশ

মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা করছে জুনহো বোলার্দির। মনে হচ্ছে মগজের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে খোঁচাচ্ছে যেন কেউ। মাথায় হাত দিতে জমাট বাঁধা রক্তের শক্ত স্পর্শ পেল সে।

সরাসরি মুখে এসে পড়ছে তেজী রোদ। শরীরের নিচে মাটি থেকে ভাপ উঠছে। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে একটা মাছি। মাঝে মাঝে জমাট বাঁধা রক্তের ওপর বসছে ওটা।

কি ঘটেছে স্মরণ করার চেষ্টা করল জুনহো। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে মনে পড়ছে। ধড়মড় করে উঠে বসল জুনহো। পরমুহূর্তে মাথার মধ্যে ইলেক্ট্রিক শক খেল যেন। ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাসায় ফিরে এসেছিল জুনহো। এসে দেখেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বিলিন্ডা। বাবাকে দেখেই কান্নার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল তার। মাথায় হাত বুলিয়ে মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছিল জুনহো, 'তোমার কোন দোষ নেই, বিলিন্ডা। সবাই জানে তুমি নির্দোষ,' ইত্যাদি বলে।

কেঁদেকেটে বিলিন্ডা একটু শান্ত হলে মেয়েকে নিয়ে বাসার সামনের গ্যালারিতে এসে বসেছিল জুনহো।

ঠিক তখনই শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে এসেছিল। ইতস্তত করছিল জুনহো। শেরিফকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অ্যানরিল বলে দিয়েছিল বিলিন্ডাকে সঙ্গ দিতে। তাছাড়া বিলিন্ডাকে একবার টোপ হিসেবে

ব্যবহার করেছে রেমন্ড, আবার যে করবে না—জোর দিয়ে বলা যায় না। ওকে এখানে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে কি না ভেবে পাচ্ছিল না সে।

জুনহোর মাথায় যখন চিন্তার ঝড় বইছিল, সেই সময় পেছন থেকে কে যেন প্রচণ্ড আঘাত করেছিল তার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল জুনহো বোলার্দি।

দুর্বল শরীরে উঠে দাঁড়াল জুনহো। গায়ে শক্তি নেই। কি ঘটেছে আঁচ করতে পারছে সে। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল বিলিন্ডাকে। না, নেই সে কোথাও। প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা বোধ করল জুনহো বোলার্দি। বুঝে গেছে সে আবারও তার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে নরপশু রয়েল রেমন্ড। কেন, তা সে-ই জানে। ভেবেচিন্তে করণীয় ঠিক করল জুনহো। রাইফেল লোড করল ধীরে সুস্থে, ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল শেরিফের অফিসের দিকে।

হাঁক শুনে বেরিয়ে এল রেমন্ডের লোকজন। প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল। শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে রেমন্ডের পেছনে এসে দাঁড়াল নিক। অফিসের এককোণে দাঁড়িয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপছে বিলিন্ডা। আতঙ্কে কাঁদতেও যেন ভুলে গেছে মেয়েটি। দু'চোখ ভয়ে বিস্ফারিত। ছাইরঙা হয়ে গেছে মুখ। বিলিন্ডার দিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজনই বোধ করল না রয়েল রেমন্ড। কিন্তু তার সঙ্গীদের অনেকের নজর সেঁটে আছে বিলিন্ডার ওপর। দৃষ্টি দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ চাটছে নির্লজ্জ মানুষগুলো।

রেমন্ডবাহিনীর মৃত লোকটাকে শেরিফের অফিসের সামনে ঢেকে রাখা হয়েছে।

'তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে, শেরিফ,' চুক্‌চুক্ করে বলল রেমন্ড। 'তবে বাহাদুর বটে তুমি। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে

বইঘর.কম

এতক্ষণ টিকে আছ, তাই যথেষ্ট।'

.ভিয়ান অ্যানরিল উত্তর দিল না। হেরে গেছে সে। গোহারা হেরে গেছে। সান্টা ইনস শহরও হেরে গেছে। নীরবে মূল্য দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। ভিয়ান ও নোয়েন মূল্য দেবে জীবন দিয়ে। শহর মূল্য দেবে তার সম্পত্তি দিয়ে। সান্টা ইনস শহরের প্রতি রেমন্ডের রয়েছে একরাশ ঘৃণা। চলে যাওয়ার আগে শহরটা জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে সে।

'অফিসের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াও,' আদেশ দিল রেমন্ড।

নীরবে আদেশ পালন করল বাপ-বেটা।

'এ শহরের কি হবে?' জানতে চাইল অ্যানরিল। বোঝা গেল মৃত্যুকে তার পরোয়া নেই তেমন, পরোয়া কেবল সান্টা ইনসের পরিণতি নিয়ে।

'মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও এই নরকের জন্যে ভাবছ?' অবাক হলো রয়েল রেমন্ড।

'তোমার যা চাওয়ার ছিল পেয়ে গেছ,' নির্বিকারভাবে অ্যানরিল বলল। 'নোয়েনকে পেয়েছ। আমাকেও। শেষ কাজটা কেন তাহলে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে করছ না?'

'এক দঙ্গল কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতক বাস করে এই শহরে,' বলল রেমন্ড। 'যারা বুকে ভর দিয়ে হাঁটে তাদের আমি পছন্দ করি না। নিক, বেকার,' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রেমন্ড। 'পিছমোড়া করে বাঁধো এদের।'

ধীর পায়ে অ্যানরিলের দিকে এগোল নিক। বেকার এগোল নোয়েনের দিকে।

নিক নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই আচমকা এক হাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরল শেরিফ। অন্য হাতের হ্যাঁচকা এক টানে সামনে নিয়ে এল তাকে চোখের পলকে, অসম্ভব ক্ষিপ্রতায়।

'হাত বাঁধা অবস্থায় মরতে চাই না আমরা,' শীতল গলায় বলল

boighar.com

সে। করুণার দৃষ্টিতে তাকাল রেমন্ডের দিকে। 'এটুকু সাহস নেই তোমার বুকে?' কিছু একটা করার শেষ সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না শেরিফ। দ্রুত ভাবছে সে।

'চলে এসো তোমরা,' আঁতে ঘা লেগেছে রেমন্ডের। 'রাইফেল উঁচিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াও।'

থেমে চারদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল রেমন্ড। হঠাৎ তার আশঙ্কা হলো শহরে অন্তত একজন হলেও এমন লোক নিশ্চয় আছে, যে সাহস করে এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু সেরকম কোন আলামত এখনও দেখা যাচ্ছে না।

'তোমাদের রাইফেলে গুলি আছে কিনা চেক করে নাও, আবার বলল সে।

'এমন কিছু করার কথা ছিল না কিন্তু, মিস্টার রেমন্ড,' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল তার দলেরই কেউ একজন। 'শেরিফকে আমরা এমনভাবে হত্যা করতে যাচ্ছি, যেন সে অপরাধী।'

'চোপ!' হুঙ্কার ছাড়ল রেমন্ড, 'একদম চোপ। খারাপ লাগলে বেরিয়ে যাও লাইন থেকে।'

চুপ হয়ে গেল লোকটা। লাইনে দাঁড়িয়ে রাইফেলের লোড চেক করল।

'চেক করা হয়েছে সবার?' হাঁক ছাড়ল রেমন্ড।

মাথা ওপর-নিচ করল সবাই।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও সবাই,' তীক্ষ্ণ চোখে ভিয়ান অ্যানরিলের দিকে তাকিয়ে নিজের লোকদের বলল রেমন্ড।

'কি হবে, বাবা?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল নোয়েন। কিন্তু ওকে বিচলিত মনে হলো না।

'হয়তো মারা যাচ্ছি আমরা,' ধীরে ধীরে অ্যানরিল বলল। 'অতীতে মৃত্যুকে আমি অসংখ্যবার ফাঁকি দিয়েছি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে আর পারব না।'

বইঘর.কম

চুপ করে গেল নোয়েন। অ্যানরিল জানে কিভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়। নোয়েন জানে না বটে, তবু কিছু বলার দরকার নেই। সহজাত প্রবৃত্তিই ওকে তা জানাবে সময়মত। তাছাড়া সব যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, না জানলেই বা ক্ষতি কি?

'তিনটা কমান্ড দেব,' লোকদের উদ্দেশে বলল রেমন্ড, 'রেডি, এইম এবং ফায়ার। যখন রেডি বলব রাইফেল তুলে হ্যামারের পেছনে বুড়ো আঙুল রাখবে। এইম বলার সঙ্গে সঙ্গে সবার তর্জনী ট্রিগার ছোঁবে। আর ফায়ার বললেই ট্রিগারে চাপ দেবে। ডানদিকের চারজন শেরিফকে নিশানা করবে আর বাঁ দিকের চারজন নোয়েনকে, বুঝতে পেরেছ?'

বলেই শ্যেনদৃষ্টিতে অ্যানরিলের দিকে তাকাল সে। সময় নিয়ে পকেট হাতড়ে বের করল তামাক আর কাগজ। সিগারেট রোল করতে লাগল অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে। আগুন ধরাল। লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল আকাশে। ভেতর থেকে উঠে আসা বিজয়ীর হাসিটা বহু কষ্টে পেটের ভেতরে চালান দিল।

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে চিৎকার দিল রেমন্ড, 'রেডি!···এইম!···,' একটু থামল সে। টান দিল সিগারেটে। বুনোদৃষ্টিতে প্রথমে নোয়েন, তারপর নির্বিকার অ্যানরিলের দিকে তাকাল।

বিশ

রেমন্ডের 'রেডি!' শোনার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানরিলের শরীরের প্রতিটি

boighar.com

পেশী শক্ত হয়ে গেল। তীব্র ঘৃণা নিয়ে শেষবারের মত তাকাল সে রেমন্ডের দিকে। এতটা ঘৃণার দৃষ্টিতে জীবনে আর কারও দিকে তাকায়নি ভিয়ান অ্যানরিল।

'শুয়ে পড়ো, নোয়েন,' বলেই অ্যানরিল নিজেও ঝাঁপ দিল মাটিতে।

ঠিক তখনই রেমন্ডের কণ্ঠ গর্জে উঠল, 'ফায়ার!'

সঙ্গে সঙ্গে একযোগে বুলেট উগড়ে দিল আটটি রাইফেল। কিন্তু তার আগেই শুয়ে পড়েছে অ্যানরিল ও নোয়েন। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ছিট্‌কে গেল অনেকগুলো বুলেট। একটা বুলেট অ্যানরিলের উরুতে আঁচড় কেটে দেয়ালে গর্ত করল। রাইফেল ঘুরিয়ে এখনই আবার ওরা গুলি করবে, জানে অ্যানরিল। এবং এবার আর মিস করবে না।

ঠিক তখনই আবার গুলি হলো, তবে আওয়াজটা দূরাগত। রেমন্ড বা তার সঙ্গীদের কেউ করেনি গুলি, আওয়াজ শুনেই বুঝল শেরিফ। তাহলে? কে করল···!

পরক্ষণে আরেকটা রাইফেল গর্জে উঠল—এটাও দূর থেকে। তারপর আরেকটা, আরও একটা···আরও! চতুর্দিক থেকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে আকাশ বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সান্টা ইনসের।

এদিক ওদিক তাকাল হতভম্ব শেরিফ। কোত্থেকে আসছে গুলি? কারা করছে?

এই অপ্রত্যাশিত গোলাগুলি রেমন্ড বাহিনীকে ভড়কে দিল। নিশানা পরিবর্তনে বাধ্য করল তাদের। এই সুযোগে উঠেই এক ছুটে তার বাসার পোর্চে চলে এল অ্যানরিল। লাফিয়ে নিচু রেলিং টপকেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল টিম স্টুটকে। সঙ্গে সঙ্গে সেও বসে পড়ল কাঠের ফ্লোরে। দুটো বুলেট ছুটে এল পরমুহূর্তে। দাঁড়িয়ে থাকলে দু'জনই গুলি খেত।

বইঘর.কম

শেরিফের রাইফেল দিয়েই গুলি ছুঁড়েছিল টিম স্টুট। রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে রেলিং টপকে বড় বড় ঘাসের জমিতে লাফিয়ে পড়ল ভিয়ান অ্যানরিল।

গুলির আওতা থেকে সরে যাবার জন্যে রাস্তায় এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি করছে তখন রেমন্ডের লোকজন।

মূর্তির মত গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেমন্ড। ঘটনার আকস্মিকতায় এতই হতভম্ব হয়ে পড়েছে সে যে চমক এখনও কাটেনি।

একটা ছোট ঝোপের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসেই রেমন্ডকে নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল শেরিফ অ্যানরিল। বুলেটের ধাক্কায় কয়েক পা পিছিয়ে গেল রেমন্ড। উরু এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে বুলেট। লাল গর্ত থেকে গলগলিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে। ব্যথায় চোখমুখ বিকৃত করে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল রয়েল রেমন্ড, বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ঝোপটার দিকে, যেখানে লুকিয়ে আছে শেরিফ ভিয়ান।

বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস কেটে আরেকটা বুলেট ছুটে এল। রেমন্ডের মাংসল ডানবাহু থেকে এক খাবলা মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা। ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল রেমন্ড, লাফিয়ে উঠল বুলেটের ধাক্কায়। সবে রিভলবার তুলেছিল ঝোপ সই করে, আচমকা এক ঝাঁকি খেয়ে ছুটে গেল ওটা মুঠো থেকে। উড়ে চলে গেল তার নাগালের বাইরে।

দাঁড়িয়ে টলতে লাগল রেমন্ড। তৃতীয় তপ্ত মৃত্যুবাণটা রেমন্ডের বাঁ পকেট রাঙিয়ে বুকের ভেতর জায়গা করে নিল। আরও পিছাল রেমন্ড। রক্তের বুদ্বুদ দেখা দিল তার ঠোঁটের কোণে।

কাটা কলাগাছের মত ধড়াস করে আছড়ে পড়ল রয়েল রেমন্ডের চর্বি থলথলে বিশাল দেহ। যেন কুড়াল দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। ধূলিধূসর পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল সে। কয়েকবার

boighar.com

ঝাঁকি খেল দেহটা। খিঁচুনি দিয়ে টান্‌টান্‌ সোজা হয়ে গেল, পরক্ষণে স্থির হয়ে গেল রেমন্ড ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অ্যানরিল। রাইফেল এখনও প্রস্তুত।

'তোমাদের নেতা মারা গেছে,' গর্জে উঠল সে। 'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই। মাথার ওপর হাত তুলে রাস্তায় বেরিয়ে এসো।'

একে একে আদেশ পালন করল রেমন্ডের প্রতিটা লোক।

ওদিকে একজন একজন করে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ডাক্তার জেন, ক্রিস্টাল, লুসান, সিজিমার, জুনহো, স্টুট এবং আরও অনেকে—কম করেও জনা বিশেক। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল শেরিফকে। নতমুখে। যেন বড় অন্যায় করে ফেলেছে তারা। বিস্ময়ে অভিভূত চোখে তাদের দেখল শেরিফ।

'ধন্যবাদ,' কোনমতে বলল সে। 'তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার এ সৌভাগ্য।'

মুখ তুলল লজ্জিত ক্রিস্টাল, 'তুমি নিশ্চয় ক্ষমা করেছ আমাদের, শেরিফ। এখন নিশ্চয় আর রাগ নেই আমাদের ওপর?'

কাছে গিয়ে দু'হাত তার কাঁধে রাখল অ্যানরিল। 'প্রশ্নই আসে না রাগের। তোমাদের মত সাহসী, অসময়ের বন্ধুদের ওপর রাগ করব কেন?'

'তাহলে কথা দাও আমাদের ছেড়ে যাবে না তুমি,' আবেগতাড়িত গলায় বলল ডাক্তার জেন।

কিছু না বলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শেরিফ ভিয়ান।

'তোমরা কি শেরিফকে চাও?' উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল ডাক্তার।

'হ্যাঁ,' অনেকগুলো কণ্ঠ গর্জে উঠল।

হাসল অ্যানরিল। 'যাব না। তোমাদের মত বন্ধুদের ছেড়ে গেলে পাপ হবে আমার।'

বইঘর.কম

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ক্রিস্টালের মুখে। তার সঙ্গীরাও হাসছে। 'প্রমিজ?' বলল ক্রিস্টাল।

'প্রমিজ,' তার কাঁধ চাপড়ে দিল শেরিফ। 'তবে একটা বিষয় জানতে আমার খুব ইচ্ছে করছে, এলেই যখন, এত দেরিতে কেন?'

এগিয়ে এল গর্ডন বিলি, জিবি র‍্যাঞ্চের মালিক। শহর থেকে দু'মাইল পুবে তার র‍্যাঞ্চ। বলিষ্ঠ দেহ, গভীর চোখ। নাকের নিচে মোটা গোঁফ।

শেরিফের সামনে এসে মাথা থেকে হ্যাট খুলল বিলি। 'আজ শহরে এসেছিলাম বলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে,' শুরু করল সে। 'তুমি জানো শেরিফ, আমরা ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষ। থাকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সবাইকে একত্রিত করতে সময় লেগেছে। তাছাড়া আমরা চাইছিলাম যে তিনজনের সবার আগে তোমার পেছনে দাঁড়ানো উচিত, তারা দাঁড়াক আগে। হ্যাঁ, মিসেস আইভি, জুনহো বোলার্দি ও টিম স্টুটের কথাই বলছি। প্রথম তিনটে গুলি ওদের রাইফেল থেকেই ছুটে গেছে শত্রুর দিকে। তারপর...' থামল গর্ডন।

তৃপ্তির হাসি ফুটল ভিয়ান অ্যানরিলের মুখে। নোয়েনের খোঁজে অফিসের দিকে চোখ ফেরাল সে। এককোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে নোয়েন। তার পাশেই বিলিন্ডা হাঁটু মুড়ে বসে আছে। চোখে তার পানি।

শেরিফের দিকে তাকাল নোয়েন মাথা ঘুরিয়ে। নড করে বাবাকে বোঝাতে চাইল আঘাতটা তেমন মারাত্মক নয়।

ওদিকে বাপের লাশের পাশে থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিক রেমন্ড। চোখে দুঃখের বদলে অবিশ্বাস। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, রেমন্ড আর সবার মত মরণশীল মানুষ, তা যেন এই প্রথম জানল সে।

ধীর পায়ে নিকের সামনে এসে দাঁড়াল ভিয়ান অ্যানরিল।

boighar.com

'শেরিফের অফিসের ভেতরে ঢোকো,' কড়া গলায় আদেশ দিল।

কিংকতর্ব্যবিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল নিক। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। অন্যরাও মাথার ওপর হাত তুলে অনুসরণ করল তাকে।

এতক্ষণে অ্যানরিলের খেয়াল হলো রক্তে তার প্যান্ট ভিজে গেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যথা অনুভব করল উরুতে। তবে এ ব্যথা অতীতের অজস্র ব্যথার তুলনায় যেন কিছুই নয়।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শেরিফের অফিসের দিকে এগিয়ে গেল ভিয়ান অ্যানরিল। বন্দীদের সেলে আটকে বেরিয়ে এল একটু পর।

চোখ তুলতেই সান্টা ইনস হোটেলের সামনে রাইফেল হাতে আইভিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। অ্যানরিলের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল আইভি। নজর ঘুরিয়ে ছেলেকে দেখল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াতে গেল, পেছন থেকে বলে উঠল শেরিফ, 'দাঁড়াও, যেয়ো না।'

রাইফেলটা ফেলে দিল শেরিফ অ্যানরিল। কারণ সে জানে এখনই ছুটে এসে তার শূন্য বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে আইভি। তাই হলো।

শহরের রাস্তার ধূলিকণা উড়িয়ে, বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ভিয়ান-আইভির কানে কি যেন এক বারতা পৌঁছে দিয়ে ছুটে গেল এক ঝলক বাতাস।

এবং সেই মুহূর্তে পাহাড়ের ওপাশে টুপ্ করে ডুবে গেল সূর্যটা।

●●●

www.boighar.com

বইঘর.কম